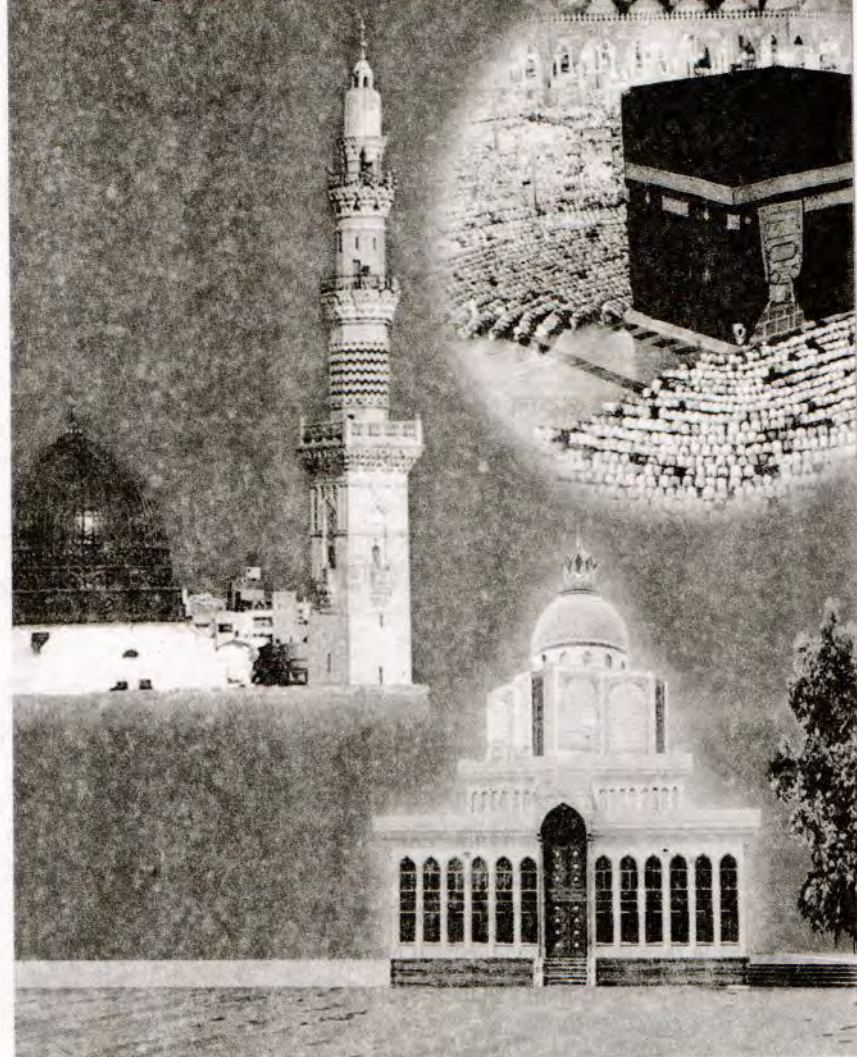


ଆମାଲେ ମକବୁଲୀୟା ଫି ରୁସୁଲେଜାତେ ଗାଢ଼ିହିୟା



প্রকাশক

আলহাজ্ব হজরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ

এমদাদুল হক মাইজভাগুরী

সাজ্জাদানশীন, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল,
মাইজভাগুর দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

সম্পাদনায়

আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন ছিদ্দিকী

গ্রাম : পূর্ব মাইজভাগুর, থানা-ফটিকছড়ি

জিলা-চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০০৭ ইংরেজী।

তৃতীয় প্রকাশ : ২৫ মে ২০১৪ ইংরেজী।

গুণেচ্ছা মূল্য : ৪০.০০ (চল্লিশ) টাকা মাত্র।

ডিজাইন ও মুদ্রণে

মাইজভাগুরী প্রকাশনী

গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল

মাইজভাগুর দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

মোবাইল : ০১৮১৯-২৮৯৭১৬, ০১৭১১-৮১৭২৭৪

ফ্যাক্স : ০৩১-২৮৬৭৩৩৮

Website : www.maizbhandarsharif.com, www.sufimaizbhandari.com

E-mail : shahemdadia@yahoo.com

আমালে মকবুলীয়া ফি ফয়উজাতে গাউছিয়া

সূচী পত্র

সম্পাদনার দু'টি কথা	৫
ছুরায়ে ইয়াছিন	৯
ছুরায়ে আররাহমান	১৬
ছুরায়ে ওয়াকেরাহ্	২১
ছুরায়ে মূলক	২৬
ছুরায়ে মুজাম্মিল	৩০
সাত হাইকেল-এঁর ফজিলত	৩৩
প্রথম-হাইকেল	৩৪
দ্বিতীয় হাইকেল	৩৪
তৃতীয় হাইকেল	৩৫
চতুর্থ হাইকেল	৩৬
পঞ্চম হাইকেল	৩৭
ষষ্ঠ হাইকেল	৩৮
সপ্তম হাইকেল	৩৯
না'তে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম) (১)	৪০
না'তে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম) (২)	৪১
না'তে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম) (৩)	৪৩
না'তে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম) (৪)	৪৩
না'তে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম) (৫)	৪৪
না'তে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম) (৬)	৪৪
না'তে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম) (৭)	৪৫
ফজায়েলে দরুদ	৪৬
দরুদে হাজারী ও তাঁহার ফজিলত	৪৯
দরুদে উম্মিয়্যি ও তাঁহার ফজিলত	৪৯
দরুদে তুনাঙ্গীনা ও তাঁহার ফজিলত	৫০
দরুদে ফতুহাত ও তাঁহার ফজিলত	৫০
দরুদে শেফা ও তাঁহার ফজিলত	৫১
দরুদে খায়ের ও তাঁহার ফজিলত	৫১
হজরত নবী করিম (সঃ) এঁর সহিত রুহি সম্পর্ক লাভের দরুদ ও তাঁহার ফজিলত	৫২
দোয়ায়ে ইছমে আজম ও তাঁহার ফজিলত	৫২
দোয়ায়ে হাবীবী ও তাঁহার ফজিলত	৫৩
দোয়ায়ে মকবুলীয়া (১)	৫৫
দোয়ায়ে মকবুলীয়া (২)	৫৫
দোয়ায়ে মকবুলীয়া (৩)	৫৬
দোয়ায়ে মকবুলীয়া (৪)	৫৭
দোয়ায়ে মকবুলীয়া (৫)	৫৮

দোয়ায়ে মকবুলীয়া (৬)	৫৮
দোয়ায়ে মকবুলীয়া (৭)	৫৮
দোয়ায়ে আহাদ নামা ও তাঁহার ফজীলত	৫৯
খতমে তাছমিয়া ও তাঁহার ফজীলত	৬০
খতমে জালাল ও তাঁহার ফজীলত	৬০
খতমে তাহলীল ও তাঁহার ফজীলত	৬১
খতমে ইউনূছ ও তাঁহার ফজীলত	৬১
খতমে খাজেগাণের ফজিলত	৬২
খতমে খাজেগান	৬৩
দরুদে তাজ	৬৮
খতমে গাউছিয়া শরীফের তরতীব	৭০
কছিদায়ে গাউছিয়া শরীফ	৭৪
কছিদায়ে গাউছে মাইজভাণ্ডারীয়া	৭৯
ফজায়েলে মিলাদ	৮৩
মিলাদ শরীফ ও তাওয়ান্নোদ শরীফ	৮৭
জিকির	১০১
মোনাজাত-	১০২
মুনাজাতে মকবুলীয়া-ব-এল্তেজায়ে গাউছে মাইজভাণ্ডারীয়া (১)	১০৩
মুনাজাতে মকবুলীয়া-ব-এল্তেজায়ে গাউছে মাইজভাণ্ডারীয়া (২)	১০৩
মুনাজাতে মকবুলীয়া-ব-এল্তেজায়ে গাউছে মাইজভাণ্ডারীয়া (৩)	১০৪
মুনাজাতে মকবুলীয়া-ব-এল্তেজায়ে গাউছে মাইজভাণ্ডারীয়া (৪)	১০৪
মুনাজাতে মকবুলীয়া-ব-এল্তেজায়ে গাউছে মাইজভাণ্ডারীয়া (৫)	১০৫
মুনাজাতে মকবুলীয়া-ব-এল্তেজায়ে গাউছে মাইজভাণ্ডারীয়া (৬)	১০৬
মুনাজাতে মকবুলীয়া-ব-এল্তেজায়ে গাউছে মাইজভাণ্ডারীয়া (৭)	১০৬
মুনাজাতে মকবুলীয়া-ব-এল্তেজায়ে গাউছে মাইজভাণ্ডারীয়া (৮)	১০৭
মুনাজাত (শজরা শরীফ)	১০৮
মুনাজাত (বারে এলাহী)	১১১
মুনাজাতে মকবুলীয়া	১১২
ছরকারে দো আলম ছান্নালাহ আল্লাইহ ওয়াছান্নাম হইতে ছৈয়দুনা আবুল বশর	
হজরত আদম আলা হিছ্বালাম পর্যন্ত বংশ তালিকা-	১১৪
হেজবুল বাহার ঐর ফজিলত ও নিয়ম পদ্ধতি	১১৮
জিয়ারতের বয়ান	১২৬
জিয়ারতের নিয়ম	১২৮
হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) ঐর রওজা শরীফ জিয়ারতের নিয়ম-১২৯	
আল্লাহর অলীগণের রওজা শরীফ জিয়ারতের নিয়ম	১২৯
সাধারণ মোসলমান মোমেনদের কবর জিয়ারতের নিয়ম	১৩০
কশফে কবুর	১৩২
কাজায়ে হাজাতের নামাজ	১৩৫

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্পাদনার দু'টি কথা

ছুফী সভ্যতার ধারক বাহক বিশ্ব মানব কল্যাণকামী নির্ভরযোগ্য মানবীয় সভ্যতার নিদর্শন বেলায়তে মোত্লাকায়ে আহমদীর প্রবর্তক ছুফী সম্রাট গাউছুল আজম মাইজভাগুরী হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) প্রকাশ হজরত ছাহেব কেবলা কাবা; যিনি ছুফী সভ্যতার সূক্ষ সাধনা পন্থার সমাবেশকারী বিশ্ব ত্রাণ কর্তৃত্ব সম্পন্ন গাউছে আজম। তাঁহার আধ্যাত্মিক গুণাবলী আল্লাহতালার প্রদত্ত ফজিলতে রব্বানী প্রাপ্ত হইয়া বিশ্ব ত্রাণ কর্তৃত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন। তাঁহার খোদায়ী প্রদত্ত শ্রেষ্ঠত্বে ও প্রভাবশালী ত্রাণ কর্তৃত্বের বদৌলতে মাইজভাগুর গ্রামখানি মাইজভাগুর দরবার শরীফ নামে সম্মানীত উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রায় দেড় শতাব্দিক বৎসরের উর্ধ্বকাল হইতে চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন স্থানে হুজুর পাকের ফজিলতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিগণ তাঁহার ফয়জ বরকতের স্বীকৃতির নিদর্শন স্বরূপ হজরতের নামীয় বিভিন্ন মাদ্রাসা, স্কুল, রাস্তা ইত্যাদি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানাদি স্থাপন করিয়া স্মৃতি বিদ্যমান রাখিয়াছেন। তিনি এমন এক খোদা প্রদত্ত শ্রেষ্ঠত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি, যিনি জনগণের না হওয়ার মত কাম্য বস্তুকে খোদার ইচ্ছা শক্তিতে তাঁহার গাউছে আজমিয়তের প্রভাবে হওয়ার রূপ দেন। কামালিয়ত বা বুজর্গীর কোন প্রশংসা তাঁহার বুজর্গীতে বাদ পড়ে না। তাঁহার সাথে হজরত খাজা খিজির (আঃ) এর সাথেও খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাঁহার সমসাময়িক সুধীবৃন্দ ও বুজর্গানে দ্বীনে মতীনদের মধ্যে অনেকে হজরত গাউছুল আজম মাইজভাগুরী (কঃ) এর সম্বন্ধে উচ্চ মন্তব্য করিয়াছেন। এই দেশের বড় বড় আলেম ফাজেলরা কিরূপ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তাহা তাঁহার জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়। তাঁহার তরিকা গ্রহণকারীরা সহজ উপায়ে জিকিরের মাধ্যমে নফ্ছে আম্মারা হইতে কামেলা ও “উছুলে ছাবয়া” বা সপ্ত পদ্ধতির মধ্যস্থতায় আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য স্মরণ ও আমল এই দুইটাকে খুব সহজ ও সুন্দরভাবে সমন্বয় করিয়া কথায়, কাজে ও আচরণে বিশ্ব মানবতার সামনে তুলিয়া ধরিয়া ছিলেন। যাহার ফলে তাঁহার অলৌকিকতা, ত্রাণ কর্তৃত্ব সম্পন্ন যশঃ কীর্তি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। দিন দিন হাজতী মকছুদি প্রভৃতি রুহানী ও মানবতার উন্নয়নকামী দীক্ষা প্রার্থী জনতার ভীড় বাড়িতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার সাহচর্যে ও খেদমত-ছোহবতের বরকতে বহু লামেক আলেম এবং খোদা প্রেম পেয়ারা জনগণ কামেল বা পূর্ণ মানবতা প্রাপ্ত হাল জজ্বায় খোদা প্রেম মত্ত অলিউল্লাহরূপে বাংলা, বার্মা, পাকিস্তান এবং সমগ্র উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে

ছড়াইয়া পড়িলেন। তাঁহার পরশ পাইয়া ধন্য হইয়াছেন মাটিস্থ বুর্জগানে দ্বীন এবং তাঁহারা জামালী হইতে জালালীর মধ্যে রূপ ধারণ করিয়াছেন। এই দেশে এশকের জোয়ার আসার ফলে তাঁহার তরিকা গ্রহণ ও তরিকার উপর আমলকারী ব্যক্তিগণের অবস্থান ক্ষেত্র বড় বড় দরবারে পরিণত হইয়াছেন ও তাঁহার খলিফা হিসাবে বিদ্যমান আছেন। তাঁহার দুই ভ্রাতার দুই পুত্রও তাঁহার ফয়েজ বরকত প্রাপ্তে কামালিয়তের উচ্চাসন লাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দ্বিতীয় ভ্রাতার দ্বিতীয় পুত্র হজরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াছেল (কঃ) ছাহেব গাউছিয়ত ধারামতে ফয়েজ প্রাপ্ত ‘কুতুবে এরশাদ’ ছিলেন। তৃতীয় ভ্রাতার দ্বিতীয় পুত্র গাউছুল আজম বিল বেরাছত হজরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ গোলাম রহমান (কঃ) ছাহেব কেবলা “কুতুবুল আক্কাব” ছিলেন। হজরত আক্কাবের একমাত্র পুত্র সন্তান ও তাঁহার খলিফা হজরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ ফয়জুল হক (কঃ)- মরহুম শাহ ছাহেবের একমাত্র বিদ্যমান পুত্র, তাঁহার অনুগ্রহ ও খেদমত-ছাহেবতের ফয়জ বরকত প্রাপ্ত এবং প্রত্যক্ষ দর্শনের অধিকারী, সোলতানুল আউলিয়া ছৈয়দুল আছফিয়া, আশরাফুল আউলীয়া, হজরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগরী (কঃ) কে পবিত্র আস্তানায়ে পাকের হুজুরা শরীফের মধ্যে এই মহান ফজিলতে রব্বানী বেলায়তের করুণা ধারা গাউছিয়ত সরকারের মাধ্যমে হাশর তক্ জারী রাখার মানসে গাউছিয়ত ও কুতুবিয়তের উভয় মসরবের পূর্ণ কামালিয়তের অধিকারী করিয়া তিনি নিজেই মনোনীত করিয়া পবিত্র সিংহাসনে সাজ্জাদানশীন ও স্থলাভিষিক্ত মনোনয়ন খেলাফত প্রদান ও তাঁহার পবিত্র গদী শরীফের উত্তরাধিকারী এবং তাঁহার জাহের বাতেন আওলাদীয়তের মর্যাদা সম্পন্ন করেন ও তাঁহার পবিত্র নুরানী-ঈমানী জবানে দেলাময়না, সোলতান, নওয়াব ইত্যাদিতে আখ্যায়িত করিয়াছেন। তাঁহার বাণী- “এই বেলায়ত রহস্য ব্যক্ত করিতে আমি অধিকার সম্পন্ন ব্যক্তি, যেহেতু আমি অলীয়ে কামেলের “অছী”; তিনি ওফাত হইবার কয়েকদিন পূর্বে আমাকে তাঁহার গদী শরীফের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।” যেমন হজরত আলী (কঃ) ঐ বাণীঃ- “এই জ্ঞান এমন এক জ্ঞান, যাহা নবী অথবা নবীর অছী ছাড়া অন্য কেহ জানিতে পারে না।” অনুরূপভাবে তাঁহার পবিত্র গদী শরীফে বিগত ১৯৭৪ ইংরেজী সালে হজরত কেবলা কাবার বাণী অনুযায়ী গাউছিয়ত সরকার মনোনীত করিয়া তাঁহার বেলায়তের করুণাধারা এবং জাহের-বাতেন আওলাদীয়তের মর্যাদা সম্পন্ন করিয়া তাঁহার পবিত্র বংশধরের মধ্যে তৃতীয় পুত্র ছাহেবে আছরারে অছীয়ে গাউছুল আজম, সোলতানে আজম, আলহাজ্ব হজরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগরী (মঃ জিঃ আঃ) ছাহেবকে তাঁহার পবিত্র গদী শরীফে বসাইয়া হজরত কেবলা কাবার রাজ রহস্যে তাৎপর্য মূলক ব্যবহৃত হরিত্রী রং ঐ পবিত্র শাল মোবারক তাঁহাকে পরাইয়া দেন

এবং তিনি নিজেই মনোনীত করিয়া সাজ্জাদানশীন ও স্থলাভিষিক্ত মনোনয়ন খেলাফত প্রদান ও গদী শরীফ অর্পণ করেন। তিনি কিছুক্ষণ হজরত কেবলা কাবার গদী শরীফে অবস্থান করেন।

সকলের অবগতির জন্য ১৯৭৪ সালে “মানব সভ্যতা” নামক বইটির ভূমিকায় লিখিয়াছেন :- “অত্র বইটি আমার জীবন সায়াহে ছাপাইয়া যাইতে পারিব কিনা ভবিতব্য খোদাই তাহা ভাল জানেন। তাই বইটি ছাপাইবার জন্য আমাদের প্রচলিত “আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাগুরী” সমাজ-সংস্কার ও নৈতিক উন্নয়নমূলক সমাজ সংগঠক পদ্ধতির সফলতার উদ্দেশ্যে “হানেফী মজহাব” এজমা ফতোয়ার ভিত্তিতে আমি যেইভাবে কামেল অলিউল্লাহর নির্দেশিত উত্তরাধিকারী গদীর “সাজ্জাদানশীন” সাব্যস্ত, তদ্ব্যবহারে আমার ছেলেরদের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তি সৈয়দ এমদাদুল হক মিঞাকে “সাজ্জাদানশীন” মনোনীত করিবার পর এই গ্রন্থটি তাহার হস্তে অর্পণ করিলাম।”

১৯৭৫ সালে জরুরী বিজ্ঞপ্তির মধ্যে লিখিয়াছেন :- “এতদসঙ্গে আমি ঘোষণা করিতেছি যে, আমার অবর্তমানে হজরতের হুজুরা শরীফে আমার গদীর উত্তরাধিকারী বর্তমান নায়েব সাজ্জাদানশীন সৈয়দ এমদাদুল হককে আমি মনোনীত করে আমার স্থলাভিষিক্ত করিলাম। শিক্ষা-দীক্ষা, শজরা দান এবং ফতুহাত নিয়ন্ত্রণ অধিকার সম্পন্ন, এই গাউছিয়াত জারী-সফলতা দানকারী সাব্যস্ত করিলাম।”

বিশ্ব জগতে পরম করুণাময় খোদাতা'লার অপূর্ব কুপার নিদর্শন এই মহান গাউছুল আজমের পরিচয় দিতে বহু খোদা তত্ত্বজ্ঞানী ভাষাবিদ ভক্ত সহচরগণ আরবী, উর্দু, ফারসী, ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় নানাভাবে নানা ছন্দে তাঁহার পরিচয় গ্রন্থ সমূহ বিশ্ববাসীর দৃষ্টির সামনে রাখিয়া গিয়াছেন।

আমার মোরশেদে মোয়াজ্জাম, শায়খে মোকাররাম, সোলতানুল আউলিয়া, আশরাফুল আউলিয়া, সাজ্জাদানশীন-এ-গাউছুল আজম হজরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী (কঃ) হায়েব মহান গাউছুল আজমের শান আজমত ও তরীকা সম্বন্ধে বাংলায় তত্ত্বমূলক বহু অমূল্য গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে তরিকতের অজিফা “মূলতত্ত্ব বা তজকীয়ায়ে মোখতাছার” এর ভূমিকার মধ্যে লিখিয়াছেন- “এই তজকীয়ায়ে মোখতাছারের দ্বিতীয় খণ্ডে, বুজর্গানে দ্বীনের আচরিত মজমুয়া অজিফা হইতে কিছু কোরান পাকের ছুরা, সপ্তম হাইকেল, ছালাম, দোয়া দরুদ শরীফ, কছিদা এবং মোনাজাত লিপিবদ্ধ করিয়া, পড়িবার নিয়ম পদ্ধতি সঙ্গে দিলাম। তৎপর নাশেরানে কুতুবে লাহোরীর অজিফা অনুসরণে হেজবুল বাহার মোখতাছার নিয়ম পদ্ধতিসহ লিপিবদ্ধ করিলাম। ইহার পর জেয়ারতে কবর ও কশ্ফে কবরের নিয়ম পদ্ধতি, কাজায়ে

হাজাতের নামাজ ও দাওয়াতের দস্তুর সহ লিখিয়া এই সংক্ষিপ্ত অজিফা খানাও সমাপ্ত করিলাম।”

আমার পীরে তরিকতের লিখিত ও প্রকাশিত ১৯৬৯ সালের মূলতত্ত্বের ভূমিকা পাঠে অনুপ্রাণিত মনের দুয়ারে তা বার বার আঘাত হানিতেছে এবং আমার তরিকতের বন্ধুদের মধ্যে অনেকে এই অজিফার জন্য অগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন বিধায়, আমার পীরে তাফাইউজ, সোলতানে আজম, সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম, দরজায়ে অছীয়ে গাউছুল আজম, আবুল মোকাররম আলহাজ্ব হজরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুরী (মঃ জিঃ আঃ) ছাহেবের অনুমতি ক্রমে এই “আমালে মকবুলীয়া ফি ফয়উজাতে গাউছিয়া” অজিফাখানা উপরোক্ত বিষয়াবলী সুবিন্যস্ত করিয়া প্রকাশনার দুঃসাহসী কাজে মনোনিবেশ করি। অত্র অজিফাখানা জ্ঞান ও ভাষাহীন অবস্থায় অতি বিনয়, ভীত ও সংকোচিত মনে গাউছুল আজমের ফজিলতে রব্বানীর আশ্রয়ে সম্পাদিত করিয়া সুধী মঞ্জলী সমীপে উপস্থাপন করিলাম। অত্র অজিফা খানার বিষয়াবলী যে সমস্ত কিতাব পুস্তক হইতে সংকলন করা হইয়াছে উহার কোন পরিবর্তন বা পরিবর্দ্ধন না করিয়া মূল এবারত অবিকৃত রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছি এবং কিতাব পুস্তকাদির গ্রন্থকারগণের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। যাহারা আমাকে বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করিয়াছেন তাহাদের নিকট ধন্যবাদ সহ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ইহা পাঠে উপকৃত হইলে গাউছে আজমের অসীম অনুগ্রহে ও আদর্শবাদী ভক্তগণের শুভ আশীর্বাদে নিজকে ধন্য ও সফল মনে করিব। আশা করি দোষ ত্রুটি নিজ গুণে ক্ষমা করিবেন।

এই পবিত্র “আমালে মকবুলীয়া ফি ফয়উজাতে গাউছিয়া” অজিফাখানা ইমামুল আউলিয়া, বেলায়তে মোতলাকায়ে আহমদীর প্রবর্তক গাউছুল আজম মাইজভাগুরী হজরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) এঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী আমার মুর্শিদে কামেল সাজ্জাদানশীন-এ-গাউছুল আজম, সোলতানুল আউলিয়া হজরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী (কঃ) কর্তৃক মনোনীত সাজ্জাদানশীন মাইজভাগুর দরবার শরীফ গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিলের শরাফত সুরক্ষায় নিবেদিত মহান ব্যক্তিত্ব সোলতানে আজম, আবুল মোকাররম আলহাজ্ব হজরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুরী (মঃ জিঃ আঃ) কেবলার পবিত্র করকমলে উৎসর্গ করিয়া তাঁহার ও আমার মুর্শিদে কামেল এবং মহান দয়ালু হজরতের কৃপা বারিতে দোজাহানের সফলতা ও চিরদাসত্ব কামনা করিতেছি।-“আমিন”

বিনীত-

আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন ছিদ্দিকী

সাঃ মাইজভাগুর শরীফ, থানা-ফটিকছড়ি, জিলা-চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

ছুরায়ে ইয়াছিন

এই ছুরাটি কোরআন মজীদের শ্রেষ্ঠ মর্যাদা ও মাহাত্ম্যপূর্ণ ছুরা। ইহাকে হাদিছ শরীফে রুহুল কোরআন বা কোরআন মজীদের আত্মা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আত্মাই যে মূল এবং একমাত্র চালিকাশক্তি তাহা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ছুরায়ে ইয়াছিন কোরআন মজীদের জন্য সত্যই আত্মা স্বরূপ বটে। এই মহান ছুরাটির ফজীলত লিখিয়া শেষ করা সাধ্যের বাহিরে। যে ব্যক্তি ইহা প্রতিদিন পাঠ করিবে, আল্লাহ তাহার ইহ-পরলৌকিক সব রকম কল্যাণ ও মঙ্গল দান করিবেন।

হাদিছ শরীফে বর্ণিত আছে, হজরত রাসূলে করীম (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন – যে ব্যক্তি একান্ত ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত ছুরা ইয়াছিন পাঠ করিবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাহাকে কবর আজাব এবং রোজ হাশরের বিভীষিকা হইতে মুক্তি প্রদান করিবেন। ফেরেশতাগণ আল্লাহর দরবারে তাহার ইমান ও ইয়াকীনের সাক্ষ্য প্রদান করিবেন।

হাদিছ শরীফে বর্ণিত আছে, ছুরা ইয়াছিন নিয়মিত পাঠকারীর জন্য বেহেস্তের ৮টি দরজাই উন্মুক্ত থাকিবে। হজরত রাছুলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, ছুরা ইয়াছিন রাত্রিকালে আল্লাহর ওয়াস্তে পাঠ করিলে সম্পূর্ণ পুণ্যবান অবস্থায় শয্যা ত্যাগ করিতে পারিবে। ছুরা ইয়াছিন পাঠকারীর জন্য এই ছুরা-ই কেয়ামতে সুপারিশ করিবে।

হাদিছ শরীফে বর্ণিত আছে-সমস্ত কোরআন শরীফ খতম করিলে যেই পুণ্য লাভ হয়, ছুরা ইয়াছিন একবার পাঠ করিলে তদ্রূপ পুণ্য লাভ হয়। গোরস্থানে বসিয়া এই ছুরা পাঠ করিলে কবরের সমস্ত শান্তি মওকুফ হয়।

মৃত্যুর পর দাফন করার পূর্ব পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির লাশের নিকট বসিয়া ছুরা ইয়াছিন পাঠ করিতে থাকিলে মৃত ব্যক্তির পরলৌকিক কল্যাণ নসীব হয়।

যে ঘরে কোরআন তেলাওয়াত হয় সে ঘরের অধিবাসীগণ সর্বদা আরাম-আয়েশে জীবন-যাপন করিবে এবং সেখানে ফেরেস্তাগণের গমনাগমন হইবে, আর শয়তান দূরে পলায়ন করিবে।

سُورَةُ يَسَ، آياتها ٨٣، ركوعها ٥

بسم الله الرحمن الرحيم

يَسَ . وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ . إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ . عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .
تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ . لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاءَهُمْ فَهُمْ غٰفِلُونَ . لَقَدْ حَقَّ
الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ . إِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ أَعْيُنِهِمْ أَغْلًا فَبُهِتَ إِلَى
الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ . وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا
فَأَعْمَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ . وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ
لَا يُؤْمِنُونَ . إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ فَبَشِّرْهُ
بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ . إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ .
وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ . وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقُرْيَةِ .
إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ . إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا
إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ . قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ
. إِن أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ . قَالُوا رَبَّنَا عَلَّمْنَا إِلَيْكُمُ الْمُرْسَلُونَ . وَمَا عَلَّمَنَا
إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ . قَالُوا إِنَّا نَطِيرُنَا يَوْمَ يُفْعَلُونَ لَكِنَّا لَمْ نَنْتَهُوا لِنَرْجِئِكُمْ وَلِيَمَسَّنَّكُمْ
مِنَّا عَذَابُ الْيَوْمِ . قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ إِنَّكُمْ أَنتُمْ مُّسْرِفُونَ .
وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَاقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ . اتَّبِعُوا مَن
لَّا يَسْأَلْكُمْ أَجْرًا وَهُمْ يَهْتَدُونَ . وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ
تَرْجِعُونَ . ءَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرَدِّنَ الرَّحْمَنُ بِصُرٍّ لَّا تُرْجَىٰ عَنْهُ
شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقَذُونَ . إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ . إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ
فَاسْمِعُونِ . قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ . قَالَ لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ . بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي

وَجَعَلْنِي مِنَ الْمَكْرُمِينَ • وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ
وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ • إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَاذَاهُمْ خَامِدُونَ • يَلْحَسِرَةُ
عَلَى الْعِبَادِ • مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ • أَلَمْ يَرَوْا كَمْ
أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ • وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ
لَدَيْنَا مُحْضَوُونَ • وَإِيتَانَا لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ
يَأْكُلُونَ • وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ •
لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ • سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ
الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تَنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ • وَإِيتَانَا لَهُمُ
الْليلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلَمُونَ • وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا
ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ • وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ
الْقَدِيمِ • لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ •
وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ • وَإِيتَانَا لَهُمْ إِنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ
الْمَشْحُونِ • وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ • وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ
لَهُمْ وَلَا هُمْ يَنْقُذُونَ • إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ • وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا
بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ • وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ
إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ • وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ
كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ اطْعَمُوهُمْ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ
مُبِينٍ • وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ • مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً
وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ • فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ
يَرْجِعُونَ • وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ • قَالُوا

يُولِنَا مِنْ بَعَثْنَا مِنْ مَرَقَدْنَا سَكَنَهُ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ • إِنْ
كَانَتْ الْأَصْحَةُ وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ • فَالْيَوْمَ لَا تَنْظِلُ
نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ • إِنْ أَصْحَبَ الْجَنَّةَ الْيَوْمَ فِي
شُغْلٍ فَكِهِونَ • هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرْبَابِ مُتَكُونَ • لَهُمْ فِيهَا
فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ • سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ • وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا
الْمُجْرِمُونَ • أَلَمْ أَعْهِدْ إِلَيْكُمْ يَنِيَّ أَدَمُ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ • إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُبِينٌ • وَإِنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ • وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبَلًا كَثِيرًا
أَلَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ • هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ • إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا
كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ • الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ
بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ • وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى
يَبْصُرُونَ • وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا
وَلَا يَرْجِعُونَ • وَمَنْ نَعْمَرَهُ نَكَسْنَاهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْلَمُونَ • وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ
وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ • لِنُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ
عَلَى الْكَافِرِينَ • أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا
مَالِكُونَ • وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ • وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ
وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ • وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يَنْصُرُونَ •
لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ • فَلَا يَحْزَنكَ قَوْلُهُمْ أَنَّا
نَعْلَمُ مَا يَسِرُونَ وَمَا يَنْتَوْن • أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ
خَصِيمٌ مُبِينٌ • وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ
رَمِيمٌ • قُلْ يَحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ • الَّذِي جَعَلَ

لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ فِيهِ تُوقَدُونَ • أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ • إِنَّمَا
أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ • فَسَبِّحْنِ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ
شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ • (বারে ২২-২৩)

বাংলা উচ্চারণ

১। ইয়াছিন ২। ওয়াল কুরআনিল হাকিম ৩। ইন্না কা লা মিনাল মুরছালিন ৪। আ'লা ছিরাতিম্ মুস্তাকিম ৫। তানজিলাল আজ্জির রাহিম ৬। লিতুনজিরা কাওমাম্মা উনজিরা আবাবুহুম ফাহুম গাফিলুন ৭। লাক্বাদ হাক্বাল ক্বাওলু আ'লা আকছারিহিম ফাহুম লা-ইউমিনুন ৮। ইন্না জা'আল্না ফি আ'না ক্বিহিম আগলালান ফাহিয়া ইলাল আজক্বানি ফাহুম মুক্বমালুন ৯। ওয়া জা'আল্না মিম্ব বায়নি আইদিহিম ছাদ্দাওঁ ওয়া মিন খাল্ফিহিম ছাদ্দান ফা-আগ শাইনাহুম ফাহুম লা ইউব-ছিরুণ ১০। ওয়া ছাওয়াউন আলাইহিম আ-আনজারতাহুম আমলাম তুনজিরহুম লা-ইউমিনুন ১১। ইন্নামা তুনজির মানিত্বাআ'জ জিকরা ওয়া খাশিয়াররাহমানা বিলগাইবি ফাবাশ্শিরছ বিমাগ্ফিরাতিওঁ ওয়া আজরিন কারিম ১২। ইন্না নাহ্নু নুহ্লিল মাউতা ওয়া নাক্তুবু মা কাদ্দামু ওয়া আছারাহুম ওয়া ক্বল্লা শাইয়িন আহ্ছাইনাছ ফি ইমামিম্বুবিন ১৩। ওয়াদ্রিব লাহুম মাছলান আছহাবাল ক্বুরইয়াতি ইজ জাআহাল মুরছালুন ১৪। ইজ আরছালনা ইলাইহিমুছ নাইনি ফাকাজ্জাবুহুমা ফাজ্জাজনা বিছালিছিন ফাক্বালু ইন্না ইলাইকুম মুরছালুন ১৫। ক্বালু মা আন্তুম ইল্লা বাশারুম মিছলুনা ওয়ামা আনজালার রাহমানু মিন শাইয়িন ইন আনতুম ইল্লা তাক্বিবুন ১৬। ক্বালুরাব্বুনা ইয়ালামু ইন্না ইলাইকুম লামুরছালুন ১৭। ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালাগুল মুবিন ১৮। কালু ইন্না তাতইয়ারনা বিকুম লায়িল্লাম তানতাছ লানারজুমান্নাকুম ওয়ালা ইয়া মাছান্নাকুম মিন্না আজাবুন আলিম ১৯। ক্বালু তায়িরকুম মা-আকুম আয়িন জুক্কিরতুম বাল আনতুম ক্বাওমুম্বুছরিফুন ২০। ওয়া জাআ মিন আকছাল মাদিনাতি রাজুলুই ইয়াছ-আ ক্বালা ইয়া ক্বাওমিত তাবিউল মুরছালিন ২১। আত্তাবিউ মান্না ইয়াছ আলুকুম আজরাওঁ ওয়াহুম মুহতাদুন ২২। ওয়ামা লিয়া লা আ-আবুদুল্লাজি ফাতারানি ওয়া ইলাইহি তুরজাউন ২৩। আ-আত্তাখিজু মিনদুনিহি আলিহাতান ইউরিদ্নির রাহমানু বিদুররিগ্বা তুগনী আন্নি শাফায়াতুহুম শাইয়াওঁ ওয়ালা ইউনকিজুন ২৪। ইন্নি ইজাল্লাফি দালালিম্বুম্বিন ২৫। ইন্নি আমানতু বিরাক্বিকুম

ফাছমাউন ২৬। ক্বিলাদ খুলিল জান্নাতা কালা ইয়া লাইতা ক্বাওমি ইয়ালমুন ২৭।
 বিমা গাফারালি রাব্বি ওয়া জা আলানি মিনাল মুক্ৰামিন ২৮। ওয়ামা আনজ্বালনা
 আলা ক্বাওমিহি মিমবা'দিহি মিন জুন্দিম মিনাচ্ছামায়ি ওয়ামা কুনা মুনজিলিন
 ২৯। ইন্ কানাত ইল্লা ছাইহাতাওঁ ওয়াহিদাতান ফাইজাহুম খামিদুন ৩০। ইয়া
 হাছরাতান আলল ইবাদি মা ইয়াতিহিম মির রাছুলিন ইল্লা কানু বিহি ইয়াছতাহজিউন
 ৩১। আলাম ইয়ারা ওঁ কাম আহলাকনা ক্বাবলাহুম মিনাল কুরুনি আনাহুম
 ইলাইহিম লা ইয়ারজিউন ৩২। ওয়া ইন্ কুল্লুল্লামা জামিউল্লাদাইনা মুহ্দারুন
 ৩৩। ওয়া আয়াতুল্লাহুমুল আরদুল মাইতাতু আহইয়াই নাহা ওয়া আখরাজনা
 মিনহা হাব্বান ফামিনছ ইয়া' কুলুন ৩৪। ওয়া জা আলনা ফিহা জান্নাতিমিনাখিলিওঁ
 ওয়া আনাবিওঁ ওয়া ফাজ্জারনা ফিহা মিনাল উ-ইউন ৩৫। লিয়াকুল মিন ছামারিহি
 ওয়ামা আমিলাতছ আইদিহিম, আফালা ইয়াশকুরন ৩৬। ছুবহা নাল্লাজি
 খালাক্বাল আজওয়াজা কুল্লাহা মিন্মাতুমবিতুল আরদু ওয়া মিন আনফুছিহিম ওয়া
 মিন্মা লা-ইয়া'লামুন ৩৭। ওয়া আইয়া তুল্লাহুমল্লাইলু নাছলাখু মিনছনাহারা
 ফাইজা হুম মুজলিমুন ৩৮। ওয়াশ্ শামছু তাজরি লি মুস্তাকাররিলাহা জালিকা
 তাকদিরুল আজিজিল আলিম ৩৯। ওয়াল কামারা কাদ্দার নাহ মানাজ্বিলা হাত্তা
 আদাকাল উরজুনিল ক্বাদিম ৪০। লাশশামছু ইয়ামবাগি লাহা আনতুদরিকাল
 ক্বামারা ওয়া লাল্লাইলু ছাবিকুন্নাহরি ওয়া কুল্লুন ফি ফালাকি ইয়াছ বাছন ৪১। ওয়া
 আয়াতুল্লাহুম আনা হামালনা জুররিই ইয়াতাহুম ফিল ফুলকিল মাশছন ৪২। ওয়া
 খালাকনা লাহুম মিম মিছলিহি মা ইয়ার ক্বাবুন ৪৩। ওয়া ইন্নাশা'নুগরিকছুম ফালা
 ছরিখা লাহুম ওয়ালাহুম ইউনকাজুন ৪৪। ইল্লা রাহমাতাম মিন্না ওয়া মাতাআন
 ইলাহীন ৪৫। ওয়া ইজাক্বিলা লাহুমুতাকু মা বাইনা আইদিকুম ওয়ামা খালফাকুম
 লাআল্লাকুম তুরহামুন ৪৬। ওয়া মা তা'তিহিম্নিন আয়াতিম্‌মিন্ আয়াতি
 রাব্বিহিম ইল্লা কানু আনহা মু'রিদিন ৪৭। ওয়া ইজা ক্বিলা লাহুম আনফিকু মিন্মা
 রাজাকাকুমুল্লাহু ক্বালাল্লাজিনা কাফারু লিল্লাজিনা আমানু আনুত ইমুমান্নাও
 ইয়াশাউল্লাহু আত্ আমাহ ইন্ আনতুম ইল্লা ফি দালালিম্বুবিন ৪৮। ওয়া ইয়া
 কুলুনা মাতা হাজাল ওয়াদু ইন্ কুনতুম ছোয়াদিক্বিন ৪৯। মা ইয়ান জুরুনা ইল্লা
 ছাইহাতাওঁ ওয়া হিদাতান তায়াখুজ্জুম ওয়া হুম ইয়া খিচ্ছিমুন ৫০। ফালা ইয়াছ
 তাতিউনা তাওছি ইয়াতাও ওয়ালা ইলা আহলিহিম ইয়ারজিউন ৫১। ওয়া
 নুফিখাফিচ্ছুরি ফাইজাহুম মিনাল আজদাছি ইলা রাব্বিহিম ইয়ানছিলুন ৫২। ক্বালু
 ইয়া ওয়াইলানা মাম বা আছানা মিম্মার কাদিনা হাজা মা ওয়া আদার-রাহমানু
 ওয়া ছাদাকাল মুরছালুন ৫৩। ইন্ কানাত ইল্লা ছাইহাতাওঁ ওয়াহিদাতান ফা
 ইজাহুম জামিউল লাদাইনা মুহদারুন ৫৪। ফাল ইয়াওমা লাতুজলামু নাফছুন

শাইয়াওঁ ওয়ালা তুজ্জাওনা ইল্লা মা কুনতুম তা'মালুন ৫৫। ইন্না আছহাবাল জান্নাতিল ইয়াও মা ফি শুগুলিন ফাকিহুন ৫৬। হুম ওয়া আজ ওয়াজুহুম ফি জ্বিলালিন আলাল আরায়িক মুত্তাকিউন ৫৭। লাহুম ফিহা ফাকিহাতুওঁ ওয়ালাহুম মা ইয়াদ্দাউন ৫৮। ছালামুন কাওলামির রাব্বির রাহিম ৫৯। ওয়ামতাজুল ইয়াওমা আইউহাল মুজরিমুন ৬০। আলাম আ'হাদ ইলাইকুম ইয়া বানি আদামা আল্লা তা'বুদুশ শাইতানা ইল্লাহ লাকুম আদুউম্মুবিন ৬১। ওয়া আনি' বুদুনি হাজা ছিরাতুমুছতাকিম ৬২। ওয়ালা ক্বাদ আদাল্লা মিনকুম জিবিল্লান কাছিরান আফলাম তাকুন তা'ক্বিলুন ৬৩। হাজিহি জাহান্নামুল্লাতি কুনতুম তু-যাদুন ৬৪। ইছলাওহাল ইয়াওয়মা বিমা কুনতুম তাকফুরন ৬৫। আল ইয়াওমা নাখতিমু আলা আফওয়াহিহিম ওয়া তুকাল্লিমুনা আইদিহিম ওয়া তাশহাদু আরজুলুহুম বিমা কানু ইয়াকছিবুন ৬৬। ওয়ালাওঁ নাশাউ লাতামাছনা আলা আইউনিহিম ফাছাতাবাকুছিরাতা ফা আন্না ইউব ছিরন ৬৭। ওয়ালাও নাশাউ লামাছাখনাহুম আলা মাকানাতিহিম ফামাছ তাতাউ মুদিইয়াও ওয়ালা ইয়ারজিউন ৬৮। ওয়া মাননু আমিরহু নুনাককিছু ফিল খালকি আফালা ইয়াক্বিলুন ৬৯। ওয়ামা আল্লামনা হুশ্ শি'রা ওয়ামা ইয়ামবাগি লাহু ইনছয়া ইল্লা জিকরওঁ ওয়া কুরআনুম্বিন ৭০। লি-উনজিরা মানকানা হাইয়াওঁ ওয়া ইয়া হিক্বাল ক্বাওলু আলাল কাফিরীনা ৭১। আওয়ালাম ইয়ারাওঁ আন্না খালাকনা লাহুম মিন্মা আমিলাত আইদিনা আন আমান ফাহুম লাহা মালেকুন ৭২। ওয়া জাল্লালনাহা লাহুম ফামিনহা রাকুবুহুম ওয়ামিনহ ইয়াকুলুন ৭৩। ওয়ালাহুম ফীহা মানফিউ ওয়া মাশারিবু আফালা ইয়াশকুরন। ৭৪। ওয়াত্তাখাজু মিনদুনিল্লাহি আলি হাতাললা আল্লাহ্মা ইউনছারন ৭৫। লা ইয়াছ তাতিউনা নাছরাহুম ওয়া হুম লাহুম জুনদুমুহদারন ৭৬। ফালা ইয়াহ জুনকা ক্বাওলুহুম ইল্লা না'লামু মাইউছিররনা ওয়ামা ইউলিনুন ৭৭। আওয়ালাম ইয়ারাল ইনছানু আন্না খালাকনাহু মিনুৎফাতিন ফাইজা হুয়া খাছিমুম্বিন ৭৮। ওয়া দারাবা লানা মাছলাওঁ ওয়া নাছিয়া খাল্কাছ কালা মাই ইউহুইল ইয়ামা ওয়াহিয়া রামিম ৭৯। কুল ইউহুইহাল্লাযি আন শায়াহা আউয়ালা মাররাতিন ওয়াহুয়া বিকুল্লি খালকিন আলিম ৮০। আল্লাজি জায়ালা লাকুম মিনাশ শাজারিল আখদারি নারান ফা-ইজা আনতুম মিনছ তুকিদুন ৮১। আওয়া লাইছাল্লাজি খালাকাছ ছামাওয়াতি ওয়াল আরদা বিকাদিরিন আলা আইয়াখলুকা মিছলাহুম বালা ওয়া হুয়াল খাল্লাকুল আলিম ৮২। ইন্নামা আমরুহু ইজা আরাদা শাইয়ান আইয়াকুলা লাহুকুন ফাইয়াকুন ৮৩। ফা-ছুবহানাল্লাজি বিইয়াদিহি মালাকুতু কুল্লি শাইয়িউ ওয়া ইলাইহি তুরজাউন।

ছুরায়ে আররাহমান

ছুরায়ে আররাহমান বাহ্যিকরূপে যেমন অপূর্ব সৌন্দর্যময়, ইহার অন্তর্নিহিত গুণাবলীও তেমনি অভাবনীয় ও অদ্বিতীয়। ইহার আমলকারী নিশ্চিতরূপে বিভিন্ন কল্যাণ ও মঙ্গলের অধিকারী হয়।

এই পবিত্র ছুরাটির আর একটি বিশেষ ফজীলত এই যে, যে ব্যক্তি এই ছুরাটি অনবরত পাঠ করিবার অভ্যাস করিবে, তাহার দ্বারা আল্লাহ তায়ালার অপরিসীম দান ও প্রদত্ত নিয়ামত সমূহের শোকরিয়া আদায় করা সহজতর হইবে। যাহার ফলে তাহার নাম আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা ও নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

ছুরায়ে আররাহমানটি সমগ্র কোরআনে পাকের মধ্যে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ইহার বর্ণনাভঙ্গী অপরূপ এবং ইহার ঝঙ্কার অত্যন্ত সুললিত ও সুমিষ্ট। ইহা একাধারে সুমধুর কবিতার ন্যায়, অন্যদিকে আবার ইহা এক অপূর্ব গদ্য রচনার মত।

যে ব্যক্তি শুদ্ধভাবে, স্থির মনে এই ছুরা পাঠ করিবে; আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে দুনিয়ার বালা-মছিবত ও দোষখের অগ্নি হইতে নিরাপদে রাখিবেন।

যে ব্যক্তি এই ছুরা প্রত্যহ পাঠ করিবে এবং আল্লাহর শোকর আদায় করিবে, সেই নিঃসন্দেহে কবর আজব হইতে রেহাই পাইবে। এই ছুরা ১১ বার পাঠ করিলে সকল আশা পূর্ণ হইবে। এই ছুরা যে ব্যক্তি প্রত্যহ পাঠ করিবে তাহার চেহারা উজ্জ্বল হইবে এবং সে বেহেশ্তবাসী হইবে। যে ব্যক্তি প্রতিদিন ইহা ৪১ বার করিয়া পাঠাভ্যাস করিবে, নিঃসন্দেহে সে বেহেশতের অধিকারী হইয়া ছর গেলমান এবং অপূর্ব নিয়ামতসমূহ ও অকল্পনীয় সুখ-শান্তির মালিক হইবে। ইহা ছাড়া আল্লাহর রহমত-ধারা তাহার উপর অবিরত ভাবে বর্ষিত হইতে থাকিবে।

এই পবিত্র ছুরায়ে আররাহমান জোহর ও আছর নামাজের বাদে পাঠ করিলে অধিক পুণ্য হাছিল হয়।

سورة الرحمن، آياتها ٤٨، ركوعها ٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّحْمٰنُ • عَلَّمَ الْقُرْآنَ • خَلَقَ الْإِنْسَانَ • عَلَّمَهُ الْبَيَانَ • الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
بِحُسْبَانٍ • وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ • وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ •
أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ • وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ •
وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ • فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ • وَالْحَبُّ
ذُو الْعَصْفِ • وَالرَّيْحَانُ • فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ • خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ
صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ • وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ • فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبَانِ • رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ • فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ • مُرْجُ
الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ • فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ • يَخْرُجُ
مِنْهُمَا اللَّوْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ • فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ • وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ
فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ • فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ • كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ • وَيَبْقَى
وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ • فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ • يَسْأَلُهُ مَنْ
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ • فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ •
سَافِرُونَ لَكُمْ آيَةُ الْفَقْلِ • فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ • يُعْصِرُ الْجِبَّ وَالْأَنْسَ
إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا
بِإِذْنِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ • يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ شَوَاطِدَ مِنْ نَارٍ وَنَحَاسٍ

فَلَا تَنْتَصِرَانِ • فَيَايَا آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ • فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً
كَالِدِّهَانِ • فَيَايَا آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ • فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا
جَانٌّ • فَيَايَا آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ • يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسَمِهِمْ فَيُؤْخَذُ
بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ • فَيَايَا آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ • هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا
الْمُجْرِمُونَ • يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ إِنِ • فَيَايَا آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ •
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ • فَيَايَا آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ • ذُورَاتُ أَفْنَانٍ • فَيَايَا
آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ • فِيهِمَا عَيْنٌ تَجْرِي • فَيَايَا آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ • فِيهِمَا
مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ • فَيَايَا آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ • مُتَكِنِينَ عَلَى فُرُشٍ
بُطَانُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَّاتٍ دَانٍ • فَيَايَا آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ • فِيهِنَّ
قَصَصَاتُ الطَّرَفِ لَمْ يَطْمِئِنَّ أَنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ • فَيَايَا آلَاءَ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبِينَ • كَانَهُنَّ الْيَاقُوتَ وَالْمَرْجَانَ • فَيَايَا آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ • هَلْ جَزَاءُ
الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ • فَيَايَا آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ • وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّاتٌ •
فَيَايَا آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ • مَدَّ هَامَتْنِ • فَيَايَا آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ • فِيهِمَا
عَيْنٌ نَضَّاحَتَيْنِ • فَيَايَا آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ • فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ •
فَيَايَا آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ • فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حَسَنَاتٌ • فَيَايَا آلَاءَ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبِينَ • حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ • فَيَايَا آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ • لَمْ
يَطْمِئِنَّ أَنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ • فَيَايَا آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ • مُتَكِنِينَ عَلَى
رُفُوفٍ خَضِرٍ وَعَبَقَرِي حَسَنِينَ • فَيَايَا آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ • تَبَرَكَ اسْمُ
رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ • (پاره ۲۷)

বাংলা উচ্চারণ

১। আররহমান ২। আল্লামাল কুরআন ৩। খলাকাল ইনছানা ৪। আল্লা মাহুল
 বাইয়ান ৫। আশ-শামছু ওয়াল ক্বামারু বিহুছবানিওঁ ৬। ওয়ান্নাজমু ওয়াশ্
 শাজারু ইয়াছজুদান ৭। ওয়াছামায়া রাফাআহা ওয়া ওয়াদায়াল মিয়ান ৮। আল্লা
 তাতগাওঁ ফিল মিয়ান ৯। ওয়া আকিমুল ওয়াজনা বিলকিছতি ওয়ালা তুখছিরুল
 মিয়ান ১০। ওয়াল আরদা ওয়াদাআহা লিল আনাম ১১। ফিহা ফাকিহাতুওঁ
 ওয়ান্নাখলু জাতুল আকমাম ১২। ওয়াল হাব্বু জুলআছফি ওয়ারুরাইহান ১৩।
 ফাবি আয়্যি আলায়ি রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান ১৪। খলাকাল ইনছানা মিনছাল্ছালিন
 কাল ফাখখার ১৫। ওয়া খলাকাল জান্না মিম মারিজিম মিন্নার ১৬। ফাবি আয়্যি
 আলায়ি রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান ১৭। রাব্বুল মাশরিকাইনি ওয়া রাব্বুল মাগরিবাইন
 ১৮। ফাবি আয়্যি আলায়ি রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান ১৯। মারাজাল বাহরাইনি
 ইয়াল তাকিইয়ান ২০। বাইনাছমা বারজাখুল্লা ইয়াবগিয়ান ২১। ফাবি আয়্যি
 আলায়ি রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান ২২। ইয়াখরুজু মিনছামাল লুওঁলুউ ওয়াল
 মারজান ২৩। ফাবি আয়্যি আলায়ি রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান ২৪। ওয়া লাহল
 জাওয়ারিল মুনশাতু ফিল বাহরি কাল আলাম ২৫। ফাবি আয়্যি আলায়ি
 রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান ২৬। কুল্লুমান আলাইহা ফানিওঁ ২৭। ওয়াইয়াবকা
 ওয়াজহ রাব্বিকা জুলজালিলি ওয়াল ইকরাম ২৮। ফাবি আয়্যি আলায়ি
 রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান ২৯। ইয়াছ আলুল মান্ ফিছমা ওয়াতি ওয়াল আরদি কুল্লা
 ইয়াওমিন ছয়া ফি শান ৩০। ফাবি আয়্যি আলায়ি রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান ৩১।
 ছানাফরুগু লাকুম আই-ইউহাছাকালান ৩২। ফাবি আয়্যি আলায়ি রাব্বিকুমা
 তুকাজ্জিবান ৩৩। ইয়া মা'শারাল জিন্নি ওয়াল ইনছি ইনিছতাতা'তুম আনতান
 ফুজু মিন্ আকতারিছমা ওয়াতি ওয়াল আরদি, ফান ফুজু লা তানফুজুনা ইল্লা
 বিছুলতান ৩৪। ফাবি আয়্যি আলায়ি রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান ৩৫। ইউরছালু
 আলাইকুমা শুওয়াজু মিন্নারিওঁ ওয়ানুহাছুন ফালা তানতাছিরান ৩৬। ফাবি আয়্যি
 আলায়ি রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান ৩৭। ফা-ইয়ানশাক্বতিছ ছামাউ ফাকানা
 ওয়ারদাতান কাদ্দিহান ৩৮। ফাবি আয়্যি আলায়ি রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান ৩৯।
 ফাইয়াওঁ মাইজিল্লা ইউ ছআলু আন যাম্বিহি ইনছুওঁ ওয়ালা জান্না ৪০। ফাবি
 আয়্যি আলায়ি রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান ৪১। ই'উরাফুল মুজরিমুনা বিছিমাছম
 ফাইউখাজু বিন্নাওয়াছি ওয়াল আকদাম ৪২। ফাবি আয়্যি আলায়ি রাব্বিকুমা
 তুকাজ্জিবান ৪৩। হাজিহী জাহান্নামুল্লাতি ইউকাজ্জিবু বিহাল মুজরিমুন ৪৪। ইয়া
 তুফুনা বাইনাহা ওয়া বাইনা হামিমিন আন ৪৫। ফাবি আয়্যি আলায়ি রাব্বিকুমা
 তুকাজ্জিবান ৪৬। ওয়ালিমান খাফা মাকামা রাব্বিহি জান্নাতান ৪৭। ফাবি আয়্যি

আলায়ি রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান ৪৮। যাওয়াতা আফনান ৪৯। ফাবি আয়ি
আলায়ি রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান ৫০। ফিহিমা আইনানি তাজরিইয়ান ৫১। ফাবি
আয়ি আলায়ি রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান ৫২। ফিহিমা মিন কুল্লি ফাকি হাতিন
জাওজান ৫৩। ফাবি আয়ি আলায়ি রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান ৫৪। মুত্তাকিনা
আলা ফুরুশিম বাতায়িনুহা মিন ইছতাবরাকিওঁ ওয়া জান্নাল জান্নাতাইনি দান
৫৫। ফাবি আয়ি আলায়ি রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান ৫৬। ফিহিন্না কাছিরাতুত্তারফি
লাম ইয়াৎ মিছলুনা ইনছুন কাবলাহুম ওয়ালাজানু ৫৭। ফাবি আয়ি আলায়ি
রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান ৫৮। কাআনুহুন্নাল ইয়াকুতু ওয়াল মারজান ৫৯। ফাবি
আয়ি আলায়ি রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান ৬০। হাল জাজাউল ইহ্ছানি ইল্লাল
ইহ্ছান ৬১। ফাবি আয়ি আলায়ি রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান ৬২। ওয়া মিনদুনিহিমা
জান্নাতান। ৬৩। ফাবি আয়ি আলায়ি রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান ৬৪। মুদহাম্মাতান
৬৫। ফাবি আয়ি আলায়ি রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান ৬৬। ফিহিমা আইনানি
নাদ্দাখাতান ৬৭। ফাবি আয়ি আলায়ি রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান ৬৮। ফীহিমা
ফাকিহাতুওঁ ওয়া নাখলুওঁ ওয়া রুশ্মান ৬৯। ফাবি আয়ি আলায়ি রাব্বিকুমা
তুকাজ্জিবান ৭০। ফিহিন্না খাইরাতুন হিছানুন ৭১। ফাবি আয়ি আলায়ি
রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান ৭২। হুরুম্মাক্ছুরাতুন ফিল খিয়াম ৭৩। ফাবি আয়ি
আলায়ি রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান ৭৪। লাম ইয়াৎ মিছলুনা ইনছুন কাবলাহুম
ওয়ালাজানু ৭৫। ফাবি আয়ি আলায়ি রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান ৭৬। মুত্তাকিনা
আলা রাফরাফিন খুদরিওঁ ওয়া আবকারিয়িন হিছান ৭৭। ফাবি আয়ি আলায়ি
রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান ৭৮। তাবারাকাহুম রাব্বিকা জিলজালালি ওয়াল ইকরাম।

ছুরায়ে ওয়াকেয়াহ

এই পবিত্র ছুরাটির অবতরণস্থল পবিত্র মক্কা ভূমি। তিরানব্বইটি আয়াত এবং তিন রুকু বিশিষ্ট ছুরাটিতে বিভীষিকাময় কিয়ামত দিবসের সুদীর্ঘ আলোচনা করা হইয়াছে। আর সেই কারণেই ছুরাটির নামকরণ করা হইয়াছে ছুরা ওয়াকেয়াহ। হজরত রাসূলে করীম (সঃ) এই ছুরাটি পড়িবার জন্য স্বীয় উম্মতদিগকে যত্নবান হইতে তাকীদ প্রদান করিতেন।

কেহ এই ছুরাটি প্রতিদিন কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে পাঠ করিলে হালাল রুজি অর্জন করা তাহার পক্ষে সহজতর হইবে। জীবনে সে কখনও অভাবের মুখ দেখিবে না। এই ছুরার আমল দ্বারা ঐশ্বর্যশালী হওয়া যায়। ইহার নিয়ম এইরূপ— শুক্রবার হইতে আমল শুরু করিবে এবং ঐ দিন হইতে ৭ দিন পর্যন্ত প্রত্যেক ফরজ নামাজ বাদ এই ছুরা ২৫ বার পাঠ করিবে এবং অষ্টম দিন জুমার রাতে মাগরিবের নামাজ বাদ ২৫ বার এই ছুরা ও এশার নামাজ বাদ ৪৪ বার দরুদ শরীফ পাঠ করিবে। তাহার পর প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় একবার করিয়া এই ছুরা পড়িতে থাকিবে। খোদার ফজলে অতি শীঘ্রই ধনশালী হইয়া যাইবে।

তফছিরে হক্কানীতে হাদিছ শরীফের বরাত দিয়া বলা হইয়াছে যে, ছজুর (সঃ) ফরমাইয়াছেন, রাত্রিকালে এই ছুরা যে ব্যক্তি পাঠ করিবে সে কখনও অভাব অনটনের মুখ দেখিবে না। পবিত্র হাদিস শরীফে আরো বলা আছে যে, অভাব মুক্তির নিয়তে এই ছুরা পাঠ করিলে ইহার সহিত তিনবার নিম্নোক্ত দোয়াটিও পাঠ করিবে। ফলে আল্লাহর মর্জিতে তাহার উদ্দেশ্য নিশ্চয় সফল হইবে। দোয়াটি এই :-

“আল্লাহুম্মাকফিনী বিহালালিকা আন হারামিকা অগনিনী বিফাঘলিকা আন্মান ছিওয়াকা।” এই পবিত্র ছুরায়ে ওয়াকেয়াহ মাগরিবের নামাজের বাদে পাঠ করিলে বেশী নেকী লাভ করা যায়।

سُورَةُ الْوَاقِعَةِ، آيَاتُهَا ٩٦، رُكُوعُهَا ٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۚ لَيْسَ لِمَنْ لَوْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۖ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ۚ إِذَا رَجَّعَتِ الْأَرْضُ
 رَجًّا ۚ وَبَسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۚ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا ۚ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ۚ
 فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۚ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ
 الْمَشْأَمَةِ ۚ وَالسُّقُونَ الْغَائِقُونَ ۚ وَاللَّذِينَ الْأُولَى ۚ وَلِلَّذِينَ الْآخِرِينَ ۚ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُوئَةٍ ۚ مَتَكِّينَ عَلَيْهَا
 مُتَقِلِّينَ ۚ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ۚ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ
 مَعِينٍ ۚ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ ۚ وَفَاكِهَةٍ يَمَّا يَتَخَيَّرُونَ ۚ وَلَحْمِ طَيْرٍ
 مِمَّا يَشْتَهُونَ ۚ وَحُورٌ عِينٌ ۚ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ۚ جَزَاءُ يَمَّا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ ۚ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ۚ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ۚ وَأَصْحَابُ
 الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ۚ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ۚ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ۚ وَظِلٍّ
 مَّمْدُودٍ ۚ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ۚ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ۚ لَّامَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ۚ وَفُرُشٍ
 مَّرْفُوعَةٍ ۚ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنِشَاءً ۚ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ۚ عُرُبًا أَتْرَابًا ۚ لِأَصْحَابِ
 الْيَمِينِ ۚ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأُولَى ۚ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ۚ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ "مَا
 أَصْحَابُ الشِّمَالِ" ۚ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ۚ وَظِلٍّ مِنْ يَحُمُّومٍ ۚ لَا بَارِدٍ
 وَلَا كَرِيمٍ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ۚ وَكَانُوا يَصْرُفُونَ عَلَى الْحِثِّ
 الْعَظِيمِ ۚ وَكَانُوا يَقُولُونَ "إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ۖ إِنَّا لَبَعُوثُونَ" ۚ
 أَوَابًاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ۚ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ۚ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتٍ يَوْمٍ

مَعْلُومٌ • ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيْهَا الضَّالُّونَ الْمَكِيدُونَ • لَا تَكُونُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ رَقُومٍ •
 فَمَا لَكُمْ مِنْهَا الْبُطُونُ • فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ • فَشَرِبُونَ شَرِبَ الْهَيْمِ •
 هَذَا نَزَلُكُمْ يَوْمَ الدِّينِ • نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ • أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ •
 أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ • نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ
 بِمُسْبِقِينَ • عَلَى أَنْ نَبْدِلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ • وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ
 النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ • أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ • أَأَنْتُمْ تُزْرِعُونَ أَمْ
 نَحْنُ الزَّارِعُونَ • لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ • إِنَّا لَمَغْرُمُونَ • بَلْ
 نَحْنُ مَحْرُومُونَ • أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ • أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ
 أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ • لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ جُلُودًا فَالْوَلَا تَشْكُرُونَ • أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ
 الَّتِي تُورُونَ • أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ • نَحْنُ جَعَلْنَاهَا
 تَذَكُّرًا وَمَتَاعًا لِلْمُقِيمِينَ • فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ • فَلَا أَقْسِمُ بِمَوْقِعِ
 التَّجْوَمِ • وَأَنَّهُ لَقَسِمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ • إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ • فِيهِ كِتَابٌ
 مَكْنُونٌ • لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ • تَنْزِيلٌ مِنَ رَبِّ الْعَالَمِينَ • أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ
 أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ • وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ • فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ
 الْحُلُقُومَ • وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ • وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ
 لَا تُبْصِرُونَ • فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ • تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ • فَمَا
 إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ • فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ مَوْجَتْ نَعِيمٍ • وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ
 أَصْحَابِ الْيَمِينِ • فَسَلَّمَ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ • وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ
 الْمَكِيدِينَ الصَّالِينَ • فَنَزَلَ مِنْ حَمِيمٍ • وَتَصْلِيَةٌ جَعِيمٍ • إِنَّ هَذَا لَهُوَّاقٍ

الْيَقِينِ • فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ • (পার ২৭)

বাংলা উচ্চারণ

১। ইজা ওয়াকায়াতিল ওয়াকিয়াতু ২। লাইছা লি ওয়াকু অতিহা কাযেবাতুন ৩। খাফিদাতুর রাফেয়াতু ৪। ইজা রজ্জাতিল আরদু রাজ্জাওঁ ৫। ওয়া বুচ্ছাতিল জিবালু বাচ্ছা ৬। ফাকানাত হাবাআম মুম-বাচ্ছাওঁ ৭। ওয়া কুনতুম আজ্জওয়াজান ছালাছাতান ৮। ফা আছহাবুল মাইমানাতে মা আছহাবুল মাইমানতি ৯। ওয়া আছহাবুল মাশ আমাতি মা আছহাবুল মাশ আমাতে ১০। ওয়াচ্ছাবিকুনাচ্ছাবিকুনা ১১। উলায়িকাল মুক্কাররাবুনা ১২। ফি জান্নাতিন নায়িম ১৩। ছুল্লাতুম মিনাল আওঁয়ালিন' ১৪। ওয়া ক্বলিলুম-মিনাল আখিরিনা ১৫। আলা ছুরুরিম মাওদুনাতিন ১৬। মুওকিনা আলাই'হা মুতাব্বিলিন ১৭। ইয়াতুফু আলাইহিম, বিলদানুম মুখাল্লাদুন ১৮। বি আকুওয়াবিওঁ ওয়া আবারিকা ওয়া কাছিম্মায়িন ১৯। লা ইউছাদাউনা আন'হা ওয়ালা ইউনজিফুন ২০। ওয়া ফাকিহাতিম্মিয়া ইয়াতাখাইয়্যারুন ২১। ওয়া লাহ্মি ত্বাইরিম্মিয়া ইয়াশ-তাহুন ২২। ওয়া হুরুন ঈনুন ২৩। কা আমছালিল্লুলুল মাকনুন ২৪। জাজ্জা আম বিমা কানু ইয়ামালুন ২৫। লা-ইয়াছমাউনা ফিহা লাগওয়াওঁ ওয়া লা'তাছিমা ২৬। ইল্লা ক্বিলান ছালামান ছালামা ২৭। ওয়া আছহাবুল ইয়ামিনি মা আছহাবুল ইয়ামিন ২৮। ফি ছিদরিম মাখদুদিওঁ ২৯। ওয়া তালহিম মানদুদিওঁ ৩০। ওয়া জিল্লিম মাম্দুদিওঁ ৩১। ওয়ামায়িম মাছকুবিওঁ ৩২। ওয়া ফাকিহাতিম ক্বাছিরাতিল ৩৩। লা মাক্তুআতিওঁ ওয়ালা মাম্নুআতিওঁ ৩৪। ওয়া ফুরুরশিম মারফুয়াতিন ৩৫। ইন্না আনশানছুনা ইনশা আন ৩৬। ফাজা আলনা ছুনা আবকারান ৩৭। ওরুবান আত্রাবাল ৩৮। লিআছহাবিল ইয়ামিন ৩৯। ছুল্লাতুম মিনাল আউয়ালিন ৪০। ওয়া ছুল্লাতুম মিনাল আখিরিন ৪১। ওয়াআছহাবুশ শিমালি মা আছহাবুশ শিমাল ৪২। ফি ছামুমিওঁ ওয়া হামিমিন ৪৩। ওয়া জিল্লিম, মিইইয়্যা'হ মুমীন ৪৪। লা বারিদিওঁ ওয়ালা ক্বুরিম ৪৫। ইন্নাছুম কানু কাবলা জালিকা মুতরাফিন ৪৬। ওয়া কানু ইউছিরুরনা আলাল হিনছিল আজিম ৪৭। ওয়াকানু ইয়াকুলুনা আ-ইজা মিৎনা ওয়া কুনা তুরাবাওঁ ওয়ায়িজামান্ আ-ইন্না লামাবউছুন ৪৮। আওয়া আবউনাল আওয়ালুন ৪৯। কুল ইন্না'ল আউয়ালিনা ওয়াল্ আখিরিন ৫০। লামাজ মুউনা ইলা মিকাতি ইয়াওমিম মা'লুম ৫১। ছুম্মা ইন্না'কুম আইয়ুহাদ্দাল্লা'ল মুকাজ্জিবুন ৫২। লা-আকিলুনা মিনশাজারিন মিন যাককুম ৫৩। ফামালিউনা মিন্হাল বুতুন ৫৪। ফাশারিবুনা আলাইহি মিনাল হামিম ৫৫। ফাশারিবুনা শোরবাল হিম ৫৬। হা-জা নুজুলুছম ইয়াওমাদ্দীন ৫৭। নাহ্নু খালাকনাকুম ফালাওলা তুছাদিকুন ৫৮। আফারা আইতুম মা তুমনুন ৫৯। আ আনতুম তাখলুক নাহ আম নাহনুল খালিকুন ৬০। নাহনুকাদারনা বাইনা কুমুলমাওতা

ওয়ামা নান্নু বিমাছবুকীন ৬১। আ'লা আননুবাদিলা আম্ছালা কুমা ওয়া নুন শি-
 যাকুম ফি-মালা তা'লামুন ৬২। ওয়া লাক্বাদ আলিমতুম্ন নাশাতাল উ'লা
 ফালাওলা তাজাক্বারুন ৬৩। আফারাআইতুম মা তাহরুছনা ৬৪। আ-আনতুম
 তাজরাউনাহ্ আম নাহনুজ্জারিউন ৬৫। লাওনাশাউ লাজআলনাহ্ হতামান
 ফাজাল তুম তাফাক্বাহন ৬৬। ইন্না লামুগরামুন ৬৭। বাল নাহনুমাহরুমুন ৬৮।
 আফারা আইতুমুল মা'আল্লাজি তাশরাবুন ৬৯। আ আনতুম আনজালতুমুহ
 মিনাল মুযনে আমনাহনুল মুনজিলুন ৭০। লাও নাশাউ জাআলনাহ্ উজাজান
 ফালাওলা তাশকুরুন ৭১। আফারা আইতুম্ন-নারালাতিতুরুন ৭২। আ-
 আনতুম আনশা'তুম শাজারাতাহা আমনাহনুল মুনশিউন ৭৩। নাহনু জায়ালনাহা
 তাজকিরাতাওঁ ওয়া মাতা' আল্লিল মুকবিন ৭৪। ফাছাব্বিহ্ বিছমি রাব্বিকাল
 আজীম ৭৫। ফালা উক্বিমু বিমা ওয়াক্বিইন নুজুম ৭৬। ওয়া ইন্নাহ্ লাকাছামুল
 লাও তালামুনা আজীম ৭৭। ইন্নাহ্ লাকুরআনুন কারিম ৭৮। ফি কিতাবিম
 মাকনুনিল ৭৯। লা-ইয়া মাছ্ছুহ্ ইল্লাল মূতাহহারুন ৮০। তান্জিলুম মিররাবিল
 আলামিন ৮১। আফাবিহাজাল হাদিছি আনতুম মুদহিনুন ৮২। ওয়া তাজ আলুনা
 রিজকাকুম আনাকুম তুকাজ্জিবুন ৮৩। ফালা ওলা ইজা বালাগাতিল হুলকুম ৮৪।
 ওয়া আনতুম হিনায়িজিন তানজুরুন ৮৫। ওয়া নাহনু আকরাবু ইলাইহি মিনকুম
 ওয়ালা কিন্না তুবছিরুন ৮৬। ফালাওলা ইনকুনতুম গাইরা মাদীনিনা ৮৭।
 তারজিউনাহা ইনকুনতুম ছাদিকিন ৮৮। ফাআম্মা ইনকানা মিনাল মুক্বাররাবিন
 ৮৯। ফারাওহুওঁ ওয়া রাইহানু ওয়া জান্নাতুনাইম ৯০। ওয়া আম্মা ইনকানা মিন
 আছ্ছাবিল ইয়ামিন ৯১। ফাছালা মুদ্বাকা মিন আছ্ছাবিল ইয়ামিন ৯২। ওয়া
 আম্মা ইনকানা মিনাল মুক্বাজ্জিবিনাদাঘ্বিন ৯৩। ফানুজুলুম মিন হামিমিওঁ ৯৪।
 ওয়া তাছলি-ইয়াতু জাহিম ৯৫। ইন্না হাজা লাহয়া হাক্বুল ইয়াকিন ৯৬।
 ফাছাব্বিহ্ বিছমি রাব্বিকাল আজীম।

ছুরায়ে মূলক

হজরত রাসূলে করীম (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন-যে ব্যক্তি পাক-পবিত্রাবস্থায় এই ছুরাটি গভীর একাগ্রতার সাথে পাঠ করিবে, তাহার কবর আজাব হইবে না। কবরে মুনকির-নকীরের সুয়ালের জওয়াব প্রদান করাও তাহার পক্ষে সহজতর হইবে। সে ব্যক্তি দোজখের আজাব হইতে মুক্ত থাকিবে। ইহা ছাড়া তাহার পূর্ববর্তী যত নেককার বান্দা ইন্তেকাল করিয়াছেন, তাহাদের সকলের পুণ্যের সমপরিমাণ পুণ্য সে লাভ করিবে।

এই পবিত্র ছুরাটি কেহ সত্তরবার পাঠ করিয়া আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করিলে তাহার কবর উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হইবে। এবং সে আল্লাহর নিকট যে কোন বিষয় কামনা করিলে আল্লাহতায়লা পূর্ণ করিয়া দিবেন।

এই ছুরা প্রত্যেক মাসের নূতন চন্দ্রোদয়কালে পাঠ করিলে সমস্ত মাস ছহি-ছালামতে কাটাইতে পারিবে।

হজরত ইবনে আব্বাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, কবর আজাব ও কেয়ামতের বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে এই ছুরা প্রত্যহ পাঠ করিবে।

অন্য এক রেওয়াজতে আছে, এই ছুরা সাতবার পাঠ করিলে সর্বপ্রকার নেক আশা পূর্ণ হইবে। এই ছুরাটি এশার নামাজের বাদে পাঠ করিলে আমলনামায় খুব বেশী সংখ্যক নেকী লেখা হইয়া থাকে।

سورة ملك، آياتها ٣٠، ركوعها ٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ • الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ
وَالْحَيَاةَ لِيَكُلُوْكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا • وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُوْر • الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ
سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا • مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوُّتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ
مِن فُطُوْرٍ • ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ
حَسِيرٌ • وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ
وَاعْتَدْنَا لَهُم عَذَابَ السَّعِيرِ • وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَيَسُ
الْمَصِيرُ • إِذَا الْفَوْأُ فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُوْر • تَكَادُ تَمَيَّرُ مِنَ
الْغَيْظِ • كُلَّمَا أَلْقَىٰ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ • قَالُوا بَلَىٰ قَدْ
جَاءَنَا نَذِيرٌ • فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ •
وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ • فَاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ
فَسَحَقَ لَأَصْحَابِ السَّعِيرِ • إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَاجْرٌ كَبِيرٌ • وَأَسْرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْر • أَلَا
يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ • هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا
فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُوْر • أَمْ أَنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاوَاتِ
أَنْ يَخْصِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ • أَمْ أَنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاوَاتِ أَنْ يُرْسِلَ
عَلَيْكُمْ حَاصِبًا • فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ • وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِي مِّن قَبْلِهِم

فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ • أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفْتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُهْمِسُكُمْ هُنَّ
إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ • أَمِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصَرُّكُمْ مِنْ
دُونِ الرَّحْمَنِ إِنَّ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي غُرُورٍ • أَمِنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ
أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ • أَمَنْ يَمَشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ
أَهْدَى أَمَنْ يَمَشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ • قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ
لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ • قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي
الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ • وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ • قُلْ
إِنَّمَا الْوَعْدُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ • فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ
كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ • قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ
مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ • قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَّنَّا بِهِ
وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ • قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ
مَأْوَاكُمْ غُورًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ • (বারে ২৭)

বাংলা উচ্চারণ

- ১। তাবারাকাল্লাজি বি-ইয়াদীহীল মুলকু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির
- ২। নিল্লাজি খালা কাল মাওতা ওয়াল হাইয়াতা লি-ইয়াবলু ওয়াকুম আইয়ুকুম
আহছানু আ-মালা, ওয়াহুয়াল আজিজুল গাফুর ৩। আল্লাজি খালাকা ছাব
আ'ছামাওয়াতিন তিবাকা মা-তারা ফি খালকীর রাহমানি মিন তাফাউৎ,
ফারজিল বাছারা হালতারা মিন ফুতুরি ৪। ছুম্মার জিইল বাছারা কাররাতাইনী
ইয়ানকালিব ইলাইকাল বাছারু খাছিয়াওঁ ওয়াহুয়া হাছির ৫। ওয়ালাক্বাদ
জাইয়ান্নাছ হামায়াদ্বন ইয়া বিমাছাবীহা ওয়া জাআলনাহা রুজুমালিশ শাইয়াতিনী
ওয়া আতাদনা লাহুম আজাবাছায়ির ৬। ওয়া লিল্লাজিনা কাফারু বিরাক্বিহিম
আজাবু জাহান্নামা ওয়া বি'ছালমাছির ৭। ইজা উলকুফিহা ছামিউলাহা শাহিকাওঁ
ওয়াহিয়া তাফুর ৮। তাকাদু তামাই-ইয়াজু মিনাল গায়াজি কুল্লামা উলক্বিয়া ফিহা
ফাউজুন ছা আলাহুম খাজানাতুহা আলাম ইয়া'তিকুম নাজির ৯। ক্বালু বালা ক্বাদ

যায়ানা নাজিরুণ ফাকাঞ্জাবনা ওয়াক্বুলনা মানাজ্জ লা-ল্লাহ্ মিন শায়িন ইন্
 আনতুম ইল্লা ফি দালালিন কাবির ১০। ওয়াক্ব লু লাওকুনা নাছমাউ আওনা ক্বিলু
 মাকুনাফি আছহাবিচ্ছায়ির ১১। ফাতারায়ু বিজাম-বিহিম ফাছুহকাল লি-
 আছহাবিচ্ছ ছায়ির ১২। ইন্বালাজিনা ইয়াখশাওনা রাব্বাহুম বিলগাইবী লাহুম
 মাগফিরাতুওঁ অয়া আজরুন কাবির ১৩। ওয়া আছিরুর ক্বাওলাকুম আবিজ
 হারুবিহ ইন্বাছ আলিমুম বিজাতিচ্ছুদুর ১৪। আলা ইয়ালামু মান খালাক্বা ওয়া
 ছয়াল লাতিফুল খাবির ১৫। ছয়াল্লাজি জাআলা লাকুমুল আরদা জালুলান্ ফা মশু
 ফি মানা কিবিহা ওয়া কুল্লু মিররিজকিহী ওয়া ইলাইহিন-নুশুর ১৬। আ-
 আমিনতুম মান ফিচ্ছামায়ি আই-ইয়াখছিফা বিকুমুল আরদা ফা-ইজা হিয়া তামুর
 ১৭। আম্ আমিনতুম মান ফিচ্ছামায়ি আইউরছিলা আলাইকুম হাছিবান
 ফাছাতা'লামুনা কাইফা নাজির ১৮। ওয়ালাক্বাদ কাজ্জাবাল্লাজিনা মিন্ কাবলিহীম
 ফাকাইফা কানা নাকির ১৯। আওয়ালাম ইয়ারাওঁ ইলাভাইরী ফাওকাহুম
 ছাফফাতিওঁ ওয়া ইয়াকবিদনা মা ইউম্ছিকছনা ইল্লাররাহ্মানু ইন্বাছ বিকুল্লি
 শাইয়ীম বাছির ২০। আম্মান হাজাল্লাজি ছয়া জুন দুলাকুম ইয়ান ছুরুকুম
 মিন্দুনিররাহ্মানি ইনিলা কাফিরনা ইল্লা ফি গুরুর ২১। আম্মানহাজাল্লাজি
 ইয়ারজুক্কুম ইন্ আম্ছাকা রিজকাছ বাল্লাজ্জু ফি উতুয়িওঁ ওয়া নুফরিন ২২।
 আফমাই ইয়ামশী মুকিব্বান্ আলা ওয়াজহিহি আহাদা আম্মাই ছাবিইয়ান আলা
 ছিরাতিম্ মুছতাকিম ২৩। ক্বুল হুওয়াল্লাজি আনশায়াকুম ওয়া জায়লা লাকুমুচ্ছমাআ
 ওয়াল আবছারা ওয়াল আফিদাতা কালিলাম্মা তাশকুরুন ২৪। ক্বুল ছয়াল্লাজি
 জারাআকুম ফিল আরদী ওয়া ইলাইহী তুহশারুন ২৫। ওয়া ইয়া ক্বলুনা মাতা
 হাজাল ওয়া'দু ইনকুনতুম ছাদীকীন ২৬। ক্বুল ইন্বামাল ইলমু ইন্দাল্লাহী ওয়া
 ইন্বামা আনা নাযিরুম মুবিন ২৭। ফালাম্মা রাআওছ জুলফাতান ছিয়াত
 উজুহল্লাজিনা কাফারু ওয়া ক্বিলা হাজাল্লাজি কুনতুমবিহী তাদাউন ২৮। ক্বল
 আরা আইতুম ইন আহ্লাকানীয়াল্লাছ ওয়া মাম্মায়ীআ আওরাহীমানা ফামাই
 ইউজিরুল কাফিরীনা মিন আজাবিন আলীম ২৯। ক্বুলহুওয়ার-রাহ্মানু আম্মাবিহী
 ওয়া আলাইহী তাওয়াক্কালনা ফাছাতা'লামুনা মান ছয়া ফি দালালিম্বুবিন ৩০। ক্বুল
 আরাআইতুম ইন আছবাহা মাউকুম গাওরাণ ফামাই ইয়া'তিকুম বিমায়িম্মায়িন।

ছুরায়ে মুজাম্মিল

মুজাম্মিল শব্দের অর্থ বস্ত্রাচ্ছাদিত। অত্র ছুরাটিতে হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) কে এই নামে সম্বোধন করা হইয়াছে। ইহা একটি বিশেষ মর্যাদাশীল ছুরা।

হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) ফরমাইয়াছেন- বিশেষ আস্তা সহকারে যে ব্যক্তি এই ছুরাটি পাঠ করিবে, তাহার সম্মুখে যে কোন কঠিন কার্য একেবারে সহজ হইয়া যাইবে। আল্লাহ তায়ালা তাহার যাবতীয় বিপদাপদ দূর করিয়া দিবেন। যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই ছুরাটি অন্ততঃ সাতবার করিয়া পাঠ করিবে আল্লাহ তাহাকে জীবনে কোনদিন ভরণ-পোষণের কষ্টে ফেলিবেন না। যে ব্যক্তি এই ছুরা প্রত্যহ ৭ বার পাঠ করিবে, তাহার রিজিক বৃদ্ধি হইবে।

তফহিরে বায়জাবীতে আছে- হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) বলিয়াছেন, বিপন্ন মুহূর্তে এই ছুরা পাঠ করিলে বিপদমুক্ত হইবে। হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) ফরমাইয়াছেন, এই ছুরা সর্বদা পাঠকারীকে আল্লাহ সুখে-স্বাস্থ্যে রক্ষা করিবেন এবং সে দোজখের আজাব হইতে রক্ষা পাইবে।

এই পবিত্র ছুরায়ে মুজাম্মিল জোহর ও আছরের নামাজের বাদ পাঠ করিলে অসীম বরকত ও ছওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়।

সورة مزمل، آیاتها ۲۰، ركوعها ۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَا الْمَرْمِلُ • قُمْ أَلَيْلًا إِلَّا قَلِيلًا • بَصِّفْهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا • أَوْزِدْ عَلَيْهِ
وَرَبِّ الْقُرْآنِ تَرْتِيلًا • إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا • إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ
وَطَأً وَأَظْفَرُ قِيلًا • إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا • وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ
وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا • رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا •
وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا • وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي
النَّعْمَةِ وَمَهْلُكِهِمْ قَلِيلًا • إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا • وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا
إِلِيمًا • يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيرًا مَهِيلًا • إِنَّا أَرْسَلْنَا
إِلَيْكُمْ رَسُولًا • شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا • فَعَصَى
فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا • فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ
الْوَلَدَانِ شَيْبًا فِي السَّمَاءِ مُنْقَطِعِينَ • كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا • إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ
شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا • إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ
وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ اللَّيْلِ مَعَكَ • وَاللَّهُ يَقْدِرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ • عَلِيمٌ أَنْ
لَنْ تُحْصَوْهُ فَنَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ • عَلِيمٌ أَنْ سَيَكُونُ
مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ
يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَاقْرَأُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا • وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا • وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ • (پاره ۲۹)

বাংলা উচ্চারণ

১। ইয়া আইউহাল মুজ্জামিলু ২। কুমিল্লাইলা ইল্লা কালিলান ৩। নিছফাহু
 আওয়িনকুছ মিনহু কালিলা ৪। আওজিদ আলাইহি ওয়া রাতিলিল কুরআনা
 তারতিলা ৫। ইন্না ছানুলকি আলাইকা কাওলান ছাকিলা ৬। ইন্না নাশিয়াতাল
 লাইলি হিয়া আশাদু ওয়াৎআওঁ ওয়া আঁকওয়ামু কিলা ৭। ইন্না লাকা ফিন্নাহরি
 ছাবহান তাবিলা ৮। ওয়াজ কুরিছমা রাব্বিকা ওয়া তাবাত্তাল ইলাইহি তাবতিলা
 ৯। রাব্বুল মাশরিকি ওয়াল মাগরিবি লা-ইলাহা ইল্লা হুয়া ফাত্তাখিজহু ওয়াকিলান
 ১০। ওয়াছবির আলামা ইয়া কুলুনা ওয়াহু জুরহুম হাজরান জামিলা ১১। ওয়া
 জারনী ওয়াল মুকাজ্জিবিনা উলিন না'আমাতি ওয়া মাহ্ হিলহুম কালিলান ১২।
 ইন্না লাদাইনা আনকালারু ওয়া জাহিমাঁ ১৩। ওয়া ত্বাআমান জা ওচ্ছাতিওঁ ওয়া
 আজাবান আলিমান ১৪। ইয়াওমা তারজুফুল আরদু ওয়াল জিবালু ওয়া কানাতিল
 জিবালু কাছিবাম মাহিলান ১৫। ইন্না আরছালনা ইলাইকুম রাছুলান শাহিদান
 আলাইকুম কামা আরছালনা ইলা ফির আউনা রাছুলা ১৬। ফাআছা ফিরআউনার
 রাছুলা ফাআখাজনাহু আখজাওঁ ওয়াবিলা ১৭। ফাকাইফা তাত্তাকুনা ইনকাফারতুম
 ইয়াওমাই ইয়াজআলুল ওয়িলদানা শিবা ১৮। নিছ্ছামাউ মুনফাতিরুম বিহি কানা
 ওয়াদুহু মাফউলা ১৯। ইন্না হাজ্জিহি তাজকিরাতুন ফামান শা-আত্তাখাজা ইলা
 রাব্বিহি ছাবিলা ২০। ইন্না রাব্বাকা ইয়া'লামু আন্বাকা তাকুমু আদনা মিন
 ছুলুছায়িল লাইলি ওয়া নিছফাহু ওয়া ছুলুছাহু ওয়া তায়িফাতুম মিনাল্লাজিনা
 মাআকা ওয়াল্লাহু ইউকাদিরুল লাইলা ওয়ান্নাহরা আলিমা আল্লান তুহছুহু
 ফাতাবা আলাইকুম ফাক্বাউ মা'তাইয়াছারা মিনাল কুরআনি আলিমা আন
 ছাইয়াকুনু মিনকুম মারজা ওয়া আ'খারুনা ইয়াদরিবুনা ফিল আরদি ইয়াবতাওনা
 মিন ফাদলিল্লাহি ওয়া আখারুনা ইউকা'তিলুনা ফি ছাবিলিল্লাহি, ফাকরাউ
 মাতাইয়াছারা মিনহু ওয়া আকিমুছালাতা ওয়া আতুজ্জাকাতা ওয়া আকরিদুল্লাহা
 কারদান হাছানা, ওয়ামা তুকাদিমু লি আন ফুছিকুম মিন খাইরিন তাজিদুহু ইন
 দাল্লাহি হুয়া খাইরাওঁ ওয়া আ-আজামা আজরা ওয়াস্তাগ ফিরুল্লাহা ইন্নালাহা
 গাফুরুর রাহিম।

সাত হাইকেল-এঁর ফজিলত

পবিত্র হাদিছ শরীফে আছে- যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাজের পর আয়াতুল কুরছি পড়িবে, তাহার বেহেশতে প্রবেশ মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই বাধা দিতে পারে না। পবিত্র হাদিছ শরীফে আছে, “আমানার রাছুলু” হইতে শেষ পর্যন্ত আরশের নীচের ধন ভাণ্ডার হইতে দেওয়া হইয়াছে। উহা রহমত, আল্লাহ্ তায়ালায় নৈকট্য লাভের উছীলা ও দোয়া। ইহা ফজর ও মাগরিবের নামাজের পর একবার পড়া উচিত। “আমানার রাছুলু” আয়াত দুইটি নিয়মিত পড়িলে আল্লাহ্ তায়ালায় রহমত এবং রসুল ও ফেরেশতাগণের দোয়া লাভের আশা করা যায়।

একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যহ আয়াতুল কুরছী এবং “আমানার রাছুলু” আয়াত দুইটি পড়িলে আর্থিক অভাব দূর হয়। ঋণ পরিশোধ হয়, শত্রুর শক্তিশ্রাস পায় এবং মনের আশা পূর্ণ হয়। হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) ফরমাইয়াছেন- যে ব্যক্তি কোরআন শরীফ পাঠ করিবে এবং উহার হুকুম অনুযায়ী আমল করিবে কেয়ামতের দিন তাহার পিতা-মাতাকে এমন একটি মুকুট পরানো হইবে, যাহার আলো সূর্যের আলো হইতেও অধিক উজ্জ্বল হইবে।

সর্ববিধ ইবাদতের মধ্যে কোরান শরীফ পাঠ করা শ্রেষ্ঠ ইবাদত। পবিত্র হাদিছ শরীফে আছে, হজরত নবীয়ে করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন- আমার উম্মতের ইবাদত সমুহের মধ্যে কোরান শরীফ পাঠ করা সর্বাপেক্ষা উত্তম ইবাদত। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেরই দৈনিক কমপক্ষে সপ্তম হাইকেল আয়াত সমুহ তেলাওয়াত করা আফজল।

হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) ফরমাইয়াছেন- তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোরআন শরীফ নিজে শিক্ষা করে ও অন্যকে শিক্ষা দান করে, সেই ব্যক্তি উত্তম।

প্রথম হাইকল

হিকল اول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَعِيذُ نَفْسِي بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ • اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ • لَا تَأْخُذُهُ
سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ • لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ • مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ
إِلَّا بِإِذْنِهِ • يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ • وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ
إِلَّا بِمَا شَاءَ • وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ • وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ
الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ •

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলা উচ্চারণ

উয়্যু নাফসী বিল্লাহীল আলিয়্যিল আজীম । আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহুয়া, আল
হাইউল কাইয়্যুমু । লা-তা'খুজুহু ছিনাতুও ওয়ালা নাওমুন, লাহুমা ফিচ্ছামাওয়াতি
ওয়ামা ফিল আরদী । মান যাল্লাযী ইয়াশফাউ ইনদাহু ইল্লা বিইযনিহী । ইয়ালামু
মা বাইনা আইদিহীম ওয়ামা খালফাহুম ওয়ালাইয়ুহীতুনা বিশাইয়্যিম মিন
ইলমিহী ইল্লা বিমাশাআ ওয়াছিয়া কুর্ছিই উল্হু ছামাওয়াতি ওয়াল আরদা ওয়ালা
ইয়াউদুহু হিফজুহুমা ওয়া হুওয়াল আলিউল আজিম ।

দ্বিতীয় হাইকল

হিকল دوم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَعِيذُ نَفْسِي بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ • إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ
لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ • سُنَّةُ مَنْ

فَدَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا • أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِكَ
الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ • إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا •
وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ بِحَمْدِهِ نَافِلَةً لَكَ • عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا •
وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مَدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ
لَدُنْكَ سُلْطَانًا تَقْصِيرًا •

বিছমিল্লাহির রহমানির রাহিম

বাংলা উচ্চারণ

উয়্যায়ু নাফ্ছী বিল্লাহীল আলিয়্যাল আজিম । ইয কালতিমরাআতু ইমরানা রাব্বী
ইন্নী নাযারতু লাকা মা ফি বাতনী মুহাররারান ফাতাকাব্বাল মিন্নী ইন্নাকা
আনতাহু ছামিউল আলিম ছুন্নাতা মান্কাদ আরছালনা কাবলাকা মিরু রুছুলিনা
ওয়ালা তাজিদু লিছুন্নাতিনা তাহবিলান । আকিমিছু ছালাতা লিদুলুকিশ শামছি
ইলা গাছাকিল লাইলি ওয়া কুরআনাল ফাজরী, ইন্না কুরআনাল ফাজরী কানা
মাশহুদান । ওয়া মিনাল লাইলি ফাতাহাজ্জাদবিহী নাফিলাতাল লাকা আছা
আইইয়াব আছাকা রাব্বুকা মাকামাম মাহমুদা । ওয়া কুররাব্বী আদখিলনী
মুদখালা ছিদকিও ওয়া আখরীজনী মুখরাজা ছিদকিও ওয়াজ আললি মিল-
লাদুনকা ছুলতানান নাছিরান ।

তৃতীয় হাইকল

হিকল سوم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَعِزُّ نَفْسِي بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ • أَمِنْ الرَّسُولِ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ
وَالْمُؤْمِنُونَ • كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَرُسُلِهِ • لَا تَفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ
رُسُلِهِ • وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ • لَا يَكْفُرُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا • لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ • رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا

إِنْ تَسِينَا أَوْ أَخْطَانَا. رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا. رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ. وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا إِنَّتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ •

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলা উচ্চারণ

উয়্যিযু নাফছী বিল্লাহীল আলিয়্যিল আজিম । আমানার রাছলু বিমা উনজিলা ইলাইহি মির রাব্বিহী ওয়াল মুমিনুনা কুল্লুন আমানা বিল্লাহী ওয়ামালায়ি কাতিহী ওয়া কুতুবিহী, ওয়া রুছুলিহী, লা-নুফাররিকু বাইনা আহাদিম মির রুছুলিহী ওয়া ক্বালু ছামিনা ওয়া আতা'না ওফরানাকা রাব্বানা ওয়া ইলাইক্বাল মাছিরু । লা-ইয়ুকাব্বীফুল্লাহু নাফছান ইল্লা উছআহা, লাহা মা কাছাবাত ওয়া আলাইহা মাকতাছাবাত, রাব্বানা লা তুআখিযনা ইন্নাছিইনা আও আখতানা, রাব্বানা ওয়ালা তাহ্মিল আলাইনা ইছরান কামা হামালতাহু আলান্নাযিনা মিন কাবলিনা, রাব্বানা ওয়ালা তুহামিলনা মালা তাকাতা লানাবিহী ওয়াফু আন্না, ওয়াগাফিরলানা, ওয়ার হামনা, আনতা মওলানা ফানছুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিনা ।

চতুর্থ হাইকল

হিকল জেহরাম

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَعِزُّ نَفْسِي بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ • وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا • وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَرْيَدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خُسَارًا • وَإِذَا نَعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأْيَ جَانِبِهِ • وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَا يَنُوسًا • قُلْ كُلُّ شَيْءٍ عَمَلٌ عَلَى شَاكِلَتِهِ • فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا • وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ • قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا •

বিহমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলা উচ্চারণ

উয়্যযু নাফ্‌হী বিল্লাহীল আলিয়্যিল আজীম । ওয়াকুল জাআল হাক্কু ওয়া জাহাকাল
বাতিলু ইন্নাল বাতিলা কানা জাহুকান । ওয়ানুনাঞ্জিলু মিনাল কুরআনী মা হুওয়া
শিফাউও ওয়া রাহমাতুল লিলমুমিনীনা, ওয়ালা ইয়াজিদুজ জালিমীনা ইল্লা
খাছারান । ওয়া ইজা আন আমনা আলাল ইনছানী আরাদা ওয়া নাআবিজানিবিহি,
ওয়া ইয়া মাচ্ছাহশ শাররুকানা ইয়াউ'ছান । ক্বল ক্বল্লুই ইয়ামালু আলা শাকিলাতিহী,
ফারাব্বুকুম আলামু বিমান হুওয়া আহাদা ছাবিলান । ওয়া ইয়াছ আলুনাকা আনীরা
ক্বওহী, কুলির ক্বল্ল মিন আমরী রাব্বী ওয়ামা উতিতুম মিনাল ইলমী ইল্লা
কালিলা ।

পঞ্চম হাইকল

হিকল پنجم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَعْيَذُ نَفْسِي بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ • قَالَ رَبِّ ارْنِي • وَهَنَ الْعَظَمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ
الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا • وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي
وَكُنْتُ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا • يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ
يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا • لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ • لَدْخُلْنِ
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِينَ مَخْلُقِينَ رُتُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ
فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا •

বিহমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলা উচ্চারণ

উয়্যযু নাফ্‌হী বিল্লাহীল আলিয়্যিল আজীম । ক্বালা রাব্বী ইন্নি ওয়া হানালা আজমু
মিন্নি ওয়াশ-তাআলার রাছলু শাইবাওঁ ওয়ালাম আকুম বিদু আয়িকা রাব্বি
শাকিইয়া ওয়া ইন্নী খিফতুল মাওয়ালিয়া মিত্তি ওয়ারায়ি ওয়া কানাতিম রা আতী

আকিরান ফাহাবলী মিল্লাদুনকা ওয়ালিইয়াই ইয়ারিছুনী ওয়া ইয়ারিছুমিন আলী ইয়াকুবা, ওয়াজ আলহু রাব্বি রাদিয়া লাকাদ ছাদাকাল্লাহু রাছুলাহুর রুইয়া বিলহাকী, লাতাদখুলুনাল মাছজিদাল হারামা ইনশা আল্লাহু, আমিনীনা মুহাল্লীকিনা রুউছাকুম ওয়া মুকাচ্ছীরীনা লা তাখাফুনা ফা'য়ালেমা মালাম তালামু ফাজা-
আলামিন দুনি জালিকা ফাতহান কারিবা।

ষষ্ঠ হাইকল

هَيْكَلُ ششم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَعَيْدُ نَفْسِي بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ • قُلْ أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ
فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا • يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَمْ نُشْرِكْ بِرَبِّنَا
أَحَدًا • وَأنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا • وَأنَّهُ كَانَ يَقُولُ
سَفِينًا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا •

বিহমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলা উচ্চারণ

উয়িয়া নাক্ষী বিল্লাহীল আলিয়্যিল আজিম। কুলউহিয়া ইলাইয়া আন্না হুহু
তামাআ নাফারুম মিনাল জিন্নী ফাঝালু ইন্না ছামীনা কুরআনান আজাবাহ ইয়াহদী
ইলার রুশদী ফা আমান্নাবিহি, ওয়া লান নুশরিকা বিরাক্বীনা আহাদাওঁ ওয়া
আন্নাহু তায়ালা জাদু রাব্বিনা মাতাখাজা ছাহিবাতাওঁ ওয়ালা ওয়ালাদাওঁ ওয়া
আন্নাহু কানা ইয়াকুলু ছাফিহুনা আলাল্লাহী শাতাতা।

সপ্তম হাইকল

হিকল هفتم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَعِزُّ نَفْسِي بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ • وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَرْقُونَكَ
بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ • وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ
لِّلْعَالَمِينَ •

বিহমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলা উচ্চারণ

উয়্যিযু নাফছী বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম । ওয়া ইয়্যাকাদু-ল্লাজীনা কাফারু
লাইযুজলিকুনাকা বি আবছারিহিম লাম্মা ছামিউয জিক্রা ওয়া ইয়্যাকুলুনা ইন্নাহ
লামাজনুন, ওয়া মা হুয়া ইল্লা যিকরুল লিল আলামিন ।

না'তে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম) (১)

ছবছে আওলা ও আ'লা হামারা নবী;

ছবছে বালা ও ওয়ালা হামারা নবী ।

আপ্নে মওলাকা পেয়ারা হামারা নবী;

দোনো আলমকা দুলহা হামারা নবী ।

বঝ্মে আখের-কা শামা' ফেরোঝা হুয়া;

নূরে আউয়ালকা ঝলওয়া হামারা নবী ।

জিছকো শা-য়া' হুয়ায় আরশে খোদা পর জুলুহ;

হুয়ায় উয়হ্ ছুলতানে ওয়ালা হামারা নবী ।

বুঝগেয়ী জিসকে আগে ছবহি মশআলৈ;

শামা' উয়হ্' লেকর আয়া হামারা নবী ।

জিন্কে তলউকা দো-বো-ন্দ হুয়ায় আবে হায়াত;

হুয়ায় উয়হ্ জানে মছিহা হামারা নবী ।

আরশ কুরছি কি থি আয়না বনদিয়া;

ছোয়ে হক জব্ ছুদহারা হামারা নবী ।

খল্কে আউলিয়া আউলিয়াছে রুছুল;

আওর রুছুলুঁছে আ'লা হামারা নবী ।

আছমানোঁ হি পর ছব নবী রাহ্ গেয়ে;

আরশে আযমপে পৌঁছা হামারা নবী ।

হোছন কা'তা হুয়ায় জিছকে নমক কি কছম;

উয়হ্ মলিহে দিলারা হামারা নবী ।

জিক্র ছব পীকে জবতক না-মজকুর হৌ;

নমকিন হোসন ওয়ালা হামারা নবী ।

জিছকি দো-বো-ন্দ হেঁ কওহার ও ছলছবিল;

হুয়ায় উয়হ্ রহমতকা দরিয়া হামারা নবী ।

জেয়েছে ছব্কা খোদা এক হুয়ায় ওয়েছে হি;

ইনকা উনকা তোমহারা হামারা নবী ।

করনোঁ বদলি রসুলুঁকি হোতি রহি;

চান বদলি কা নিক্লা হামারা নবী ।

কওন দেতা হুয়ায় দেনে কো মুঁহ চাহিয়ে;

দেনে ওয়ালা হুয়ায় সাচ্ছা হামারা নবী ।

কেয়া খবর কেতনে তারে কিলে ছুপ গেয়ে;

পর না ডুবে না ডুবা হামারা নবী।

মুলকে কওনাইন্মে আশিয়া তাজেদার;

তাজেদারোঁ কা আক্বা হামারা নবী।

লা মকাঁ তক উজালা হ্যায় জিস্কো উয়হ্ হ্যায়;

হার মঁকা কা উজালা হামারা নবী।

ছারে আছোঁ মে আচ্ছা ছমজিয়ে জিছে;

হ্যায় উচ আচ্ছ ছে আচ্ছা হামারা নবী।

ছারে উঁচু মে উঁচা ছমজিয়ে জিঁছে;

হ্যায় উছ উচোঁছে উঁচা হামারা নবী।

আশিয়া ছে করু আরজ কেউ মালেকো;

কেয়া নবী হ্যায় তোমহারা হামারা নবী।

জিছনে টুকড়ে কিয়ে হেঁ ক্রমরকো উয়হ্ হ্যায়;

নুরে ওয়াহদত্কা টুকড়া হামারা নবী।

ছব্ চমক ওয়ালে উজলুঁমে চম্কা কিয়ে;

আন্ধে শিশোঁ মে চম্কা হামারা নবী।

জিছনে মুরদা দিলোঁকো দি ওম্বে আবদ;

হ্যায় উয়হ্ জানে মছিহা হামারা নবী।

গমজদোঁকো রেজা মুশদা দি'জে কেহ্ হ্যায়;

বে কছুঁ-কা ছাহারা হামারা নবী।

না'তে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম) (২)

- ১। আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্, লা ইলাহা ইল্লাহ্,
আমেনা বিবি কে গুলশন মে আয়ী হায় তাজা বাহার,
পড়তে হেঁ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আজ দরো দেওয়ার,
নবীজী আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্, লা-ইলাহা ইল্লাহ্।।
- ২। বারা রবিউল আউয়াল কো আয়া উযে দুব্বরে এতীম,
মাহে নবুয়ত মোহরে রেছালত ছাহেবে খুলুকে আজীম,
নবীজী আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্, লা-ইলাহা ইল্লাহ্।।

- ৩। হামেদেও মাহমুদ আওর মুহাম্মদ দোজাহান কা ছরদার,
জানছে পেয়ারা রাজদুলারা রহমত কী ছরদার,
নবীজী আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্, লা-ইলাহা ইল্লাহ্ ।।
- ৪। আয়া ওয়ালী দো জাহান কা উয়াহ্ আল্লাহ্ কা মকবুল,
শাফিয়ে মাহশর চাকিয়ে কাউছর পেয়ারা মুহাম্মদ রাছুল,
নবীজী আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্, লা-ইলাহা ইল্লাহ্ ।।
- ৫। ইয়াহীন ও ত্বাহা কামলী ওয়ালা কোরআনকী তফছির,
হাজের ও নাজের শাহেদ ও কাছেম আয়া ছেরাজুমমুনীর;
নবীজী আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্, লা-ইলাহা ইল্লাহ্ ।।
- ৬। আউয়াল ও আখের ছব কুছ জানে দেখে বয়ীদ ও করীব,
গায়েব কী খবরে দেনে ওয়ালা আল্লাহ্ কা হাবীব,
নবীজী আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্, লা-ইলাহা ইল্লাহ্ ।।
- ৭। দরদমন্দেঁকি ছুল্লে ওয়ালা, বে কচ্কা গমখার,
দুখিয়া দিলৌকা হ্যায় ওয়ে ছাহারা হামিরে রোজে শুমার,
নবীজী আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্, লা-ইলাহা ইল্লাহ্ ।।
- ৮। ছছনে চরাপা জাতকা মোজহের আল্লাহ্ কী বোরহান,
মোহছনে আজম রহমতে আলম হ্যায় ওহে ইমান কী জান,
নবীজী আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্, লা-ইলাহা ইল্লাহ্ ।।
- ৯। ছবছে আকরম ছবছে আশরফ ছবছে হ্যায় ওয়ে আলা,
মালেকে জান্নাত কাছমে নেয়ামত ছবছে হ্যায় ওয়ে বা-লা,
নবীজী আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্, লা-ইলাহা ইল্লাহ্ ।।
- ১০। দূর বলায়েঁ করনে ওয়ালা উম্মত কা গমখার,
হাফেজ ও হামীয়ে সাফী ও ওয়ালা রহমত কা ছরকার,
নবীজী আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্, লা-ইলাহা ইল্লাহ্ ।।
- ১১। ছৈয়্যেদে মক্কী শাহে মদীনা পেয়ারে নবীজী আয়ে,
ছীন লিয়া দিল মনমোহন-নে চান্দ ছা মোকড়া দেখায়ে,
নবীজী আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্, লা-ইলাহা ইল্লাহ্ ।।
- ১২। বাহরে ছালামী ছারে ফেরেস্তু আছমানছে আয়ে,
ছোবহে বেলাদত পেয়ারে নবী পর ছালাত ও ছালাম পুহছায়ে,
নবীজী আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্, লা-ইলাহা ইল্লাহ্ ।।
- ১৩। পেয়ারী ছুরত হাঁছস্তা চেহারা মুহঁছে ঝড়তে ফুল,
নুরকা পুতলা চান্দকা টুকড়া হক্কা পেয়ারা রছুল,
নবীজী আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্, লা-ইলাহা ইল্লাহ্ ।।

- ১৪। কুফর ও শিরিক কালী ঘঠায়ী হোগেয়ী ছারী দুর,
মাশরিক ও মাগরিব ছারী দুনিয়া হোগেয়ী নুর হী নুর,
নবীজী আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্, লা-ইলাহা ইল্লাহ্ ।।
- ১৫। জীব্রীল আয়ে ঝোলা ঝুলানে লৌরী দে জিশান,
ছোজা ছোজা রাহমতে আলম দো-জাহান কা সোল্তান,
নবীজী আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্, লা-ইলাহা ইল্লাহ্ ।।

না'তে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম) (৩)

না ছুটে হাতছে দামান তোমারা ইয়া রাসুলান্নাহ্,
হামেশা ইয়ে রাহে কায়েম সাহারা ইয়া রাসুলান্নাহ্ ।।
ইয়াহাঁতক জব-তক করলো রওজায়ে আতহার নেগা-হঁমে,
জাহা ছা হুওয়াহি করলো নাজারা ইয়া রাসুলান্নাহ্ ।।
আগর পালো ওঁ জাগাহ মে আপকে আদনা গোলামৌমে,
ছমকে উঠে মেরী কিছমতকা তারা ইয়া রাসুলান্নাহ্ ।।
কাহা যাও ও কেছে আপনা বানাও ইছ জামানে মে,
মেরা দিল হুগিয়া হ্যায় পারা পারা ইয়া রাসুলান্নাহ্ ।।
না বদলে মুহর গর কউনাইন কি খুশইয়া ভি মিল জায়ে,
তোমহারা গম হ্যায় জান ও দিলছে পেয়ারা ইয়া রাসুলান্নাহ্ ।।

না'তে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম) (৪)

জিব্রীল আমিন ভোল-এ এহি-রাজ খোলা হ্যায়,
জু শেকলে মুহাম্মদ হ্যায় ওহি শেকলে খোদা হ্যায় ।।
আফলাক জমি লৌহ কলম চাঁদ ও ছেতারে,
হার চিজমে হ্যায় নুরে মুহাম্মদ কি নজারে,
জু কুছভি বানা নুরে মুহাম্মদ ছে বানা হ্যায় ।।
মাহিয়ে তেরে রওজা হাদছ পে ঘটাইয়ে,
দামান ছে তেরে এত্নে রহমত কি বালাইয়ে,
দুনিয়া কো খোদা তেরে উছিলাছে কিয়া হ্যায় ।।
হার শইমে উছকা নুর ইছকায়ে নাত মে,
উয়াহ নুরে হমছমায়ে মুহাম্মদ কি জাত মে,
আংগুলী কি ইশারেছে চাঁদ টুকরা ছ্যা হ্যায় ।।

মাহবুবে খোদা ফখরে আরব শাহে মদিনা,
 আশেক ভি ফেদা তুম পে হ্যায় আয় মাহে মদিনা,
 কদ মোছে জুদা রাহেকে তেরী পরিশান হয় হ্যায় ।।

না'তে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম) (৫)

ইয়া রাছুলান্নাহ হাবীবে খালেকে একতাতুয়ী,
 বরগুজীদা যুলজালালে পাক্ বে হামতাতুয়ী ।
 না জানিনে হজরতে হক্কু ছদ্রো বদ্রে কায়েনাত,
 নুরে চশ্মে আখিয়া চশ্মো চেরাগে মা তুয়ী ।
 দর্শবে মে'রাজে বু'দে জিবরাইল আন্দর রেকাব,
 পা নেহাদা বরছরিরে গুশ্বিদে হাজ্রাতুয়ী ।
 ইয়া রাছুলান্নাহ তুদানী উম্মতানত্ আজেজানদ,
 আজেজাঁরা রাহনুমায়ি জুমলারা মা'ওয়াতুয়ী ।
 গমযাদাতে শাহে মর্দা হজরতে শেরে খোদা,
 ফখরে পরজন্দে বনী আদম ছফীউল্লাহ তুয়ী ।
 শামসে তিব্রিজি ছেহ দানদ নাতে পয়গাম্বর জবর,
 মোস্তফাউ মোজতবাউ ছৈয়োদে আ'লা তুয়ী ।

না'তে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম) (৬)

জল্‌তা হয় শম্মাহ পরওয়ানা মুহাম্মদ কা, (সঃ)
 জল্‌তা হে ছিনেমে আরমানে মুহাম্মদ কা । (২ বার)
 যব মেরী গুনাহ মুজকো লেজায়ে জাহান্নাম মে, (২)
 তু রো রো কে ইয়ে কেহ্‌ দুঙ্গা কে মাই উম্মত মুহাম্মদ কা । (ঐ)
 খাহেশ নেহী হুর ও গেলমা কি নেহী জান্নাত কবী তামান্না, (২)
 মেরে-লিয়ে কাফী হে দীদারে মুহাম্মদ কা । (ঐ)
 নুরে ঈমান কি শম্মা জলতে মদীনে মে, (২)
 শম্মাহে মদীনেমে পরওয়ানা মুহাম্মদ কা । (ঐ)

না'তে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম) (৭)

ভরদে ঝুলী মেরে ইয়া মুহাম্মদ, (সঃ)

লৌট কর ম্যাই না যাউগাঁ খালী।

উন্ নওয়াছোঁ কা ছদকা আতা হো,

দরপে আ-য়া হোঁ বনকর ছাওয়ালী।

হকছে পায়ী জু শানে করিমী,

মারহাবা দুনো আলম কে ওয়ালী।

উছকি কিছমত কা চম্কে ছেতারা,

জিছ পে নজরে করম তুমনে ঢালী।

জিন্দেগী বখশদে বন্দেগী কো,

আবরুয়ে দ্বীনে হক কি বাছালী।

ওহ মুহাম্মদ কা পেয়ারা নওয়াছা,

জিছনে ছজিদে মে গরদন কাঁটালি।

আশেকে মোস্তফা কি আঁজা মে,

আল্লাহ আল্লাহ কেতনা আছর থা।

আরশে ওয়ালে ভি চুনতে আয়াঁ কো,

কিয়া আয়াঁ থি? ওহ আযানে বেলালী।

হাশর মে' উনকো দেখঙ্গে জিসদম,

উম্মতি ছব কহেঙ্গে খুশী ছে,

আ-রা হা হ্যায় ওহ দেখো মুহাম্মদ, (সঃ)

জিছকে কান্দহেপে কামলী হ্যায় কালী।

ফজায়েলে দরুদ

পবিত্র কোরআন শরীফে আল্লাহ পাক রাক্বুল আলামীন ফরমাইয়াছেন— নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালার ও তাঁহার ফেরেশতাগণ হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সঃ)-এঁর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করেন। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরাও তাঁহার উপর দরুদ শরীফ পাঠ কর।

মুসলিম শরীফে হজরত আবু হোরাযরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) বলিয়াছেন, “যে লোক আমার নামে একবার দরুদ শরীফ পাঠ করিবে, আল্লাহ তা'আলা তাহার উপর দশবার রহমত নাজিল করিবেন। যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়িবে, আল্লাহ তা'য়ালার তাহার জন্য দশটি নেকী লিখিবেন, দশটি গুণাহ্ মাফ করিয়া দিবেন এবং দশটি দরজা উচু করিবেন।”

হজরত আবু হোরাযরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, দরুদ শরীফ পাঠ করা মাত্রই আল্লাহ তা'য়ালার হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সঃ)-এঁর নিকট উহা পৌছাইবার জন্য একজন ফেরেশতা পাঠাইয়া দেন। ঐ ফেরেশতা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আরজ করিতে থাকেন যে, এয়া রাসূলুল্লাহ (সঃ)! অমুকের পুত্র অমুক ব্যক্তি আপনার প্রতি এই দরুদ শরীফ পাঠাইয়াছে। হজরত রাসূলে করীম (সঃ) ইহা শুনামাত্র অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং দরুদ শরীফ পাঠকারীর জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করেন। অতঃপর ঐ ফেরেশতা আরশে মো-আল্লাহর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিবেন যে, হে মাবুদ! অমুকের পুত্র অমুক ব্যক্তি আপনার হাবিব হুজুর পুর নুর (সঃ)-এঁর প্রতি দরুদ পাঠাইয়াছে। তখন আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ দেন যে, ঐ ব্যক্তির জন্য আমার পক্ষ হইতে দশটি নেকী পাঠাইয়া দাও ও তাহার আমলনামা হইতে দশটি গুণাহ্ কর্তন করিয়া দাও।

অপর একটি হাদিছে রহিয়াছে- হজরত রাসূলে করীম (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন, “জুমার দিনে যে ব্যক্তি আমার উপরে মোহব্বতের সহিত চল্লিশবার দরুদ শরীফ পাঠ করিবে, আল্লাহ রাক্বুল আলামীন তাহার চল্লিশ বৎসরের গুণাহ্ মার্জনা করিয়া দিবেন।”

হাদিছ শরীফে বর্ণিত আছে— “কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই আমার সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী হইবে, যে আমার প্রতি সর্বাপেক্ষা বেশী দরুদ শরীফ পেশ করিবে।”

হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) ফরমাইয়াছেন- হজরত জিব্রাইল (আঃ) ঐর সহিত সাক্ষাৎ সময়ে তিনি আমাকে সুসংবাদ দিয়াছেন যে, আমাকে আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন- যে ব্যক্তি আপনার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করিবে আমি তাহার উপর রহমত প্রেরণ করিব এবং যে ব্যক্তি আপনার উপর ছালাম পাঠ করিবে আমিও তাহার উপর ছালাম পাঠ করিব। তৎপর আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে শুকরানা সজিদা করিলাম।

রসূলে পাক (সঃ) আরো ফরমাইয়াছেন-যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় আমার প্রতি দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করিবে, সে কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত লাভ করিবে। পবিত্র হাদিছ শরীফে বর্ণিত আছে— যেইমাত্র কোন ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করিবে, অমনি ঐ দরুদ শরীফ অতি সত্ত্বর তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া নদী, জঙ্গল, মাশারেক ও মাগরেবে চলিয়া যায় এবং বলিবে, আমি অমুকের পুত্র অমুকের দরুদ; যে মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) ঐর উপর দরুদ পাঠ করিয়াছে। এইকথা শুনামাত্র সমস্ত মাখলুকাত তাহার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করিতে থাকে এবং তাহার জন্য আল্লাহর রহমত প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করে। হাদিছ শরীফের বাণী—যে ব্যক্তি আমার উপর বেশী পরিমাণ দরুদ শরীফ পাঠ করিবে, সে কিয়ামতের দিন আরশের ছায়ার নীচে স্থান পাইবে। হজরত রাসূলে মকবুল (সঃ) ফরমাইয়াছেন- নিশ্চয়ই বেহেস্ত পাঁচটি কওমের জন্য আশা করিয়া রহিয়াছে, প্রথম—কোরআন শরীফ তেলাওয়াতকারী। দ্বিতীয়—স্বীয় জিহ্বাকে অতিরিক্ত বাক্য হইতে যে ব্যক্তি সংযত করিবে। তৃতীয়—যে ব্যক্তি ক্ষুধার্তকে আহার করাইবে। চতুর্থ—যে ব্যক্তি উলঙ্গকে কাপড় পরাইবে। পঞ্চম—খোদার দোস্তের উপর যে দরুদ শরীফ পাঠ করিবে।

হাদিছ শরীফে বর্ণিত আছে— সকল দোয়া আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে বুলান অবস্থায় থাকে এবং তাহা উর্দ্ধে উঠে না, যতক্ষণ পর্যন্ত দরুদ শরীফ পাঠ করা না হয়।

হাদিছ শরীফ ছাড়াও বোজর্গানে দ্বীন এবং ওলামায়ে কেরামদের লিখিত কিতাব সমুহে দরুদ শরীফের ফজীলত- গুরুত্ব বিষয়ে বহু বর্ণনা রহিয়াছে। এই জন্যই দেখা যায়- অলীয়ে কামেল এবং বোজর্গ ব্যক্তিগণ দৈনন্দিন যে সকল অজিফা পড়িয়া থাকেন, তাহার অধিকাংশের ভিতরেই কোন না কোন দরুদ শরীফ রহিয়াছে। তাঁহারা পবিত্র কোরআনের বিশেষ বিশেষ ছুরা বা আয়াতের সহিত

দরুদ শরীফ যোগ করিয়া অজিফা পড়িয়া থাকেন। মূলতঃ দরুদ শরীফ ইবাদতেরও একটি প্রধান অঙ্গ। দরুদ শরীফ সহযোগে ইবাদত না করিলে তাহা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

বেলায়তে মোত্লাকায়ে আহমদীর প্রবর্তক, গাউছুল আজম মাইজভাগুরী মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) প্রকাশ হজরত ছাহেব কেবলা কাবা দরুদ ও মিলাদ শরীফ শ্রবণ নেহায়েত ভালবাসিতেন। মিলাদ মাহফিলের সংবাদে তিনি যথায় তথায় চলিয়া যাইতেন। প্রায় সময় তিনি অলি আল্লাহদের মাজার শরীফ জেয়ারতে বাহির হইতেন। কোন কোন সময় সারা রাত মাজার পার্শ্বে কাটাইয়া দিতেন। (জীবনী ও কেরামত)

দরুদ ও মিলাদ পাঠ করিয়া সফলকাম হওয়ার জন্য সাজ্জাদানশীন-এ-গাউছুল আজম, সোলতানুল আউলিয়া হজরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী (কঃ) “মিলাদে নব্বী ও তাওয়াল্লাদে গাউছিয়া” সম্পাদনা করিয়া এই মহান নেয়ামতের অধিকারী হওয়ার জন্য উৎসাহ দান করিয়াছেন। বর্তমান সাজ্জাদানশীন-এ-দরবারে গাউছুল আজম, আবুল মোকাররম, আলহাজ্ব হজরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাগুরীর (মঃজিঃআঃ) উপস্থিতিতে বা তাঁহার অনুমোদিত প্রতিটা মাহফিল দরুদ ও মিলাদ সহযোগে অনুষ্ঠিত হওয়ার রেওয়াজ প্রচলিত আছে।

দরুদে হাজারী ও তাঁহার ফজিলত

তিনবার এই দরুদ শরীফ কবর স্থানে পাঠ করিলে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার বরকতে ৮০ বৎসরের আজাব কবর স্থান হইতে উঠাইয়া দিবেন। যদি ১০ বার এই দরুদ শরীফ পাঠ করিয়া তাহার ছওয়াব মা-বাপকে দান করে, তবে সে যেন মাতা-পিতার সমস্ত দাবী পূরণ করিল। আল্লাহ তায়ালা তাহার মাতা-পিতার জিয়ারতের জন্য এক হাজার ফেরেশতা পাঠাইয়া দিবেন। তাঁহারা কেয়ামত পর্যন্ত উক্ত কাজে নিযুক্ত থাকিবেন।

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল্লাহুমা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদীন মাদামাতীছ ছালাতু
 ওয়া ছাল্লী আলা মুহাম্মাদীন মাদামাতীর্ রাহ্মাতু।
 ওয়া ছাল্লী আলা মুহাম্মাদীন মাদামাতীম বারাকাতু
 ওয়া ছাল্লী আলা রুহী মুহাম্মাদীন ফিল আরওয়াহী
 ওয়া ছাল্লী আলা ছুরাতী মুহাম্মাদীন ফিছ-ছুয়ারী
 ওয়া ছাল্লী আলা এছমী মুহাম্মাদীন ফিল আছমায়ী
 ওয়া ছাল্লী আলা নাফছী মুহাম্মাদীন ফিন নুফুছী
 ওয়া ছাল্লী আলা কালবী মুহাম্মাদীন ফিল কুলুবী
 ওয়া ছাল্লী আলা কাবরী মুহাম্মাদীন ফিল কুবুরী
 ওয়া ছাল্লী আলা রাওজাতী মুহাম্মাদীন ফির্-রিইয়াদী
 ওয়া ছাল্লী আলা জাছাদী মুহাম্মাদীন ফিল আজছাদী
 ওয়া ছাল্লী আলা তুরবাতী মুহাম্মাদীন ফিততুরাবী
 ওয়া ছাল্লাল্লাহু আলা খাইরী খালকিহী ছায়্যিদিনা
 মুহাম্মাদীন ওয়া আলা আলিহী ওয়া আহলী
 বাইতীহি ওয়া আহ্বাবিহী আজমাঈন। বিরাহ
 মাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীনা।

দরুদে উম্মিয়্যি ও তাঁহার ফজীলত

যে ব্যক্তি জুমআর দিন আছর নামাজের বাদে এক বৈঠকে ৮০ বার এই দরুদ শরীফ পাঠ করিবে, তাহার ৮০ বৎসরের গোনাহ মার্ফ হইয়া যাইবে এবং তাহার আমল নামায় ৮০ বৎসরের এবাদতের ছওয়াব লিখা হইবে।

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল্লাহুমা ছাল্লি আলা ছাইয়েয়েদনা মুহাম্মাদি

নিন নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আলীহী ওয়া আছহাবিহী ওয়া বারিক্ ওয়া ছাল্লিম।

দরুদে তুনাঙ্গীনা ও তাঁহার ফজীলত

একই বৈঠকে (নির্জনে) এক হাজার বার ইহা পাঠ করিলে কঠিন বিপদাপদ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। কাহারও চাকুরী নষ্ট হইবার আশঙ্কা দেখা দিলে সে আশঙ্কা দূরীভূত হয়। তাহা ছাড়া ইহা দ্বারা মামলা মোকদ্দমা সংক্রান্ত বিপদাপদও দূর হইয়া যায়।

প্রত্যহ ফজর ও মাগরিবের নামাজের বাদে দশবার করিয়া ইহা পাঠ করিলে কোন রূপ বালা-মুছীবতে পড়ে না।

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল্লাহুমা ছাল্লি আলা ছাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি ছাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন্ ছালা তান্ তুনাঙ্গীনা বিহা মিন্ জামীইল্ আহ ওয়ালি ওয়াল আফাত্। ওয়া তাকুদী লানা বিহা জামী আল হাজাত্। ওয়া তুতাহ্হিরুনা বিহা মিন্ জামীইছ্ ছায়্যিআত্। ওয়া তারফাউনা বিহা ইন্দাকা আলাদ্ দারাজাত্ ওয়া তুবাল্লিগুনা বিহা আকছাল্ গায়াত্ মিন্ জামী ইল্ খাইরাতি ফিল্ হায়াতি ওয়া বা'দাল্ মামাত্। ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর। বিরাহ্মাতিকা ইয়া আরহামার্ রাহিমীন।

দরুদে ফতুহাত ও তাঁহার ফজীলত

সদাসর্বদা ইহা পাঠ করিলে পারিবারিক জীবনে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের বাদে ইহা সাতবার করিয়া পাঠ করিলে আল্লাহ তাহার রুজী-রোজগারে অভাবিত বরকত প্রদান করিবেন। ইহা পাঠে পাঠকারীর উপর আল্লাহতায়ালা রহমত নাজিল করিবেন।

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বিছমিল্লাহি আল্লাহুমা ছাল্লি ওয়া ছাল্লিম আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহী বে আ'দাদি আনওয়াইররিয়ক্ ওয়াল ফুতুহাতি এয়া বাসিতুল্লাযী ইয়াবছুতুর রিয়ক্বা লিমাইয়্যা শাউ বিগাইরি হিসাব। উবসুত্ব আলাইনা রিয়ক্বাও ওয়াসিআ'ম মিন কুল্লি জিহাতিম মিন খাজায়িনি গাইবিকা বিগাইরি মান্নাতিম মাখলুক্বিম বিমাহদিন ফাদলিকা ওয়া কারামিকা বিগাইরি হিসাব।

দরুদে শেফা ও তাঁহার ফজীলত

- ১। যে ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে দীর্ঘায়ু লাভের জন্য প্রার্থনা করিবে, সে যেন প্রতিদিন ফজর ও মাগরিবের নামাজের বাদে তিনবার করিয়া এই দরুদ শরীফ পাঠ করে, তাহা হইলে এই দরুদের বরকতে আল্লাহ তাহার হায়াত বাড়াইয়া দিবেন।
- ২। যে ব্যক্তি প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় সাতবার করিয়া ইহা পাঠ করিবে সে আল্লাহর রহমতে অবশ্যই কলেরা-বসন্ত প্রভৃতি মহামারী হইতে নিরাপদ থাকিবে।
- ৩। কেহ উপরোক্ত শ্রেণীর রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলে উল্লিখিত নিয়মে ইহা পাঠ করিবে। আর নিজে পাঠ করিতে অক্ষম হইলে অন্যের দ্বারা পাঠ করাইয়া শুনিবে। ইহার ফলে আল্লাহ তাহাকে নিশ্চিতরূপে রোগমুক্ত করিয়া দিবেন। এই দরুদ শরীফে হজরত রাসূলে করীম (সঃ) এবং তাঁহার সন্তান সন্ততিগণের প্রতি যাবতীয় রোগ, দাওয়াই ও আরোগ্যের সংখ্যা পরিমাণ রহমত অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই কারণেই এই দরুদের নাম দরুদে শেফা হইয়াছে।

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল্লাহুমা ছাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিম
বি'আদাদি কুল্লি দায়িন ওয়া দাওয়ায়িই ওয়া বি আদাদি কুল্লি ইল্লাতিন ওয়া
শিফায়িন।

দরুদে খায়ের ও তাঁহার ফজীলত

এই দরুদ শরীফের ও ফজীলতের অন্ত নাই। ইহা যত বেশী পাঠ করা যায় তত বেশী ভালাই ও কামিয়াবী নছীব হয় বলিয়া ইহার নাম দরুদে খায়ের রাখা হইয়াছে।
যাহারা সদাসর্বদা এই দরুদ শরীফ বেশী পরিমাণে পাঠ করিবে, তাহাদের পার্থিব
ও পরলৌকিক সর্বরকম উন্নতি ও কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে।

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল্লাহুমা ছাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া নাবিয়্যিনা ওয়া শাফীইয়ীনা ওয়া মাওলানা
মুহাম্মাদিন ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া আছহাবিহী ওয়া বারিক
ওয়া ছাল্লিম।

হজরত নবী করিম (সঃ) এর সহিত রুহি সম্পর্ক লাভের দরুদ ও তাঁহার ফজীলত

এই দরুদ শরীফ পাঠের আমল দ্বারা হজরত রাসূলে করীম (সঃ) এর সহিত রুহি সম্পর্ক স্থাপন হয় বলিয়া ইহার নাম দরুদে রুইয়াতে নবী (সঃ) রাখা হইয়াছে। হজরত বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) রচিত গুনিয়াতুত্ব ত্বালিবীন নামক বিখ্যাত গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন :- হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) এরশাদ ফরমাইয়াছেন যে, যে ব্যক্তি বৃহস্পতিবার ও দিবাগত জুমআর রাতে নিম্নোক্ত নিয়মে দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করিবে, নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি আমার সাক্ষাত লাভ করিবে। উক্ত নামাজ আদায়ের নিয়ম এই যে, উহার প্রতি রাকাতে ছুরা ফাতেহার পর একবার আয়াতুল কুরছী ও পনের বার ছুরা এখলাছ পাঠ করিবে। নামাজ শেষে এক হাজার বার নিম্নোক্ত দরুদ পাঠ করিবে।

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল্লাহুমা ছাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিনি নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি।

দোয়ায়ে ইছমে আজম ও তাঁহার ফজীলত

হজরত আল্লামা জালালুদ্দীন (রহঃ) এই প্রসঙ্গে ওলামাদের বিভিন্ন মতের কালাম ও ইছিম সমূহের সমন্বয়ে একটি অবিকল দোয়ার আকৃতি তৈরী করিয়া বলিয়াছেন যে, এই দোয়ার মধ্যে অবশ্যই ইছমে আজম রহিয়াছে। অতএব এই দোয়ার ভিতরে যে অফুরন্ত ফজীলত নিহিত, তাহাতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই। ইহার ফজীলত সম্পর্কে আরো বর্ণিত আছে যে-

যে ব্যক্তি অজু সহকারে সদা-সর্বদা ইহা পাঠ করিবে; সে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পূর্ণতা লাভ করিবে। তাহার দিব্য জ্ঞান লাভ হয় এবং হৃদয় চক্ষু খুলিয়া যায়। তাহা ছাড়া যে কোন কঠিন কাজ তাহার নিকট সহজতর হইয়া যায়। প্রত্যহ একটি নির্দিষ্ট সময় ইহা পাঠ করিলে (সাতবার, একুশবার) শত্রু-মিত্র সকলেই তাহার অনুগত হইয়া যায়।

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল্লাহুমা ইন্নী আসআলুকা বিয়ান্নাকা আনতাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লা আনতাল আহাদুছ ছামাদুল্লাজী লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইয়ুলাদ ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহ

কুফুওয়ান আহাদ । আল্লাহুমা ইন্নী আছআলুকা বিআন্না লাকাদ হামদু লা ইলাহা
ইল্লা আনতাল হান্নানুল মান্নানু, বাদীউস ছামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি ইয়া যাল-
জালালি ওয়াল-ইকরামি । ইয়া হাইয়্য ইয়া ক্বাইয়ুমু আসয়ালুকা অ ইলাহুকুম
ইলাহউ ওয়াহিদুন লা ইলাহা ইল্লা হুতর রাহমানুর রাহীম । আলিফ লাম-মীম
আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়ুমু লা ইলাহা ইল্লা আনতা ছুবহানাকা
ইন্নী কুনতু মিনাজ্জৈয়ালীমীন । আনতা হাছবিয়াল্লাহু নি'মাল ওয়াকীল ।

দোয়ায়ে হাবীবী ও তাঁহার ফজীলত

একদিন হজরত রাছুলুল্লাহ (সঃ) তাঁহার আছহাবগণের নিকট বর্ণনা করিলেন-
যে ব্যক্তি দোয়া হাবিবী পাঠ করিবে, ইহ-পরকালে আল্লাহ তাহার উপর সন্তুষ্ট
থাকিবেন । যে ব্যক্তি দোয়া হাবিবী বারবার আমল করিবে, আল্লাহর ফজলে
তাহার ফজরের নামাজ কখনও কায়া হইবে না । যে ব্যক্তি বারবার দোয়া হাবিবী
পাঠ করিবে, তাহার উপর আল্লাহর নবী সন্তুষ্ট থাকিবেন । হজরত মুহাম্মদ
মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) আল্লাহর নিকট তাহার জন্য সুপারিশ
করিবেন । যে ব্যক্তি এশার ও ফজরের নামাজের পরে এই দোয়া পাঠ করিবে,
এই দোয়ার বরকতে তাহার রুজি-রোজগার বাড়িয়া যাইবে এবং সে কখনও
ভুখা-ফাকা থাকিবে না ।

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
কুমকুম ইয়া হাবিবী কামতানামু
আজাবাল লিল মুহিব্বি কাইফা ইয়ানামু
কুম কুম ইয়া হাবিবী কামতানামু
তালিবুল জান্নাতি লা ইয়ানামু
কুম কুম ইয়া হাবিবী কামতানামু
খালিকুল লাইলী লা ইয়ানামু
কুম কুম ইয়া হাবিবী কামতানামু
খালিকুল খালকী লা ইয়ানামু
কুম কুম ইয়া হাবিবী কামতানামু
আল্ আরশুও ওয়াল কুরছীযু লা ইয়ানামু
কুম কুম ইয়া হাবিবী কামতানামু
আল্ লাওহ ওয়াল কালামু লা ইয়ানামু

কুম কুম ইয়া হাবিবী কামতানামু
 কুল্লুল মালাকুতী লা ইয়ানামু
 কুম কুম ইয়া হাবিবী কামতানামু
 আশ্ শামছু ওয়াল কামারু লা ইয়ানামু
 কুম কুম ইয়া হাবিবী কামতানামু
 আল আরদু ওয়াচ্ছমাউ লা ইয়ানামু
 কুম কুম ইয়া হাবিবী কামতানামু
 আন্ নাজমু ওয়াশ্ শাজারু লা ইয়ানামু
 কুম কুম ইয়া হাবিবী কামতানামু
 আলবারুরু ওয়াল বাহরু লা ইয়ানামু
 কুম কুম ইয়া হাবিবী কামতানামু
 আল জান্নাতু ওয়ান্নারু লা ইয়ানামু
 কুম কুম ইয়া হাবিবী কামতানামু
 আলহরু ওয়াল কুছুরু লা ইয়ানামু
 কুম কুম ইয়া হাবিবী কামতানামু
 আভাইরু অয়াল অহু লা ইয়ালামু
 কুম কুম ইয়া হাবিবী কামতানামু
 আন্-নাওমু আলাল মুহীবী হারামু
 কুম কুম ইয়া হাবিবী কামতানামু
 তালীবুল মাওলা লা ইয়ানামু
 কুম কুম ইয়া হাবিবী কামতানামু
 আল আশীকু ওয়াল মা'শুকু লা ইয়ানামু
 কুম কুম ইয়া হাবিবী কামতানামু
 আল এশকু ওয়াল মোহাব্বাতু লা ইয়ানামু
 কুম কুম ইয়া হাবিবী কামতানামু
 আল লাইলু ওয়ান্ নাহারু লা ইয়ানামু
 কুম কুম ইয়া হাবিবী কামতানামু
 নী'মাল মাওলা ওয়াল কেরামু লা ইয়ানামু
 কুম কুম ইয়া হাবিবী কামতানামু
 আদামু ছাফী উল্লাহী লা ইয়ানামু
 কুম কুম ইয়া হাবিবী কামতানামু
 ইব্রাহীমু খালীলুল্লাহী লা ইয়ানামু

কুম কুম ইয়া হাবিবী কামতানামু
 মুছা কালীমুল্লাহী লা ইয়ানামু
 কুম কুম ইয়া হাবিবী কামতানামু
 ইছা রুহুল্লাহী লা ইয়ানামু
 কুম কুম ইয়া হাবিবী কামতানামু
 মুহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহী লা ইয়ানামু

দোয়ায়ে মকবুলীয়া (১)

হজরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদিন হজরত রাছুল করীম (সঃ) মদিনা শরীফের মসজিদে বসিয়া বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি এই দোয়া নিয়মিত ছহীহ উচ্চারণে একবার পাঠ করিবে, দয়াময় আল্লাহ তায়ালা তাকে মাতা-পিতার হক আদায় করার সমান নেকী দান করিবেন। অর্থাৎ কেহ যদি নিজ পিতা-মাতার হক সঠিকভাবে আদায় করে তাহা হইলে সে যে ছওয়াব পাইবে, উক্ত দোয়া একবার ভক্তি-বিশ্বাস সহকারে পাঠ করিলে আল্লাহ তায়ালা পাঠকারীকে সেইরূপ ছওয়াব দান করিবেন। মাতা-পিতা সম্পর্কে হজরত রাছুলে মকবুল (সঃ) অন্য একটি হাদিসে বলিয়াছেন, মানুষের বেহেশত পিতা-মাতার পায়ের নীচে অবস্থিত। অর্থাৎ তাহাদের হক আদায় করিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে বেহেশত সুনিশ্চিত ছোবহানাল্লাহ।

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিস ছামাওয়াতি ওয়া রাব্বিল আলামীন, ওয়া লাহুল কিবরিয়াউ ফিসছামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়া হুয়াল আজীজুল হাকীম। আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিস্ ছামাওয়াতি ওয়া রাব্বিল আরদি ওয়া রাব্বিল আলামীন। ওয়া হুয়াল আজমাতু ফিসছামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়া হুয়াল আজীজুল হাকীম। লিল্লাহিল হামদু রাব্বিস্ ছামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়া রাব্বিল আলামীন। ওয়া লাহুন নূরু ফিস ছামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়া রাব্বিল আলামীন। ওয়া লাহুন নূরু ফিসছামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়া হুয়াল আজীজুল হাকিম।

দোয়ায়ে মকবুলীয়া (২)

একদিন হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) মদিনার মসজিদে বসা ছিলেন। ইতিমধ্যে হজরত জিবরাঈল (আঃ) উপস্থিত হইয়া বলিলেন- হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ

তায়ীলা আপনাকে সালাম জানাইয়াছেন এবং সালামান্তে দরুদ-তোহফা উপহার পাঠাইয়াছেন। তারপর বলিলেন, এই দোয়া আপনার উম্মতের জন্য প্রেরণ করা হইল। যাহা আপনার উম্মতদিগকে ক্ষমা করিবার কারণ বলিয়া নির্ধারন করা হইয়াছে। আপনার উম্মতগণের মধ্যে কেহ যদি বিগত জীবনে তওবা না করিয়া অতঃপর তওবা করিয়া ভক্তি-বিশ্বাস সহকারে এই দোয়া সব সময় পাঠ করে তবে সে সহস্র শহীদ, সিদ্দীক, আরশ, কুরসী এবং সাত আসমান-জমীন ও বেহেশতের সমান ছওয়াব পাইবে। অর্থাৎ ইহারা আজীবন যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছে, আল্লাহতায়ীলা এই দোয়ার বরকতে পাঠকারীর আমলনামায় অনুরূপ পুণ্য লিখিয়া দিবেন।

হে মুহাম্মদ (সঃ), এই পবিত্র দোয়া পাঠকারী যখন মৃত্যু মুখে পতিত হইবেন তখন আমি জিব্রাঈল (আঃ) আরো সহস্র ফেরেশতাকে সঙ্গে লইয়া কেয়ামত পর্যন্ত তাহার রুহের হেফাজত করিতে থাকিব। হে মুহাম্মদ (সঃ), যদি কোন মৃত ব্যক্তির কাফনের উপর এই দোয়া লিখিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে এই দোয়ার বরকতে ঐ মৃতের পক্ষে মুনকির-নকীরের সওয়ালের জবাব দেওয়া সহজ হইয়া যাইবে।

আল্লাহু ইয়া নূরু তানাওয়ারতা বিন্নূরি ওয়ান নূরু ফী নূরিকা ইয়া নূরু, আল্লাহু বারিক আলাইনা ওয়ারফা আন্না বালিয়িনা ইয়া রাউফু, লাক্বায়কা ওয়ারহাম লাক্বায়কা ওয়াযাম লাক্বায়কা ওয়া আকরাম লাক্বায়কা। আন্নালাহা ইয়াব আসু মান্ ফিল কুবুরি আল্লাহু রজুকনা খায়রাদ্দীনে মাযাল কুরবি ওয়াল এখলাসি ওয়াল এসতিকামাতি বিলুতফিকা ওয়া ছাল্লাল্লাহু আলা খাইরি খালকিহী মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলিহী ওয়া আছহাবিহী আজমাঈন। ওয়া ছাল্লামা তাছলীমান কাছীরান কাছীরা। বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহমীন।

দোয়ায়ে মকবুলীয়া (৩)

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন হজরত জিব্রাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে হজরত রহুল করীম (সঃ) কে জানাইয়াছেন যে, আপনার উম্মতের মধ্যে যে কেহ এই দোয়া ভক্তি সহকারে পড়িয়া আল্লাহ পাকের কাছে যাহা চাহিবে আল্লাহ তায়ীলা এই দোয়ার বরকতে তাহা কবুল করিবেন। এই দোয়া পাঠকারী গরীব থাকিলে ধনী হইয়া যাইবে। মূর্থ হইলে শিক্ষিত হইয়া যাইবে। অজ্ঞান থাকিলে জ্ঞানী হইবে এবং স্বাস্থ্যহীন থাকিলে স্বাস্থ্যবান হইবে।

ইয়া রাজাঈ ইয়া মানাঈ ইয়া দাওয়াঈ ইয়া শেফাঈ
 ইয়া কাফাঈ কাফ্ফে আন্বী ইয়া গাফুরু ইয়া গাফুরু
 ইয়া গাফুরু, এগফিরলী খাতী আ'তী ইয়াওমা
 ইয়াব আছুন। ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ
 ইয়া রাহমানু ইয়া রাহমানু ইয়া রাহমানু ইয়া রাহীমু
 ইয়া রাহীমু ইয়া রাহীমু, ইয়া গাফুরু ইয়া গাফুরু
 ইয়া গাফুরু, ইয়া কারীমু ইয়া কারীমু ইয়া কারীমু
 ওয়া ছাল্লাল্লাহু আলা খায়রি খালকিহী ওয়া নূরি
 জাতিহি মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলিহী ওয়া আছ
 হাবিহী আজমাঈন। বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

দোয়ায়ে মকবুলীয়া (৪)

একদিন হজরত মুহাম্মদ (সঃ) মসজিদের ভিতরে বসিয়া আল্লাহর এবাদতে মশগুল ছিলেন। এমন সময় শয়তান আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। হজরত মুহাম্মদ (সঃ) বলিলেন- হে পাপী, বদবখ্ত! তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ। ইবলীশ বলিল- হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি তো পাপী, বদবখ্ত নহে। আমার একটি দোয়া জানা আছে যাহা পাঠ করিলে কেয়ামতে সুখময় বেহেশতে বাস করিব। ইহা শুনিয়া হজরত মুহাম্মদ (সঃ) আশ্চর্য হইয়া চিন্তায় পড়িলেন। এমন সময় হজরত জিব্রাঈল (আঃ) আসিয়া বলিলেন- হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! শয়তান সত্য কথাই বলিয়াছে। কিন্তু সে মরণের পূর্বে এই দোয়া ভুলিয়া যাইবে এবং দোজখে বসবাস করিবে। কেহ এই দোয়া মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে নিশ্চয়ই সে বেহেশতবাসী হইবে।

আল্লাহু ইয়া ইলাহাল বাশারি ওয়া ইয়া আজীমাল খাতারি ওয়া ইয়া ওয়াসিয়াল মাগফিরাতি ওয়া ইয়া আজীজাল মান্নি ওয়া ইয়া মালেকা ইয়াওমিদীন। বিহাক্কি ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন, বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন। বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম ইয়া ইলাহাল আলামীন। ওয়া ইয়া খাইরান নাসিরীনা ওয়া ইয়া গিয়াছাল মুছতাগিসীন, বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

দোয়ায়ে মকবুলীয়া (৫)

এই দোয়ার ফজীলত সম্বন্ধে সাহাবীগণের মধ্যে এখতেলাফ রহিয়াছে। আমীরুল মোমেনীন হজরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি পরম ভক্তি বিশ্বাসের সহিত এই দোয়া পড়িবে, তাহার ছয় শত বৎসরের আদায় করা নামাজ ইহার বরকতে আল্লাহ তায়ালার দরবারে কবুল হইয়া যাইবে। হজরত ওসমান (রাঃ) বলিয়াছেন, সাত শত বৎসরের; হজরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন- এই দোয়া পাঠকারীর এক হাজার বৎসরের নামাজ কাযা হইয়া থাকিলে তাহাও এই দোয়ার বরকতে আল্লাহর দরবারে কবুল হইয়া যাইবে।

আলহামদু লিল্লাহি আলাকুল্লি নি'মাতিহী, আলহামদু লিল্লাহি আলা কুল্লি আ-লা-ইহী, আলহামদু লিল্লাহি কাবলা কুল্লি হালিন, ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা খায়রি খালকিহী মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলিহী ওয়া আছহাবিহী আজমাদীন। বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

দোয়ায়ে মকবুলীয়া (৬)

পবিত্র হাদিছ শরীফে উল্লেখ আছে, ফজরের নামাজের পূর্বে নীচের দোয়াটি একশতবার পড়িলে নিশ্চয়ই দুনিয়া তাহার প্রতি মোতাওয়াজ্জাহ হইবে এবং আল্লাহ তায়লা প্রত্যেক কলেমা হইতে এক একজন ফেরেশতা তৈয়ার করিবেন। যাহারা কিয়ামত পর্যন্ত তছ্বীহ পড়িতে থাকিবে এবং উহার ছওয়াব ঐ ব্যক্তি পাইবে।

সুবহানাল্লাহে ওয়া বিহাম্দিহী সুবহানাল্লাহিল
আজীমে ওয়া বিহাম্দিহী আস্তাগ্ফিরুল্লাহ্।

দোয়ায়ে মকবুলীয়া (৭)

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
এঁর বাণী-

একদা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
হযরত আলী (রাঃ) কে ডাকিয়া বলিলেন, “হে আলী” প্রত্যহ-চার হাজার দিনার

ছদ্কা করিয়া ঘুমাইবেন, এক খতম কোরআন শরীফ পড়িয়া ঘুমাইবেন, জান্নাতের মূল্য দিয়া ঘুমাইবেন, উভয়ের বিবাদ মিটাইয়া ঘুমাইবেন, একটি হজ্জ করিয়া ঘুমাইবেন।

হজরত আলী (রাঃ) বলিলেন, “ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কাজ আমার জন্য বড়ই কঠিন, আমি কি করিয়া এই কাজ করতে পারিব।” রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, চারবার সুরা ফাতেহা পড়িয়া ঘুমাইলে, চার হাজার দিনারের ছদ্কা তোমার আমল নামায় লিখিয়া দেওয়া হইবে।

তিনবার দুরুদ শরীফ পড়িয়া ঘুমাইলে, জান্নাতের মূল্য আদায় হইয়া যাইবে। তিনবার সুরা ইখলাস পড়িয়া ঘুমাইলে, এক খতম কোরআন শরীফ পড়ার ছওয়াব পাইবে।

দশবার ইস্তেগফার পড়িয়া ঘুমাইলে, উভয়ের বিবাদ মিটানোর ছওয়াব পাইবে। চার বার কলেমা তামজীদ পড়িয়া ঘুমাইলে, এক হজ্জের ছওয়াব পাইবে। “ছোবহানাল্লাহে ওয়াল হামদুলিল্লাহে ওয়া লাইলাহাইল্লাহু আল্লাহু আকবর। ওয়ালা হাউলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলীউল আজীম” এরপর হজরত আলী (রাঃ) বলিলেন, “ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক দিন আমি এই আমল করিয়া ঘুমাইব”।

দোয়ায়ে আহাদ নামা ও তাঁহার ফজীলত

কোন ব্যক্তি যদি সারাজীবন এই আহাদনামা পাঠ করে, তবে অবশ্যই আল্লাহর মর্জিতে সে ঈমানের সহিত পরলোক গমন করিবে ও বেহেস্তবাসী হইবে। হজরত জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন যে- আমি হজরত রাছুলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট হইতে শুনিয়াছি যে, মানুষের দেহে তিন হাজার ব্যাধি রহিয়াছে। তন্মধ্যে এক হাজারের ঔষধ চিকিৎসকগণ অবগত আছেন এবং তাহারা উহাদের চিকিৎসা করেন। বাকী দুই হাজারের ঔষধ কেহই অবগত নহেন। যে ব্যক্তি এই আহাদ নামা পাঠ করিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ঐ তিন হাজার ব্যাধি হইতে বাঁচাইয়া রাখিবেন।

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল্লাহুমা ফাতেরাছ্ছামা ওয়াতে ওয়াল আর্দে আলেমুল গাইবে অশ্বাহাদাতে হুয়ার রাহমানুর রাহীম। আল্লাহুমা ইন্নী আহাদু ইলাইকা ফী হাজেহিল হায়াতিদ দুনিয়া বে আন্বী আশহাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লা আন্তা ওয়াহদাকা লা শারীকালাকা ওয়া

আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুকা ওয়ারাছুলুকা ফালাতাবেলনী ইলা নাফ্‌ছী ওয়া ইন্নাকা ইন তাকেলনী ইলা নাফ্‌ছী তুকাররবুনী ইলাশ্বারে অতুবাইছুনী মিনাল খাইরে ওয়া ইন্নী লা আছেকু ইল্লা বিরাহমাতিকা ফাযআলনী ইন্দাকা আহদান তাওয়াফিয়াতান ইলা ইয়াওমিল ক্বিয়ামাতে ইন্নাকা লা তুখলিফুল মিয়াদ । ওয়া ছাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খাইরে খালক্বিহী মুহাম্মাদিউ ওয়া আলিহী ওয়া আহাবিহী আজমাদিন । বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহেমীন ।

খত্বে তাছমিয়া ও তাঁহার ফজীলত

(১) এই খতমের ফজীলত এবং বরকত অফুরন্ত। যে কোন রকমের নেক বাসনা আল্লাহ তাআলা এই খতমের উসিলায় পূর্ণ করিয়া দেন।

(২) এই খতম পড়িয়া যে কোন কঠিন কাজে হাত দিলে আল্লাহ পাক তাহা অহতান করিয়া দিবেন।

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

পাঁচিশ হাজার বার তেলাওয়াত করা। পাঁচজন বা সাতজন অথবা এগারজন লোক একত্রে বসিয়া ৭ বার ইস্তিগ্‌ফার ১ বার বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, ১১ বার দরুদ শরীফ পড়িয়া আরম্ভ করিবে। খতম শেষ হওয়ার পরও ১১ বার দরুদ শরীফ পড়িবে। খতম শেষ না হওয়া পর্যন্ত কথাবার্তা বলা উচিত নয়।

খতমে জালাল ও তাঁহার ফজীলত

“আল্লাহ” ১,২৫,০০০ (এক লক্ষ পঁচিশ হাজার) বার পাঠ।

নদী ভাংগন বা ঐ রূপ কোন কঠিন বিপদ হইতে উদ্ধার পাবার জন্য খতমে জালালীর আমল অতি কার্যকরী।

সাতজন বা এগারজন অথবা একুশজন পরহেজ্জগার লোক একত্র হইয়া প্রথমে ইস্তিগ্ফার ৭ বার, বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ১ বার, দরুদ শরীফ ১১ বার পাঠ করিয়া এই খতমে জালাল আরম্ভ করিবে। এই খতম শেষ হওয়ার পর মিলাদ শরীফ পাঠ করিয়া মওলার দরবারে আজিজি এলতেজার সহিত ফরিয়াদ করিবে।

খতমে তাহলীল ও তাঁহার ফজীলত

“লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্” (১,২৫,০০০) এক লক্ষ পঁচিশ হাজার বার পাঠ করাকে খতমে তাহলীল বলা হয়। পবিত্র হাদিছ শরীফে আছে, যদি কোন ব্যক্তি এই খতমে তাহলীল পড়িয়া কোন মৃত ব্যক্তির রুহের উপর উহার ছওয়াব বখশীশ করিয়া দেয় তাহা হইলে আল্লাহ তায়ালা ইহার বরকতে মৃত ব্যক্তিকে ক্ষমা করিয়া বেহেশতে দাখিল করিবেন।

এই খতম পড়িয়া দোয়া করিলে সকল প্রকার রোগ, দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে ও নেক মকছুদ হাছিল হইবে।

এই খতম ১ জনেও পড়িতে পারে। একসঙ্গে দশ জন, পনের জন, বিশ জন বা পঁচিশ জন ইত্যাদি হিসাবে দলবদ্ধভাবে একত্রে বসিয়া প্রথমে ৭ বার ইস্তিগ্‌ফার, ১ বার বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, ১১ বার দরুদ শরীফ পড়িয়া এই পবিত্র খতম আরম্ভ করিবে। উক্ত কলেমা ১০০ বার তেলাওয়াতের পর “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ্” পাঠ করিবে। এই পবিত্র খতম শেষ করিয়া কোরআনে পাকের কিছু ছুরা তেলাওয়াত করিয়া মিলাদ শরীফ পাঠ করিয়া মওলার দরবারে মুনাজাত পেশ করিলে সকল প্রকার আরজি কবুল হইবে।

খতমে ইউনূছ ও তাঁহার ফজীলত

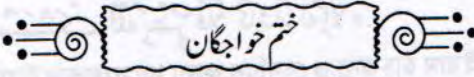
“লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা ছুব্বহানাকা ইন্নী কুন্তু মিনাজ্জওয়ালিমীন।” ১,২৫,০০০ (এক লক্ষ পঁচিশ হাজার বার পাঠ)।

কঠিন বিপদ, মামলা-মোকদ্দমা ও সংকটের সময় খতমে ইউনূসের আমল করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। কিছু সংখ্যক পরহেজগার লোক অর্থাৎ অন্ততঃ দশ-বিশ বা পঁচিশজন ধর্মভীরু ব্যক্তি পাক-পবিত্র হইয়া প্রথমে ইস্তিগ্‌ফার ১১ বার, বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ৭ বার, দরুদ শরীফ ২১ বার পাঠ করিয়া আরম্ভ করিবে। উক্ত আয়াত শরীফ প্রতি ১০০ বার তেলাওয়াতের পর “ফাস্তাজাবনা লাহ ওয়া নাজ্জাইনাহ্ মিনাল্ গায়ে ওয়া কাযালিকা নূন্জিল্ মু’মেনীন” ১ বার পাঠ করিবে। এই ভাবে খতম শরীফ শেষ হওয়ার পর কালামে পাক হইতে কিছু ছুরা পাঠ করিয়া মিলাদ শরীফ পাঠ করিয়া আল্লাহ পাক রাক্বুল আলামীনের পবিত্র দরবারে আজিজি ও এল্‌তেজার মাধ্যমে আরজি পেশ করিবে।

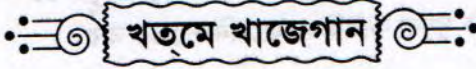
এই খতমের আমলে আল্লাহর রহমতে অবশ্যই মারাত্মক রোগ নিরাময়, কঠিন বালা-মুছীবত দূর এবং যে কোনরূপ সং উদ্দেশ্য হাছিল হইয়া থাকে। অনেক আলেমেরই অভিমত এই যে, উল্লিখিত ক্ষেত্র সমূহে খতমে খাজেগান অপেক্ষা উত্তম এবং কার্যকরী আমল আর দ্বিতীয়টি নাই। আউলিয়ায়ে কেরাম এবং বোজর্গানে দ্বীন নির্দ্ধিধায় এই আমল পছন্দ করিয়া থাকেন। বলার অপেক্ষা রাখেন না যে, এই সেরা খতমটির দ্বারা আশু এবং পুরাপুরি সাফল্য লাভ বহু পরীক্ষিত এবং প্রমাণিত।

ইহা সপ্তাহের যে কোনদিন যে কোন সময় পাঠ করা চলে। তবে শুক্রবার, সোমবার ও বৃহস্পতিবার আছরের নামাজের বাদে পাঠ করিলে ইহার কার্যকারিতা নিঃসন্দেহ পাওয়া যায়। পাঁচ, সাত, নয় কিংবা এগার প্রভৃতি বেজোড় সংখ্যক লোক এই খতম পাঠ করিবে। অবশ্য একজন মাত্র লোকও ইহা পাঠ করিতে পারে।

খতম পাঠ শুরু করার পূর্বে সর্ব প্রথম দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করিয়া লওয়া ভাল। খতম শেষ করিয়া বিশেষ মনোযোগ সহকারে বিনীত ভাষায় মোনাজাত করিবে। মোনাজাতের মধ্যে ছাহেবে দাওয়াত ও নিজের মকবুদ পূর্ণ হওয়ার জন্য অতিশয় বিনয় সহকারে প্রার্থনা করিবে।



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

১০০

(১) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

১। বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম ১০০ বার।

১০০

(২) سُورَةُ فَاتِحَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مُلِكِ يَوْمِ الدِّينِ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ.
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. (أَمِينَ)

২। ছুরায়ে ফাতেহা-১০০ বার

আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল আ-লামীন। আর রাহমানির রাহীম। মালিকি
য়্যাউমিদ্দীন। ইয়্যা-কানা'বুদু ওয়াইয়্যাকানাছতায়ীন। ইহদিনাছ ছিরাতাল্
মুছতাক্বীমা ছিরাতাল্ লাজীনা আন'আ'মতা আলাইহিম। গাইরিল্ মাগদোবি
আলাইহিম ওয়া লাক্বোওয়া-ল্লীন। আমিন।

১০০

(৩) سُورَةُ اخْلَاصِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

৩। ছুরায়ে ইখলাছ-১০০ বার

কুল্‌হু ওয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুছ ছামাদ্ লাম্ ইয়্যালিদ্, ওয়ালাম্ ইউলাদ্, ওয়ালাম্
ইয়াকুল্ লাহু কুফুওয়ান আহাদ্।

১০০ (৩) وَإِنْ لَمْ يَمَسَّكَ اللَّهُ يَصْرٌ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ

৪। ওয়া ইন লাম ইয়াম চাচ্কালাহু বেদুরিন ফালা খাসেফালাহু ইল্লাহু-১০০ বার

১০০ (৫) وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ

৫। ওয়া ইয়াসফি সুদুরা কাউমিম মোমেনিন-১০০ বার

১০০ (৬) وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ

৬। ওয়া শেফাউল লেমা ফিস্ ছুদুর-১০০ বার

১০০ (৭) يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ

৭। ইয়াখরুজু মিন বুতুনেহা সারাবুন মোখতালেপুন আলওয়ানুহু ফিহে শিফাউল লিন্ নাহু-১০০ বার

১০০ (৮) وَنَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

৮। ওয়া নুনাজজেলু মিনাল কোরআন মাছয়া শিফাউন ওয়া রাহমাতুল্লিল মো'মেনিন- ১০০ বার

১০০ (৯) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

৯। ওয়া ইজা মারিদতু ফাছয়া ইয়াসফিন-১০০ বার

১০০ (১০) قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ

১০। কুলছয়া লিল্ লাজিনা আমানু হুদাউ ওয়া শিফাউন-১০০ বার

১০০ (১১) لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

১১। লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনা জোয়ালিমীন- ১০০ বার

১০০ (১২) عَمَّ يَتَجَبَّبُ مَضْطَرًا إِذَا دَعَا فَهُوَ يَشْفِي

১২। আন্মাই ইউজিবুল মুদ তাররা ইজা দাআ-হু ফাছয়া ইয়াসফি-১০০ বার

১০০ (১৩) رَبِّ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَ الصِّرَاطُ

১৩। রাব্বি আন্নি মাগ্লুবুন ফান্তাছির-১০০ বার

১০০ (১৪) رَبِّ اِنِّیْ مَسْنِیُّ الضُّرِّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ •

১৪। রাব্বি আন্নি মাছানিইয়াদ দূররু ওয়া আনতা আরহামুর রাহেমিন- ১০০ বার

১০০ (১৫) وَاَفْوِضْ اَمْرِیْ اِلَی اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بِصِغْرِ الْعِبَادِ •

১৫। ওয়া উফাবেজু আমরি ইল্লাল্লাহি ইন্না ল্লাহা বাছিরুম বিল এবাদ-১০০ বার

১০০ (১৬) حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِیْلُ نِعْمَ الْمَوْلٰی وَنِعْمَ النَّصِیْرُ •

১৬। হাছবুনাল্লাহু ওয়া নে'মাল ওয়াকিল; নে'মাল মওলা ওয়া নে'মান নছীর-১০০ বার

১০০ (১৭) یَا حَتّٰی یَا قَیُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِیْثُ •

১৭। এয়া হাইউ এয়া কাইয়ুম বেরাহমাতেকা আসতাগেছু-১০০ বার

১০০ (১৮) اللّٰهُ رَبِّیْ لَا اَشْرُکُ بِهِ شَیْئًا •

১৮। আল্লাহ রাব্বি লা উসরেকু বিহি শাইয়ান-১০০ বার

১০০ (১৯) لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ •

১৯। লা-হাউলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিউল আজীম-১০০ বার

১০০ (২০) یَا بَدِیْعَ الْعَجَائِبِ بِالْخَیْرِ یَا بَدِیْعَ •

২০। এয়া বাদিউল আজায়্যাবে বিল খায়ের এয়া বাদিউ-১০০ বার

১০০ (২১) یَا خَالِصُ یَا مُخْلِصُ یَا شَافِیُّ بِاللّٰهِ •

২১। এয়া খালেছু এয়া মোখলেছু এয়া সাফিউ এয়া আল্লাহ-১০০ বার

১০০ (২২) یَا خَالِصُ یَا مُخْلِصُ یَا بَاعِثُ بِاللّٰهِ •

২২। এয়া খালেছু এয়া মোকলেছু এয়া বায়েছু এয়া আল্লাহ-১০০ বার

(২৩) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ كُلِّ دَآءٍ

وَدَوَآءٍ وَبَعْدَ كُلِّ عِلَّةٍ وَشِفَآءٍ •

২৩। আল্লাহুমা ছাল্লে আলা ছাইয়েদেনা মোহাম্মাদিও
ওয়া আলা আলে ছাইয়েদেনা মোহাম্মাদীন বে-আদাদে কুল্লে দাইয়িন ওয়া
দাওয়িন ওয়া বে-আদাদে কুল্লি ইল্লাতিন ওয়া শিফাইন- ১০০ বার

(২৩) سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ

১০০

إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ •

২৪। ছোবহানান্নাহে ওয়ালা হামদুলিল্লাহে ওয়া লাইলাহাইল্লাহ্ আল্লাহ্ আকবর।

ওয়ালা হাউলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলীউল আজীম-১০০ বার

(২৫) فَسَهِّلْ يَا إِلَهِي كُلَّ صَعْبٍ يَحْرُمَتِ سَيِّدِ الْآبِرَارِ سَهْلٌ سَهْلٌ سَهْلٌ •

১০০

২৫। পাচাহ হিল ইয়া ইলাহী কুল্লে ছাবিন বেহোরমতে ছাইয়্যাদিল আবরার
ছাহ্‌হিল ছাহ্‌হিল ছাহ্‌হিল-১০০ বার

(২৬) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

১০০

وَبَارِكْ وَسَلِّمْ •

২৬। আল্লাহুমা ছাল্লি আলা সাইয়্যাদিনা মুহাম্মাদিনিন নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি। ওয়া
আলা আলিহী ওয়া আছহাবিহী ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম-১০০ বার

১০০

(২৭) إِلَهِي أَنْتَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ وَأَنَا الْفَقِيرُ مَا لِحَاجَتِي

২৭। এলাহী আন্তালগনি জুরহমত ওয়া আনাল ফকিরু জুলহাজাত-১০০ বার

১০০

(২৮) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

২৮। লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ-১০০ বার

১০০

(২৯) يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ يَا كَافِيَ الْمُهْمَاتِ

২৯। ইয়া কাদ্দিয়াল হাজাত, ইয়া কাফিয়াল মুহিম্মাত-১০০ বার

১০০

(৩০) يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ يَا شَافِيَ الْأَمْرَاضِ

৩০। ইয়া কাদ্দিয়াল হাজাত, ইয়া শাফিয়াল আমরাদ-১০০ বার

১০০

(৩১) يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ يَا رَافِعَ الدَّرَجَاتِ

৩১। ইয়া কাদ্দিয়াল হাজাত, ইয়া রাফিয়াদ দরজাত-১০০ বার

১০০ (৩২) يَا قَاصِي الْحَاجَاتِ يَا دَافِعَ الْبَلِيَّاتِ

৩২। ইয়া কাকিয়াল হাজাত, ইয়া দাফিয়াল বালিয়াত-১০০ বার

১০০ (৩৩) يَا رَدَّ الْبَلِيَّاتِ كُلِّ شَيْءٍ يَأْتِيهِ

৩৩। ইয়া রাদ্দাল বালিয়াত, কুল্লে শাইয়িন এয়াছ- ১০০ বার

১০০ (৩৪) سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ

৩৪। ছালামুন কাউলাম মীর রাব্বির রাহিম-১০০ বার

১০০ (৩৫) سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ

৩৫। ছালামুন আলা নুহিন ফিল আলামীন-১০০ বার

১০০ (৩৬) سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

৩৬। ছালামুন আলা ইব্রাহিম-১০০ বার

১০০ (৩৭) سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ

৩৭। ছালামুন আলা মুছা ওয়া হারুন-১০০ বার

১০০ (৩৮) سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ

৩৮। ছালামুন আলা ইলিয়াছিন-১০০ বার

১০০ (৩৯) سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

৩৯। ছালামুন আলাল মোরছালিন-১০০ বার

১০০ (৪০) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ

৪০। ছালামুন আলাইকুম তিবতুম ফাদখলুহা খালেদিন-১০০ বার

১০০ (৪১) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

৪১। ছালামুন হিয়া হাত্তা মাতলায়িল ফাজরে-১০০ বার

১০০ (৪২) يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ بِالْخَيْرِ

৪২। এয়া মুজিবাদ দাওয়াত বিল খায়ের-১০০ বার

দরود তাজ শরিফ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ التَّاجِ وَ الْمِعْرَاجِ وَ الْبَرَقِ
وَالْعِلْمِ دَافِعِ الْبَلَاءِ وَ الْوَبَاءِ وَ الْقَحْطِ وَ الْمَرَضِ وَ الْآلَمِ . اِسْمُهُ مَكْتُوبٌ
مَرْفُوعٌ مَشْفُوعٌ مَنفُوشٌ فِي الْوُجْهِ وَ الْقَلَمِ . سَيِّدِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ . جِسْمُهُ
مُقَدَّسٌ مُعَظَّرٌ مُطَهَّرٌ مُنَوَّرٌ فِي الْبَيْتِ وَ الْحَرَمِ . شَمْسُ الضُّحَى بِدْرِ الدَّجَى
صَدْرِ الْعُلَى نُوْرُ الْهُدَى كَهْفُ الْوَرَى مُصْبَاحُ الظُّلَمِ . جَمِيْلُ الشِّمْرِ شَفِيعُ
الْاُمَمِ صَاحِبِ الْجُودِ وَ الْكَرَمِ . وَاللّٰهُ عَاصِمُهُ وَ جَبْرِئِلُ خَادِمُهُ وَ الْوَرَقُ مَرْكَبُهُ
وَ الْمِعْرَاجُ سَفَرُهُ وَ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى مَقَامُهُ وَ قَابُ قَوْسَيْنِ مَطْلُوْبُهُ وَ الْمَطْلُوْبُ
مَقْصُوْدُهُ وَ الْمَقْصُوْدُ مَوْجُوْدُهُ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمِ النَّبِيِّنَ . شَفِيعِ
الْمَدَنِيْنَ اَنْبِيَا الْعَرَبِيْنَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ . رَاحَةَ الْعَاشِقِيْنَ مُرَادَ الْمُشْتَاقِيْنَ
شَمْسِ الْعَارِفِيْنَ سِرَاجِ السَّالِكِيْنَ . مُصْبَاحِ الْمُقَرَّبِيْنَ . مَحَبِّ الْفُقَرَاءِ
وَ الْمَسَاكِيْنَ . سَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ . نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ اِمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ . وَسَيِّدَتِنَا فِي
الدَّارَيْنِ . صَاحِبِ قَابِ قَوْسَيْنِ مَحْبُوْبِ رَبِّ الْمَشْرِقِيْنَ وَ الْمَغْرِبِيْنَ جَدِّ
الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ . مَوْلَانَا وَمَوْلَى الثَّقَلَيْنِ اَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
نُوْرٍ مِّنْ نُّوْرِ اللَّهِ . يَا اَيُّهَا الْمُشْتَاقُوْنَ بِنُوْرِ جَمَالِهِ صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا
تَسْلِيْمًا .

৪৩। দরুদে তাজ-১ বার

আল্লাহুমা ছল্লি আলা হৈইয়্যাদিনা ওয়া মাওলানা মোহাম্মদিন ছাহেবিত তাজে
ওয়াল মে'রাজে ওয়াল বোরাকে ওয়াল আলাম। দাফিয়্যাল বালায়ে ওয়াল ওবায়ে
ওয়াল কাহতে ওয়াল মারাদে ওয়াল আলাম। ইহমুল্ল মাকতুবুল মারফুউন

মাশফুউন মানকুশন ফিল্লাওহে ওয়াল কলাম। ছাইয়েদিল আরবে ওয়াল আজম। জিহ্মুহ মোকাদ্দাছুন মোয়াত্তারুন মোতাহ হারুন মোনাওয়াল্লুন ফিলবাইতি ওয়াল হারাম। শামছিন্দোহা বাদরিদোজা ছদরিলউলা নূরিল হুদা; কাহ্‌ফিল ওয়ারা মিছবাহিষ জুলাম। জামিলিশ শেয়ামে শাফিইল উমামে ছাইবিল জু'দে ওয়াল কারাম। ওয়াল্লাহু আছিমুহ ওয়া জিব্রিলু খাদিমুহ ওয়াল বোরাকো মারকাবুহ ওয়াল মিরাজু ছাফারুহ ওয়া ছিদরাতুল মোনতাহা মাকামুহ ওয়াক্বাবা ক্বাওছাইনে মাতলুবুহ ওয়াল মতলুবু মাকছুদুহ ওয়াল মাকছুদু মওজুদুহ ছাইয়েদিল মোরছালিনা খাতামিন্ নবীয়্যিনা শাফি'য়িল মোজনেবিনা আনিছিল গারিবীনা, রাহমাতল্লিল আলামিনা, রাহাতিল আশেকিনা, মোরাদিল মোশতাক্কিনা শামছিল আরেফিনা, ছিরাজিছ ছালিকিনা মিছবাহিল মোকাররাবিনা, মুহিব্বিল ফোকারায়ে ওয়াল গোরাবায়ে ওয়াল মাছাকিনা, ছাইয়েদিছ ছাক্কলাইনে নবীয়্যিল হারামাইনে ইমামিল ক্বিবলাতাইনে ওয়াছিল্লাতিনা ফিদ্দারাইন, ছাহেবে ক্বাবা ক্বাওছাইনে মাহবুবে রাব্বিল মাশরিকাইনে ওয়াল মাগরিবাইন, জাদিল হাছানে ওয়াল হোছাইনে মওলানা ওয়া মওলাছ ছাক্কলাইন, আবিল ক্বাছেমে মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ! নুরীম মিন্ নূরীল্লাহ ইয়া আইয়্যু হাল মোশতাকুনা বিনুরে জামালিহি ছাল্লু আলাইহি ওয়াসাল্লিম তছলীমা

ترتیب ختم غوثیہ شریف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

খতমে গাউছিয়া শরীফের তরতীব

বিহমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

১। দরুদ তাজ- ১ (এক) বার
(৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

(১) درود تاج ایک بار عر
(২) اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ
ایک سوگیار بار

২। এছতেগফার- ১১১ (একশত এগার) বার
আছতাগফিরুল্লাহাল্লাযী লাইলাহা ইল্লা-হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম ওয়া
আতুব্ব ইলাইহ ।

(৩) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
وَبَارِكْ وَسَلِّمْ • ایک سوگیار بار

৩। দরুদ শরীফ- ১১১ (একশত এগার) বার
আল্লাহুমা ছাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিনি নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি । ওয়া
আলা আলিহী ওয়া আছহাবিহী ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(৩) اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مُلِكِ يَوْمِ الدِّينِ. اَيُّكَ نَعْبُدُ
وَاَيُّكَ نَسْتَعِينُ. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ.
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. (আমিন) গیارে بار ॥

৪। ছুরায়ে ফাতেহা-১১ (এগার) বার
আল্হামদু লিল্লাহি রব্বিল আ-লামীন । আর রাহমানির রাহীম । মালিকি

য়্যাউমিন্দীন। ঈয়্যা-কানা'বুদু ওয়াইয়্যাকানাছতায়ীন। ইহদিনাছ ছিরাতাল মুছতাক্বীমা ছিরাতাল লাজীনা আনআ'মতা আলাইহিম। গাইরিল্ মাগদোবি আলাইহিম ওয়া লাক্বোওয়া-ল্লীন। আমিন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(৫) أَلَمْ تَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۖ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۖ

أَنقَضَ ظَهْرَكَ ۖ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۖ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ

مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۖ

ایک سوگیار بار

৫। সুরা আলামনাশ্রাহ- ১১১ (একশত এগার) বার

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আলাম নাশ্রাহলাকা ছদরাকা ওয়া ওয়া দোয়া'না আনকা বিজ্রাকাল লাজি আনকাদা জোয়াহরাকা ওয়ারাফা'না লাকা জিক্রাকা। ফাইন্না মাআল উছরে ইউছরান। ইন্না মাআল উছরে ইউছরান, ফা-ইজা ফারাগতা ফানছাব। ওয়া ইলা রাব্বিকা ফারগাব।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(৬) قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۚ اللَّهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۚ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۚ

ایক হাজার ایک سوگیار بار

৬। সুরা এখলাছ- ১১১১ (এক হাজার একশত এগার) বার

কুল্হ ওয়াল্লাহ্ আহাদ, আল্লাহ্ছ হামাদ্ লাম্ ইয়ালিদ্, ওয়ালাম্ ইউলাদ্, ওয়ালাম্ ইয়াকুল্ লাহ্ কুফুওয়ান আহাদ্।

(৭) سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ

إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۚ يَٰمُحَمَّدُ ۖ بَارِكْ ۖ

৭। কালেমা তমজীদ- ৫৫৫ (পাঁচশত পঞ্চান্ন) বার

ছোবহানাল্লাহে ওয়াল হামদুলিল্লাহে ওয়া লাইলাহাইল্লাহ্ আল্লাহ্ আকবর। ওয়ালা হাউলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলীউল আজীম।

(৪) حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ • بِأَرْبَعِينَ بَارًا ০০০

৮। হাছবুনালাহু ওয়া নে'মাল ওয়াকিল; নে'মাল মওলা ওয়া নে'মান নছীর-৫৫৫
(পাঁচশত পাঁচপান্ন) বার

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(৭) اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. لِيُكَفِّرَ بِذُنُوبِ الدِّينِ. اَيَّاكَ نَعْبُدُ
وَ اَيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ.
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. (امين) গীয়ে বার ০০০

৯। ছুরা ফাতেহা- ১১ (এগার) বার

আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল আ-লামীন। আর রাহমানির রাহীম। মালিকি
য়্যাউমদ্দীন। সয়্যা-কানা'বুদু ওয়াইয়্যাকানাছতায়ীন। ইহদিনাছ ছিরাতাল্
মুছতাক্বীমা ছিরাতাল্ লাজীনা আন'আ'মতা আলাইহিম। গাইরিল্ মাগদোবি
আলাইহিম ওয়া লাদ্বোওয়া-ল্লীন। আমিন।

(১০) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ

وَبَارِكْ وَسَلِّمْ • اَبَدًا سَوَكِيَارَه ০০০

১০। দরুদ শরীফ : ১১১ (একশত এগার) বার

আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিনি নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি। ওয়া
আলা আলিহী ওয়া আহাবিহী ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।

(১১) فَسَهِّلْ يَا إِلَهِي كُلَّ صَعْبٍ بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْأَبْرَارِ سَهْلٌ سَهْلٌ سَهْلٌ •

اَبَدًا سَوَكِيَارَه ০০০

১১। পাচাহ হিল ইয়া ইলাহী কুল্লে ছাবিন বেহোরমতে ছাইয়্যাদিল আবরার
ছাহ্‌হিল ছাহ্‌হিল ছাহ্‌হিল- ১১১ (একশত এগার) বার

(১২) اِلٰهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ سُلْطَانِ سَيِّدِ شَيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ

جِيلَانِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اَبَدًا سَوَكِيَارَه ০০০

১২। এলাহী বিহুরমতে হযরত খাজা ছুলতান ছৈয়দ শেখ আব্দুল কাদের
জিলানী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। ১১১ (একশত এগার) বার

(১৩) يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ يَا كَافِيَ الْمُهِمَّاتِ اَيْتُ سُوْكَياَرِه ٭ ٭ ٭

১৩। ইয়া কাদিয়াল হাজাত, ইয়া কাফিয়াল মুহিম্মাত-১১১ (একশত এগার) বার

(১৪) يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ يَا شَافِيَ الْأَمْرَاضِ اَيْتُ سُوْكَياَرِه ٭ ٭ ٭

১৪। ইয়া কাদিয়াল হাজাত, ইয়া শাফিয়াল আমরাদ-১১১ (একশত এগার) বার

(১৫) يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ يَا رَافِعَ الدَّرَجَاتِ اَيْتُ سُوْكَياَرِه ٭ ٭ ٭

১৫। ইয়া কাদিয়াল হাজাত, ইয়া রাফিয়াদ দরজাত-১১১ (একশত এগার) বার

(১৬) يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ يَا دَافِعَ الْبَلِيَّاتِ اَيْتُ سُوْكَياَرِه ٭ ٭ ٭

১৬। ইয়া কাদিয়াল হাজাত, ইয়া দাফিয়াল বালিয়াত-১১১ (একশত এগার) বার

(১৭) يَا رَدَّ الْبَلِيَّاتِ كُلِّ شَيْءٍ يَأْتِيهِ اَيْتُ سُوْكَياَرِه ٭ ٭ ٭

১৭। ইয়া রাদ্দাল বালিয়াত, কুল্লে শাইয়িন এয়াছ- ১১১ (একশত এগার) বার

(১৮) بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝ اَيْتُ سُوْكَياَرِه ٭ ٭ ٭

১৮। বেরাহমাতিকা এয়া আর হামার রাহিমীন। ১১১ (একশত এগার) বার

(১৯) اَللّٰهُمَّ اٰمِيْن ۝ اَيْتُ سُوْكَياَرِه ٭ ٭ ٭

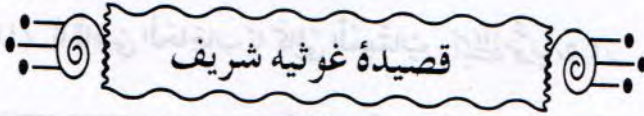
১৯। আল্লাহুমা আমীন। ১১১ (একশত এগার) বার

(২০) يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ اَيْتُ سُوْكَياَرِه ٭ ٭ ٭

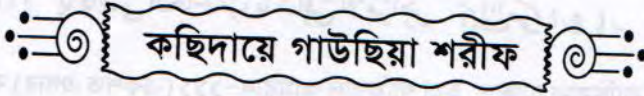
২০। এয়া রাব্বাল আলামীন ১ (এক) বার।

(২১) يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ بِالْخَيْرِ اَيْتُ سُوْكَياَرِه ٭ ٭ ٭

২১। এয়া মুজিবাদ দাওয়াত বিল খায়ের-১১১ (একশত এগার) বার



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আচ্ছালাম আয় নূরে চশমে আশ্বিয়া
আচ্ছালাম আয় বাদশাহে আউলিয়া ।

سَقَانِي الْحَبِّ كَأَسَاتِ الْوَصَالِ ☆ فَقُلْتُ لِحَمْرَتِي نَحْوِي تَعَالِ

১। ছাক্কানিল হুব্বু কা'ছাতিল বিছালী,
ফাকুলতু লিখামরাতি নাহ্‌ভী তা-আলী ।

سَعَتْ وَ مَشَتْ لِنَحْوِي فِي كُنُوسِ ☆ فَهِمْتُ بِسُكْرَتِي بَيْنَ الْمَوَالِ

২। ছা'আত্‌ওয়া মাশাত্‌ লি নাহ্‌ভী ফি কুউছিন,
ফাহিমতু বি ছুকরাতি বাইনাল মাওয়ালী ।

فَقُلْتُ لِسَانِي الْأَقْطَابِ لُمُؤَا ☆ بِحَالِي وَأَدْخُلُوا أَنْتُمْ رِجَالِ

৩। ফাকুলতু লিছায়েরিল আকতাবে লুম্মু,
বিহালী ওয়াদ্‌ খুলু আনতুম রিজালী ।

وَهُمُؤَا وَ أَشْرَبُوا أَنْتُمْ جُنُودِي ☆ فَسَاقِي الْقَوْمِ بِالْوَأْفَى الْمَلَالِ

৪। ওয়া হাম্মু ওয়াশরাবু আনতুম জুনুদী,
ফাছাকীল, কাওমে বিল ওয়াফি মালালী ।

شَرِبْتُمْ فَضْلَتِي مِنْ بَعْدِ سُكْرِي ☆ وَلَا نَلْتُمْ عَلَوِي وَ اتِّصَالِ

৫। শারিবতুম ফুদলাতী মিম্‌ বা'দি ছুকরী,
ওয়ালা নিল তুম্‌ উল্‌ব্বী ওয়াত্তেছালী ।

مَقَامُكُمْ الْعُلَى جَمْعًا وَ لَكِنَّ ☆ مَقَامِي فَوْكُم مَازَالَ عَالٍ

- ৬। মকামুকুমুল উলা জামাআও ওয়ালাকিন,
মকামী ফাউকাকুম মা ঝালা আ'লী।

أَنَافِي حَضْرَةِ التَّقَرُّبِ وَحَدِيثِ ☆ بَصْرِفَتِي وَحَسْبِي ذُو الْجَلَالِ

- ৭। আনা ফি হজরাতিত্ তকরীবে ওয়াহদী,
ইউছাররিফুনী ওয়া হাছবী যুল জালালী।

أَنَا الْبَارِئُ أَشْهَبُ كُلِّ شَيْخٍ ☆ وَمَنْ ذَا فِي الرَّجَالِ أُعْطِيَ مِثَالِ

- ৮। আনাল বা বিউ আশহাবু কুল্লা শাইখিন,
ওয়া মান্জা ফির রিজালে উ'তা মিছালী।

كَسَانِي خَلْعَةً بِطَرَارِ عَزْمٍ ☆ وَتَوَجَّيْتُ بِتَيْجَانِ الْكَمَالِ

- ৯। কাছানী খিল্ আতান্ বিতারাজি আজমিন,
ওয়া তাওয়াজানী বিতীজানিল কামালী।

وَاطْلَعْنِي عَلَى سِرِّ قَدِيمٍ ☆ وَقَلَّدْنِي وَاعْطَانِي سُؤَالَ

- ১০। ওয়া আত্লাআনী আলা ছিররিন ক্বাদীমিন,
ওয়া ক্বাল্লাদানী ওয়া আ'তানী ছুআলী।

وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا ☆ فَحَكِمْتِي نَافِذِي كُلِّ حَالِ

- ১১। ওয়া ওয়াল্লা নী আলাল আক্ তাবে জামআন,
ফা হুক্মী নাফিজুন ফী কুল্লি হালী।

وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بَحَارٍ ☆ لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ

- ১২। ওয়ালাউ আল্ কাইতুছিররী ফি বিহারীন,
লাছা-রাল কুল্লু গাওরান ফিজ্ জাওয়ালী।

وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ ☆ كَدَكْتُ وَاخْتَفْتُ بَيْنَ الرِّمَالِ

- ১৩। ওয়ালাউ আলকাইতু ছিররী ফী জিবালীন,
লাদুক্বাত ওয়াখ তাফাত্ বাইনার রিমালী।

وَكُلَّ الْقَيْتِ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ ☆ لَحَمَدَتْ وَانْطَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالٍ

- ১৪। ওয়ালাউ আলকাইতু ছিররী ফাউকা নারিন,
লাখামাদাত ওয়ান্ তাফাত মিনছিররে হালী।

وَكُلَّ الْقَيْتِ سِرِّي فَوْقَ مَيْتِ ☆ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالٍ

- ১৫। ওয়ালাউ আলকাইতু ছিররী ফাউকা মাইতিন,
লাক্কামা বিকুদরাতিল মাওলা তা'আলী।

وَمَا مِنْهَا شَهْرٌ أَوْ دَهْرٌ ☆ تَمُرُّو تَنْفُضِي رَأَى آتَالٍ

- ১৬। ওয়ামা মিন্‌হা শুহরান আউ দুহরান,
তামুরুর ওয়াতানক্কাদী ইল্লা আতালী।

وَتُخَيِّرُنِي بِمَا يَأْتِي وَيَجْرِي ☆ وَتُعَلِّمُنِي فَأَقْصِرُ عَنْ جِدَالِي

- ১৭। ওয়াতুখ্ বিরনী বিমা এয়া'তী ওয়া ইয়াযরী,
ওয়া তু'লিমুনী ফা আকছির আন জিদালী।

مُرِيدِي هُمْ وَطَبَّ وَاشْطَحَ وَغَنَى ☆ وَافْعَلْ مَا تَشَاءُ فَلَا سِمَ عَالٍ

- ১৮। মুরীদী হিম ওয়াতিব ওয়াশতাহ ওয়াগান্নি,
ওয়া ইফআল মা তাশাউ, ফাল ইছমু আলী।

مُرِيدِي لَا تَخَفِ اللَّهُ رَبِّي ☆ عَطَانِي رِفْعَةً نَلْتُ الْمَنَالِ

- ১৯। মুরীদী লা তাখাফ্ আল্লাহ্ রাব্বী,
আতানী রিফ আতান নিলতুল মানালী।

طَبَّيْتُ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ دُقْتُ ☆ وَشَاوُسُ السَّعَادَةِ قَدْ بَدَلِ

- ২০। তুবুলী ফিচ্ছামায়ে ওয়াল আরদে দুক্বাত,
ওয়া শাউছুচ ছাআদাতে কাদ বাদালী।

يَلَاؤُ اللَّهِ مَلِكِي تَحْتَ حُكْمِي ☆ وَوَقْتِي قَبْلَ (قَبْلِي) قَلْبِي قَدْ صَفَالِ

- ২১। বিলাদুল্লাহে মুলকী তাহতা হুকমী,
ওয়া ওয়াক্তী কাবলা (কাল্বী) কাদ ছফালী।

نَظَرْتُ إِلَى بِلَادِ اللَّهِ جَمْعًا ☆ كَخَرَدَلَةٍ عَلَى حَكِيمٍ اتِّصَالَ

২২। নাজারতু ইলা বিলাদিদ্দাহে জামআন,
কা খারদালাতিন আলা হুক্মিগেছালী।

وَكُلُّ وَلِيٍّ عَلَى قَدِيمٍ وَآتِيٍّ ☆ عَلَى قَدِيمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ

২৩। ওয়াকুল্লু ওলিয়্যিন আলা কদমিন ওয়া ইন্নী,
আলা কদমিন নবী বদরিল কামালী।

مُرِيدِي لَا تَخَفْ وَإِشْفَانِي ☆ عَزُومٌ قَاتِلٌ عِنْدَ الْقِتَالِ

২৪। মুরীদী লা তাখাফ ওয়াশিন ফা-ইন্নি,
আজুমুন ক্বাতিলুন ইনদাল কিতালী।

دَرَسْتُ الْعِلْمَ حَتَّى صِرْتُ قُطْبًا ☆ وَنِلْتُ السَّعَادَ مِنْ مَوْلَى الْمَوَالِ

২৫। দারাছতুল ইলমা হাত্তা ছিরতু ক্বুতবান,
ওয়া নিলতুছাদ মিন্ মওলাল মাওয়ালী।

فَمَنْ فِي أَوْلِيَاءِ اللَّهِ مِثْلِي ☆ وَمَنْ فِي الْعِلْمِ وَالتَّصَرُّفِ حَالِ

২৬। ফামান ফি আউলিয়া ইল্লাহি মিছলী,
ওয়া মান্ ফিল এলমে ওয়াত্ তছরীফে হালী।

كَذَا رَأَيْتُ الرَّفَاعِيَّ كَانَ مِنْنِي ☆ فَيَسْلُكُ فِي طَرِيقِي وَاشْتَغَالَ

২৭। কাজা ইবনুর রেফায়ী কা-না মিন্নী,
ফাইয়াছ লুকু ফী তরীকী ওয়াশ্ তিগালী।

رَجُلًا رَفِيٍّ هَوَّاجِرِهِمْ صِيَامٌ ☆ وَفِي ظِلِّمِ اللَّيْلِ كَالْأَلِ

২৮। রেজানুল ফি হাওয়াজিরি হিম্ ছিয়ামুন,
ওয়া ফি জুলামিল লায়ালী কাল্ লা আলী।

أَنَا الْحَسَنِيُّ وَالْمَخْدَعُ مَقَامِي ☆ وَأَقْدَامِي عَلَى عُنُقِ الرِّجَالِ

২৯। আনাল হাছানী ওয়াল মাখ্দা'মকামী,
ওয়া-আক্দা-মী আলা উনুকির রিজালী।

وَعَبْدُ الْقَادِرِ الْمَشْهُورِ اِسْمِي ☆ وَجَدْتِي صَاحِبَ الْعَيْنِ الْكَامِلِ
৩০। ওয়া আবদুল কাদেরিল মশহুরে ইছমী,

ওয়া জন্দী ছাহেবুল আইনিল কামালী।

أَنَا الْجَيْلِيُّ مُجِيَّ الدِّينِ اِسْمِي ☆ وَأَعْلَامِي عَلَى رَأْسِ الْجِبَالِ
৩১। আনাল জীলী মুহিউদ্দিন ইছমী,

ওয়া আ'লামী আলা রা'ছিল জিবালী।

تَقَبَّلْنِي وَلَا تَرُدُّدْ سَوَالِي ☆ أَغْنَيْ سَيِّدِي أَنْظُرْ بِحَالِ
৩২। তাকাব্বালনী ওয়ালা তারদুদ ছু আলী,

আগিছনী সৈয়েদী উনজুর বিহালী।

فَحَلِّلْ يَا إِلَهِي كُلَّ صَعْبٍ ☆ بِحَقِّ الْمُصْطَفَى بَدْرِ الْكَامِلِ
৩৩। ফাহাল্লিল এয়া এলাহী কুল্লা ছা'বিন,

বেহাক্কিল মোস্তফা বদ্রিল কামালী।

কছিদায়ে গাউছে মাইজভাগুরীয়া

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

صد مہر حاصل علی غوث خدا پیدا ہوئے ÷ جان جہان و قبلہ اہل صفایا پیدا ہوئے

- ১। ছাদ মারহাবা ছাল্লি আলা' গাউছে খোদা পয়দা হ-য়ে,
জানে জাহাঁ ওয়া ক্বিব্লা-য়ে আহলে ছফা-পয়দা হ-য়ে।

صدمہ خاورشید عرشِ اعتلا پیدا ہوئے ÷ عالم میں اب تو جلوۂ شانِ خدا پیدا ہوئے

- ২। ছাদ্ মারহাবা খোরশীদে আরশে-ই'তেলা পয়দা হু-য়ে,
আলম্-মে আবতু জালওয়া-য়ে শানে খোদা পয়দা হু-য়ে।

اب گلشن دنیا میں سرواجتا پیدا ہوے ÷ عالم میں اب شمع شبستان ہدا پیدا ہوئے

- ৩। আব্গোল্ শনে দুনিয়া মে ছিররে ওয়া ইজ্তাবা পয়দা হু-য়ে,
আলম্ মে আব্ শম্-য়ে-শাবিস্তানে হুদা পয়দা হু-য়ে।

جس نازنین کے ایک کرشمہ دو جہاں میں بالیقین ÷ وہ شاہ تخت عشوہ و ناز واداپیدا ہوئے

- ৪। জিস্না-জনীন কে এক কিরিশ্মা দো-জাঁহামে বিল্-ইয়াক্বীন,
ওয়ে শাহে তখ্ত উশুওয়া ওয়া-নাযো আদা পয়দা হু-য়ে।

جنگلی ترنما میں سدالوح و قلم تھے عرش و فرش ÷ عالم میں اب وہ شہ گل باغ منا پیدا ہوئے

- ৫। জিন্‌কী-তামান্নামে ছদা লৌহো ক্বলম্ আরশো ফরশ,
আ-লম্ মে আব ওয়ে শাহে গোল্ বাগে মিনা পয়দা হু-য়ে।

دووں جہاں پائے مبارک کا ہے جنکی کنش اب ÷ عالم میں اب وہ شاہگل باغ مناسپدا ہوئے

- ৬। দো-নো জাহাঁ পায়ে মুবারক কা-হে জিন্‌কী কফ্‌শ আব,
আ-লম্ মে উয়ে সোল্‌ত্বা-নে মুল্‌কে ই-তেলা পয়দা হু-য়ে।

دس نبی کے زندگی جنکی نظر کافیس ہے ÷ عالم میں اب وہ روح دین مصطفیٰ پیدا ہوئے

- ৭। দ্বী-নে নবী-কে জিন্দেগী জিন্‌কী নজর কা ফয়েজ হে,
আলম্ মে আব্‌ উয়ে রুহে দ্বীনে মুস্তাফা পয়দা হ-য়ে।

৮। ফয়জে নজরছে জিন্‌কী হুতী হে রওয়া হা-জাতে খাল্‌কু,
আব আ-লমে দনিয়ামে উয়ে হাজত রওয়া পয়দা হু-য়ে।

৯। আদনা নজর ছে জিনকে হল্লে মশকিলাতে খল্কে হো,
আব আ-লমে দনিয়া মে মশকিল কোশা পয়দা হু-য়ে।

১০। জিন্কা ওয়াজুদে আ-লম্ এক ক্বত্ৰা-হে বাহরে জুদ-কা,
আব আলমে দনিয়ামে উয়ে বাহরে ছখা পয়দা হ-য়ে।

১১। জিন্‌কী নজরকী ফয়েজ ছে দিল মুরদাগাঁ জিন্দা হু-য়ে,
আ-লম মে আবউয়ে ঈসা মজেজ নমা পয়দা হু-য়ে।

১২। জিন্কে কদ্ জীবা-পেহ্ জীবা হয়্য কাবায়ে গাউছিয়ত,
আব-আ-লমে দনিয়ামে উয়ে ছাহেবে কুবা পয়দা-হু-য়ে।

১৩ জিন্কে রোখ্ রোখশাঁ-ছে অলম্ মুনাওয়ার হোঁ ছদা,
আব-আ-লমে দনিয়া মে উয়ে শামশোদোহা পয়দা হু-য়ে।

১৪। জব্ আ-মদ্ আ-মদ কী ছদা কা গোল্ গোলা বর পা-হুয়া,
আ-য়ে বেশারত আরশ-ছে শময়ে হুদা পয়দা হু-য়ে।

১৫। ছালে বেলাদত্কী জু-দিল্‌মে ছুছকী মক্‌বুল-নে,
জব মজাদা-য়ে আউলিয়া গাউছে খোদা পয়দা-হু-য়ে।

১৬। বে-ছাখতাহ জিব্রাইল-নে মুজদাহ ছুনা-য়ী ইচ্-ত-রেহ,
পছ ক্বিব্লা-য়ে জানে কা'বা ছিরে খোদা পয়দা হ-য়ে। (১২৪৪ হিজরী)

آفتاب عرش عز و اعلیٰ پیدا ہوئے ÷ صورت انسان میں سر خدا پیدا ہونے

১৭। আ-ফ-তা-বে আরশে ইজ্জো ই'তেলা পয়দা হু-য়ে,
 ছুরতে ইনছা-ন মে ছিররে খোদা পয়দা হু-য়ে।

آرزو میں جنکے تھے چرخ برین و عرش و فرش ÷ آج وہ شاہ گل باغ مناپیدا ہوئے

১৮। আ-র-জু-মে জিন্কে থে ছরখে-বরী আরশো পরশ,
আ-জ উয়ে শাহে গোল বাগে মিনা পয়দা হু-য়ে।

انہاں میں فخر جن کا کرتے تھے احمد رسول ÷ آج ہی وہ زبدۂ اہل صفایا پیدا ہوئے

১৯। আশ্বিয়া মে ফখরে জিন্কা করতেথে আহমদ রাছুল,
আ-জ-হী-উয়ে যুবদা-য়ে আহলে হুফা পয়দা হু-য়ে।

رہشک سے جتنکے پڑا تھا سہمہ سے موٹیں داغ ÷ آج دنیا میں وہ رہشک انبیاء پیدا ہوئے

২০। রিশ্ক-ছে জিন্কে পড়া থা'ছী-না-ছে মোমী দাগ,
আ-জ-দুনিয়ামে উয়ে রিশ্কে আখিয়া পয়দা হু-য়ে।

اولیائے وقت جنگی داغ خدمت کار کہیں ÷ آج وہ سرد فتر کل اولیا پیدا ہوئے

২১। আউলিয়া-এ-ওয়াক্ত জিন্কা দাগে খিদমত্ কা রাখ্হী,
আ-জ্ উয়ে ছিররে দপ্তরে কুল্ আউলিয়া পয়দা হু-য়ে।

جنکی برکت سے زمین و آسماں قائم رہیں ÷ آج وہی قیوم ارض و سما پیدا ہوئے

২২। জিন্কা বরকত ছে জমী-ওয়া-আ-হেমা ক্বায়েম রহী,
আ-জ-ওয়াহীকাই-যুমে আরদো-ছমা পয়দা হু-য়ে।

جتنے لطف عام سے اکدم میں حاجت ہو روا ÷ آج دنیا میں وہی حاجت روا پیدا ہوئے

২৩। জিন্‌কী লোত্‌ফে আ-ম্‌ছে এক দমমে হাজত হো-রওয়া,
আজ-দুনিয়া-মে ওয়াহী হা-জত রওয়া পয়দা হু-য়ে।

- اک نظر سے بکشت خاک بختی ہے زر ÷ عالم دنیا میں اب وہ کیما پیدا ہوئے
- ۲۸۔ ایک نجرز جینکے مشقے خاکے بنب جاتی-ہے یز،
آ-لمے دنیا میں آے اب اے کیما پیدایا-ہے۔
- بکے نور و رخسار سے جہاں پر نور ہوں ÷ آج عالم میں وہی شمع ہدی پیدا ہوئے
- ۲۹۔ جینکے نورے رو-ہے روخشان-ہے جہاں پور نور ہوں،
آ-ج-آ-لم-مے ویاہی شام-ہے ہدا پیدایا-ہے۔
- فکر تھا سال ولادت کی دل مقبول میں ÷ عالم دنیا میں جب غوث خدا پیدا ہوئے
- ۳۰۔ فیکرے آ-ہا-لے بےلا-دک کی دل ماکبول میں،
آ-لمے دنیا میں آے اب گاڈھے خودا پیدایا-ہے۔
- جبرئیل و عرش و کرسی بول انھیں بالاتفاق ÷ کعبہ جاں غبطہ اہل ہدی پیدا ہوئے
- ۳۱۔ جبرائیل ویا آرشو-کورہی بول اٹھ ہی بیل-ہے غفک،
کا-با-آ-جا گیتا-آ-آہلے ہدا پیدایا-ہے۔ (۱۲۸۸ ہجری)

ফজায়েলে মিলাদ

হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হইতে মহান নেয়ামত। এই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার অন্যতম মাধ্যম হইতেছে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্‌যাপন। আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন, “হে হাবীব! আপনি বলুন, আল্লাহর দয়া এবং রহমতকে কেন্দ্র করিয়া তাহারা (আপনার উম্মতেরা) যেন আনন্দ উদ্‌যাপন করে এবং এইটাই হইবে তাহাদের অর্জিত সব কর্মফলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।”

হাদিসে কুদসীর মধ্যে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “ওগো আমার হাবীব! আপনাকে আমার জিকির করিয়াছি; অতঃপর যাহারা আপনাকে জিকির করিবে, তাহা আমারই জিকির হইবে।” ইহাতে সাব্যস্ত হইলো যে, নবীর জিকির-ই আল্লাহর জিকির। আর এই জিকির জশ্‌নে জুলসে ঈদে মিলাদুন্নবী সহ আরো অন্যান্য এবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে আদায় হয়। পবিত্র কোরআনের বাণী :- “যাহারা দাঁড়াইয়া, বসিয়া, শুইয়া বা যেই কোন অবস্থায় খোদাকে স্মরণ করে।” পবিত্র হাদিছ শরীফের বাণী :- হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, “যে ঘরে আল্লাহর জিকির হয়, আসমানবাসীরা ঐ ঘরকে এমন উজ্জ্বল দেখিতে পায় যেমন করিয়া দুনিয়াবাসীরা নক্ষত্ররাজিকে উজ্জ্বল ভাবে দেখিতে পায়।” তিনি আরো ফরমাইয়াছেন, “যখন তোমরা বেহেস্তের বাগানে পরিভ্রমণ কর, তখন উহার ফল ভোগ করিও।” সাহাবীগণ আরজ করিলেন, বেহেস্তের বাগান কি এবং উহার ফল কি? তিনি উত্তর করিলেন জিকিরের মাহফিল এবং যেখানে জিকির করা হয়।

আল্লামা শেহাবুদ্দীন আহমদ বিন হাজরুল্ হায়তমী শাফেয়ী (রহঃ) তাঁহার প্রণীত “আন্ নে’মাতুল কুবরা আলাল্ আলম ফি মাওলেদে ছাইয়েদে ওল্‌দে আদম” নামক কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন; খলীফাতুল মুসলেমীন হজরত আবু বক্কর হিদ্দিক (রাঃ) মিলাদ ঐর ফজিলত সম্পর্কে এরশাদ করিয়াছেন, “যে ব্যক্তি হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) ঐর মিলাদ পাঠ করার জন্য একটি মাত্র “দিরহাম” খরচ করিবে সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হইবে।”

আমীরুল মোমেনীন হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) বলিয়াছেন “যে ব্যক্তি হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) ঐর মিলাদকে উচ্চ মর্যাদা দান

করিয়াছে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই ইসলামকেই জীবিত করিল।”

খলীফায়ে রাশেদা হজরত ওসমান (রাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, “যে ব্যক্তি হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) ঐর মিলাদ পাঠ উপলক্ষে একটা মাত্র “দিরহাম” খরচ করিবে, সে ব্যক্তি যেন ঐতিহাসিক “বদর” ও “ছুনায়ন” ঐর যুদ্ধদ্বয়ে অংশগ্রহণ করিয়াছে।”

শাহেন্ শাহে বেলায়ত হজরত আলী (কঃ) এরশাদ করিয়াছেন, “যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবী (সঃ) উদ্দেশ্যে এই উৎসবকে মর্যাদা দিয়াছে, সে ব্যক্তি ঈমান সহকারেই পৃথিবী হইতে মৃত্যুবরণ করিবে এবং বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।” হজরত হাছান বহরী (রহঃ) বলিয়াছেন, “যদি আমার নিকট উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকিত তবে তাহাও আমি হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) ঐর মিলাদ শরীফ উপলক্ষে খরচ করিতাম।”

হজরত জো'নাইদ বাগদাদীর (রহঃ) মতানুসারে— “যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবী (সঃ) মাহফিলে হাজির হয় এবং তাহার মর্যাদাকেই প্রাধান্য দেয়, সে ব্যক্তিই সফল ঈমানদার।”

হজরত মা'রুফে করবী (রহঃ) ঐর অভিমত হইলো, “যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবী (সঃ) উপলক্ষে পানাহারের আয়োজন করিবে, মুসলিম ভাইদের একত্রিত করিবে রোজ কেয়ামতে প্রথম শ্রেণীর নবীদের এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সাথে তাহার হাশর হইবে।”

ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী (রহঃ) বলিয়াছেন, “যে ব্যক্তি সামান্য লবণ, গম বা অন্য কোন খাদ্যবস্তু নিয়া মিলাদ পাঠ করিবে নিশ্চয়ই তাহাতে এবং তদসংশ্লিষ্ট সব কিছুতে বরকত হয়। কেননা সেই খাবার ততক্ষণ পর্যন্ত অস্থিরতায় থাকে যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা তাহার ভক্ষকের গুণাহ ক্ষমা করিবেন। যদি পানির উপর মিলাদ পাঠ করা হয় আর সে পানি যদি কেউ পান করে, তবে তাহার অন্তরে এক হাজার নূর ও রহমত প্রবেশ করিবে; তাহার অন্তর হইতে এক হাজার বিদ্বেষ, রোগ ও সংকীর্ণতা দূরীভূত হইয়া যাইবে। আর সে অন্তর যেইদিন মৃত্যু বরণ করিবে সেইদিন বহু অন্তরের মৃত্যু হইবে।”

ইমাম শাফেয়ীর (রহঃ) অভিমত হইলো, “যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবী (সঃ) উপলক্ষে মুসলিম ভাইদের একত্রিত করিবে, খাবার তৈরী করিবে, কোন স্থানে সভার আয়োজন করিবে এবং তাহাতে কোন এবাদত সম্পন্ন করিবে রোজ কিয়ামতে “ছিদ্দীকীন, শোহদা ও ছালেকীনের” (আল্লাহর নিকট যাহাদের উচ্চ মর্যাদা রহিয়াছে) সাথেই সে ব্যক্তির হাশর হইবে। আর তাহাদের সাথেই সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।”

হজরত ছিররে ছাখতী (রহঃ) এরশাদ করিয়াছেন, “যে ব্যক্তি কোন স্থানে “মিলাদ” পাঠের ইচ্ছা করিল, সে প্রকৃত পক্ষে বেহেশতের বাগান সমূহের একটা বাগানেই মিলাদ পাঠের ইচ্ছা করিল। কেননা সে স্থানে মিলাদ পাঠের ইচ্ছা পোষণে শুধু হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) ঐর মুহাব্বত বা ভালবাসারই প্রাধান্য ছিল।” হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) আরো এরশাদ করিয়াছেন, “যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসিবে সে ব্যক্তি বেহেশতে আমার সাথেই থাকিবে।”

শ্রেষ্ঠতম মুফাচ্ছিরে কোরআন আল্লামা জালাল উদ্দীন ছুয়ুতী (রহঃ) “আল-ওয়াছাইল ফি শারহিশ শামাঈল” নামক কিতাবে লিখিয়াছেন- “যে ঘরে, মসজিদে, বা মহল্লায় মিলাদুন্নবী (সঃ) উদযাপন করা হয় সে ঘর, মসজিদ বা মহল্লাবাসীর উপর ফেরেশতাগণ ঘেরাও দিয়া রাখেন এবং ঐ মহল্লাবাসীর উপর ফেরেশতাগণ মাগফেরাত কামনা করেন, আল্লাহতায়াল্লা তাহাদের প্রতি রহমত ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। অতঃপর যাহারা নূর নিয়া প্রদক্ষিণ করেন অর্থাৎ হজরত জিব্রাইল (আঃ), হজরত মিকাইল (আঃ), হজরত ইসরাফিল (আঃ) ও হজরত আজরাঈল (আঃ) মিলাদুন্নবী (সঃ) উদযাপনকারীর উপর মাগফেরাত প্রার্থনা করেন।”

আল্লামা ইবনে জাযরী মুহাদ্দিছ শাফেয়ী (রহঃ) তাহার মৌলুদুন্নবী নামক কিতাবে লিখিয়াছেন- “অর্থাৎ-পবিত্র মক্কা শরীফ, মদীনা শরীফ, মিশরী, ইয়েমেনী, সিরিয়াবাসী তথা সমগ্র পূর্ব-পশ্চিম আরববাসীগণ মিলাদুন্নবী (সঃ) ঐর মাহফিল আয়োজন করেন, রবিউল আউয়াল মাসের আগমনে আনন্দ উৎসব করেন, উত্তম গৌরবময় কাপড় পরিধান করেন, বিভিন্ন ধরনের তৈল-সুগন্ধি ব্যবহার করেন; চোখে সুরমা লাগানো হয়, এইদিনে তাহারা খুশীতে থাকেন, সামর্থ অনুযায়ী মানুষকে দান করেন ও খুবই ভক্তি-শ্রদ্ধার সাথে মিলাদুন্নবী (সঃ) পাঠ শ্রবণ করিয়া থাকেন। এই মিলাদুন্নবী (সঃ) উদযাপনের মাধ্যমে তাহারা বড় ধরনের প্রতিদান অর্জন করেন। এইদিন গুলিতে যা পরীক্ষিত হিসাবে প্রমাণিত তাহা হইতেছে নিরাপদে অধিক খায়ের বরকত, রিজিকের প্রশস্ততা, সম্পদ ও সন্তান বৃদ্ধিসহ দেশ, শহর, নগর, গ্রামে, ঘরে স্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জিত হয় মিলাদুন্নবী (সঃ) ঐর বরকতে।”

“মাজমাউল বিহার” নামক কিতাবে প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ মুহাম্মদ তাহের (রহঃ) বলিয়াছেন “মিলাদুন্নবী (সঃ) ঐর মাস এমন একটি মাস যাহাতে আমাদেরকে আদেশ করা হইয়াছে যে, আমরা যেন প্রতি বছর এই মাসে আনন্দ-উৎসব (ঈদ) পালন করি।”

“আদদুররুচ্ছামীন ফি মুবাশ্ শিরাতিন্নাবীঈল আমীন” নামক গ্রন্থে হজরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) তাঁহার পিতা শাহ আবদুর রহীম মুহাদ্দিছ দেহলভীর একটি ঘটনা বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন, “শেখ আবদুর রহীম দেহলভী (রহঃ) বলিয়াছেন “আমি প্রত্যেক বছর মিলাদুননী (সঃ) ঐর দিনগুলিতে হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) ঐর প্রতি মুহাব্বতের সম্পর্ক বজায় রাখার উদ্দেশ্যে খাদ্য তৈরী করিতাম। অতপর এক বছর আমার নিকট এমন কোন অর্থ-সম্পদ ছিলনা যাহাতে এর দ্বারা আমি খাদ্য তৈরী করিতে পারি। অতপর আমি নিরুপায় হইয়া খাদ্য হিসাবে খোসা বিশিষ্ট চনাবুট তৈরী করিলাম। মিলাদ শরীফ শেষে তাহা আমি উপস্থিত জনতার প্রতি বন্টন করিয়া দিলাম। ইহাতে সেই রাতে হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) ঐর সাথে আমার সাক্ষাৎ লাভ হয়। আমি তাঁহাকে দেখিলাম আনন্দ ভরা হাস্য-উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট হইয়া আমার তৈরীকৃত চনাবুট সামনে নিয়া তিনি বসিয়া আছেন।”

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে তাঁহার পেয়ারা হাবিব (সঃ) ঐর পবিত্র মিলাদ মাহফিল ও জিকির মাহফিল আয়োজনের মাধ্যমে মহান নেয়ামতে কোব্রার মালিক হওয়ার তাওফিক আতা করুন। আমিন।।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

মিলাদ শরীফ ও তাওয়াল্লুদ শরীফ

আউজো বিল্লাহে মিনাশ শায়তানির রাজিম।

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

আলহামদু লিল্লাহী নাহমাদুহু ওয়া নাছতায়িনুহু ওয়া নাছতাগফিরুহু ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া না তাওয়াক্কালু আলাইহী। ওয়া নাউজুবিল্লাহী মিন্ গুরুরী আনফুছিনা ওয়ামিন ছায়্যাআতী আমালিনা মাই ইয়াহদিহীল্লাহু ফালা মুদিলা লাহু ওয়া মাইয়্যদলিলহু ফালা হাদিয়া লাহু। ওয়া নাশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারিকা লাহু ওয়া নাশহাদু আন্বা মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাছুলুহু। মা-কানা-মোহাম্মদুন আবাবাহ্দিম-মির্ রেজালিকুম ওয়ালা কিন রাছলুল্লাহে ওয়া খাতেমান নাবি-ঈন। ওয়া কানাল্লাহু বেকুল্লেখাই-ইন-আলিমা। ইল্লাল্লাহা ওয়া মালায়েকাতাহু ইউ ছাল্লুনা আলানুবী। এয়া আইয়ুহাল্লাজিনা-আমানু ছাল্লু আলাইহে ওয়া ছাল্লেমু তছলিমা। ছাল্লাল্লাহু আলা ছাইয়েদেনা ওয়া নাবিয়েনা ওয়া মওলানা মুহাম্মদ ওয়ালিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া বারেক ওয়াছাল্লাম। ৩ বার

আল্লাহুমা ছাল্লে আ'লা ছাইয়েদেনা মওলানা মুহাম্মদ

ওয়ালা আলে ছাইয়েদেনা মওলানা মুহাম্মদ।।

মজেছি তোমার প্রেমে, স্বর্গ সুখ চাহিনা।

কি করিব স্বর্গ সুখে, তোর ভাবেতে দিওয়ানা।। -ঐ

বালাখানা ছর দলে, চাহিব না চক্ষু তুলে।

তোমার দামান তলে, দাসগণের ঠিকানা।। -ঐ

তাপীমন প্রিয়ার কাছে প্রেম তাড়না আর কেঁদনা।

প্রেম শাস্ত্রে নিষেধ আছে নয়ন জলে আর ভাসাইওনা।। -ঐ

চরণ সেবা শ্রদ্ধা হলে থাকিও ধৈর্যতা বলে।

প্রিয়ার চরণ দেখিবারে নয়ন তুলে তাকাইও না।। -ঐ

প্রেম দোষের দোষী পাইলে প্রেম কাঠারী দিবগলে।

প্রেম ঘাটে বলি দিতে হস্তপদ হেলাইওনা।। -ঐ

রক্ত নদী বহি গেলে প্রিয়ার দামান তলে।

সাবধানে কাটা শিরে রক্ত কভু ছিটিওনা।। -ঐ

কোরআন শরীফ ভিত আছে এই প্রেমরীত ।

হজরত ইছমাইল নবীর কোরবানী মন ভুলিও না ।। -এ

প্রেম শাস্ত্র খেলা নয় সাবধানে প্রাণ দিতে হয় ।

এমাম হোসাইনের খেলা দাস হাদী ভুলিও না ।। -এ

পরশ মণি নুরের খনি দেলাওর হোসাইন মওলানা ।

ভাণ্ডারের রাজ সিংহাসনে বসে আছেন দেখনা ।। -এ

মাইজভাণ্ডার খোদার দরবার খোদার বান্দায় বুঝে না ।

গাউছিয়তের সিংহাসনে এমদাদুল হক মওলানা ।। -এ

ছালাতুন এয়া রছুলান্নাহ আলাইকুম ।

ছালামুন এয়া হাবিবান্নাহ আলাইকুম ।।

যে মাহজুরী বর আমদ জানে আলম ।

তারাহাম ইয়া রাসুলান্নাহ তারাহাম ।। -এ

না আখের রাহ্মাতুল্লিল আলামীনী ।

যে মাহরুমা চেরা গাফেল নশীনী ।। -এ

বতন দর পুশে আশর বোয়ে জামা ।

বসর বর বন্দ কাফুরী আমামা ।। -এ

নছিমাজানেব-এ বতহা গুজুর কুন ।

জে আহওয়ালম হাবিবে রা খবর কুন ।। -এ

তুয়ী সুলতান এ আলম এয়া হাবিবী ।

জে রুইয়ে লুৎফে ছুয়ে মন নজর কুন ।। -এ

দো আলম কেউ নাহো কোরবান উছীপর ।

খোদা ভি হ্যায় রেজা জুয়ে মুহাম্মদ (সঃ) ।। -এ

গাউছুল আজম দরমিয়ানে আউলিয়া ।

চু জনাবে মোস্তফা দর আশিয়া ।। -এ

মা হামা মুহতাজও তু হাজাত রাওয়া ।

আল মদদ আয় গাউছুল আজম সৈয়দা ।। -এ

মুশকিলী আতে বে আদ্বদা রিয়ওমা ।

শাইয়ান লিল্লাহ গাউছে আজম পীরে মা ।। -এ

এয়া রাসুলান্নাহ উনয়ুর হালানা ।

এয়া হাবিবান্নাহ ইসমা কালানা ।। -এ

মুহাম্মদ মোস্তফা জানে খোদা কো ।

খোদা জানে মুহাম্মদ মোস্তফা কো ।। -এ

খোদা খোদ হায় খরিদারে মুহাম্মদ ।
 হ্যায় এতনা গরম বাজারে মুহাম্মদ ।। -এ
 কতিলে খন্জরে বোররা নেহি দিল,
 মগর কোরবানে আবরোয়ে মুহাম্মদ (সঃ) । -এ
 করেঙ্গৈ আঘিয়া মাহ্‌শর মে নফ্‌ছি,
 উঠেঙ্গৈ উম্মতি গো এয়া মুহাম্মদ (সঃ) । -এ
 আবু বকর ও ওমর, ওছমান ও হায়দর,
 বেলাশক্ চার হৈঁ ইয়ারে মুহাম্মদ (সঃ) । -এ
 খুজ ইয়াদি এয়া শাহে ভাণ্ডর খুজ ইয়াদি,
 শাইয়ান লিল্লাহ আনতা নূরুন আহমদী ।। -এ
 মুহাম্মদ সরওয়ারে দুনিয়া ও দী হ্যায়,
 মুহাম্মদ বেহতরে কুল আফরি হ্যায় ।। -এ
 মুহাম্মদ সৈয়দে সারদারে কাওনায়ন,
 মুহাম্মদ কাফেলা সালারে কাওনায়ন ।। -এ
 মন্‌ছে গোয়ম শরহে ওয়াছ্‌ফে আঁ-জনাব,
 আফ্‌তাব আস্ত আফ্‌তাব আস্ত আফ্‌তাব আস্ত ।। -এ
 চশ্‌মে রাওশন কুনজে থাকে আউলিয়া,
 তা-ব-বাণী এব্তেদা তা এন্তেহা ।। -এ
 এক জমানা ছোহবতে বা আউলিয়া,
 বেহতর আজ ছ্দ ছালে তা আত বে-রিয়া ।। -এ
 হারকে খাহাদ হাম নশিনী বা-খোদা ।
 উনশিনদ দর হুজুরে আউলিয়া ।। -এ
 বাহকে শাহ আবু ছালেহ লাহরী ।
 শাইয়ান লিল্লাহ আনতা নূরুন আহমদী ।। -এ
 বাহকে গাউছুল আজম শাহে শাহান ।
 মুহাম্মদ আহমদুল্লাহ জানে জানান ।। -এ
 বাহকে কুতুবে আলম গাউছে দাওরান ।
 মওলাজি সৈয়দী মওলায়ে রহমান ।। -এ
 বাহকে শাহ আমিনুল হকে ওয়াছেল ।
 ছোড়া দে হোব্‌বে দুনিয়াছে মেরা দীল ।। -এ
 বাহকে মুরশেদী শাহ দেলাওর ।
 করো আনোয়ার ছে দীলকো মোনাওয়ার ।। -এ

বাহকে হোরমতে জিয়াউল হক কি ।

মুজেহদে আশেকুমে রুহে ছুরকী ।। -এ

বাহকে হোরমতে এমদাদুল হক কি ।

মুজেহদে ইজ্জতে দুনিয়া ও দ্বীন কী ।। -এ

মারহাবা এয়া মারহাবা এয়া মারহাবা ।

রাহমাতুল লিল আলামীনা মারহাবা ।।

জলওয়াগরহো এয়া ইমামাল মোরছালীন ।

জলওয়াগরহো রাহমাতুল লিল্ আলামীন ।।

জলওয়াগরহো আন্নিয়া কে মোক্তদা ।

জলওয়াগরহো আউলিয়াকে পেশওয়া ।।

জলওয়াগরহো ছৈয়দে খাইরুল বসর ।

জলওয়াগরহো আয় মেরে নূরে নজর ।।

জলওয়াগরহো গমজদুঁকি দস্তগীর ।

জলওয়াগরহো হাদী-এ রওশন জমির ।।

জলওয়াগরহো জলওয়ায়ে নূরে খোদা ।

জলওয়াগরহো এয়া মুহাম্মদ মোস্তফা ।।

আছ্ছালাম আয় ছরওয়ারে দুনিয়া ও দ্বীন ।

আছ্ছালাম আয় রাহমাতুল্লিল আলামীন ।।

আছ্ছালাম আয় দস্তগীরে বে কছাঁ ।

আছ্ছালাম আয় চারায়ে দরদে নেহাঁ ।।

আছ্ছালাম আয় কেব্বলা গাহে আহলে দ্বীন ।

আছ্ছালাম আয় বাদশাহে মুরছালীন ।।

আছ্ছালাম আয় পেশওয়ায়ে আন্নিয়া ।

আছ্ছালাম আয় মোক্তদায়ে আউলিয়া ।।

আছ্ছালাম আয় শাহে শাহাঁ আছ্ছালাম ।

আছ্ছালাম আয় জানে জাহাঁ আছ্ছালাম ।।

আছ্ছালাম আয় আন্নিয়াকে পেশোয়াঁ ।

আছ্ছালাম আয় আউলিয়াকে মোক্তদা ।।

আছ্ছালাম আয় মাজহারে আন্ওয়ায়ে হক ।

আছ্ছালাম আয় মাছদারে ইছ্যারে হক ।।

মারহাবা এয়া মারহাবা এয়া মারহাবা ।

গাউছুল আজম মাইজভাগুরী মারহাবা ।।

আপনি হিমমতছে জররা আরশ-কা তারা বনে ।

বে-গুমা ওয়ে বাহরে হিম্মত গাউছে আজম আপহে ।।

আপ কিদর পরজু আয়া উছকু দৌলত মিল্গেয়ি ।

মেরী ছুরওয়াত মেরী দৌলত্ গাউছে আজম আপহে ।।

ছাহেবে নেমত হোওয়ে জিছপর নজর হো আপকি ।

দো-জাহামে মেরী নে'মত গাউছে আজম আপহে ।।

মজহারে আছরারে কুদরত, গাউছে আজম আপহে ।

আয়নায়ে আনওয়ারে ওয়াহদত গাউছে আজম আপহে ।।

মখ্জনে আছরারে রাহমত গাউছে আজম আপহে ।

ছশমায়ে আতওয়ারে হেকমত গাউছে আজম আপহে ।।

মা-য়ারে ফদলো কারামত গাউছে আজম আপহে ।

মা-দনে খাইরো বরকত গাউছে আজম আপহে ।।

খাকে দমমে কিমিয়া বন্তা নজরছে আপকে ।

বে-শক্ব একুছিরে হাকিকত গাউছে আজম আপহে ।।

গরছে মক্বুলে কমিনা, হে গদা দরবার কা ।

দো-জাঁহা কি বাদশাহ্ত গাউছে আজম আপহে ।।

মারহাবা এয়া মারহাবা এয়া মারহাবা ।

গাউছুল আজম মাইজভাগরী মারহাবা ।।

ছেয়দুল কাউনাইনি তাজুল আছফিয়া ।

মুর্শিদুল আ-ফাকি ফাখরুল আউলিয়া ।।

আশরাফুল মাখলুক্কি ফি হাজাজ জামান ।

রাহমাতুল্লিল্ আলামিন জিল্লুল আমান ।।

মাছদারুল আনওয়ারু রাব্বুল আলামিন ।

কিব্লাতুত তাওহিদিলি আহলিল ইয়াক্বীন ।।

ওয়াছ হুছ মিলুল মির অতি লিল ওয়ারা ।

ফিহি ওয়াজ হুলাহিতা আলা ইয়ারা ।।

ক্বাদবদা-আফিল আলামি বাদরিল কামাল ।

যালাবিহি মিনহু-জলামুদ্দালাল ।।

ছেয়দুল আবরারি জুল্-মাজদিল ফাখীম ।

গাউছে মাইজভাগরী জুল ফাদলিল আমীন ।।

মারহাবা এয়া মারহাবা এয়া মারহাবা ।

গাউছুল আজম মাইজভাগরী মারহাবা ।।

বাহরে আঁ সোলতান পাকিস্তান হাজারাঁ মারহাবা ।

খাজায়েমা আহমদুল্লাহ গাউছুল আজম মারহাবা ।।

আজ শাহেন-শাহে মদিনা ইঁ খেতাবশ আমদা ।

আজ জুবানে আউলিয়ায়ে মুজদা চুনা মাছমু সূদা ।।

গাউছুল আজম আঁ শাহে মাইজভাগরী ।

আঁ ছেরাগে উম্মতানে আহমদী ।।

তাজে দু বুদাহ বাদাস্তে ছারওয়ারে পায়গাম্বরান ।

এক নেহাদা বর ছারে শাহ্ আহমদুল্লাহ বে-উঁমান ।।

হাজারান মারহাবা বিরদে জবানম ।

বরায়ে হজরত আহমদ উল্লাহ গাউছুল আজম ।।

ব-মাইজভাগর শোধা আরামে গাহাশ ।

আজিজুল হক ব জানে দিল্ ফেদা আস্ ।।

জিঁ ছব্ব উহ্ গাউছুল আজম দর বেলাদে মশরেকি ।

ফয়জে এয়াবে রাওজা আস্ জ্বিন পরি ও আদমী ।।

বা-খেতাবে বাবা জাঁন কেব্লা শোদা মাশহুরে দাঁ ।

উগুলে আজ বাগে আঁ শাহ্ আহমদুল্লাহ বেগুমা ।।

বুদ উ মজজুবে ছালেক দর মেয়ানে আউলিয়া ।

নুরে চাশমে আহমদুল্লাহ্ গাউছুল আজম মারহাবা ।।

ইউসুফে ছানি বেলাশাখ বুদদার আখের জমান ।

মজহারে নুরে খোদা উরা বেদানি বেগুমা ।।

মারহাবা এয়া মারহাবা এয়া মারহাবা ।

গাউছুল আজম মাইজভাগরী মারহাবা ।।

আচ্ছালাম-আই আ-ছেমানে মা'রেফত ।

আচ্ছালাম আই শম্য়ে আরশ মুকরামাত্ ।।

আচ্ছালাম আই-আ-ফে-তাবে গাউছিয়ত ।

আচ্ছালাম আই মাহে-তাবে কুত্বিয়ত ।।

আচ্ছালাম আই নুরে জাতে আহাদিয়ত ।

আচ্ছালাম আই-আ-য়ে-না-এ-মাহবুবিয়ত ।।

আচ্ছালাম আই-নুরে চশ্মে আশিয়া ।

আচ্ছালাম আই-বাদে-শাহে-আউলিয়া ।।

আচ্ছালাম আই মুক্তাদা-এ-আছ্‌ফিয়া ।
 আচ্ছালাম আই পে-শওয়া-এ-আত্কিয়া ।।
 আচ্ছালাম আই মাছদারে ফয়জে আতাম ।
 আচ্ছালাম আই মাজহারে হেলমো-করম ।।
 আচ্ছালাম আই রাহমাতুল্লাহ আল্ হাকীম ।
 আচ্ছালাম আই নে'মেত উল্লাহ-আল্ করিম ।।
 আচ্ছালাম আই-ইশকে-তু ঈমানে মন ।
 আচ্ছালাম আই দরদে তু দরমানে মন ।।
 আচ্ছালাম আই দরগা-হত মা-ওয়া-য়ে মন ।
 আচ্ছালাম আই আ-ছে-তানত জায়ে মন ।।
 আচ্ছালাম আই-রাজে ওয়াহ্দাত্ আচ্ছালাম ।
 আচ্ছালাম আই ছিরে কছরত আচ্ছালাম ।।
 আচ্ছালাম আই, রা-হা-তে মন্ আচ্ছালাম ।
 আচ্ছালাম আই, নে'মতে মন্ আচ্ছালাম ।।

এয়ানি বারবী তারিখ রবিউল আউয়ালকো পীরকে দিন ব-ওয়াক্তে ছোব্‌হে
 ছাদেক জনাবে সৈয়দে কাওনাইন সুলতানে দাওরাইন আহমদ মোজতবা
 মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াছাল্লাম হাজারো জাহ ও জালাল্‌ছে
 দৌলত ছাড়ায়ে একবালমে জহুর এজলাল ফরমায়া । জেহে নছিব কে হাম
 ছেয়া বক্তোকো দৌলতে তশরিফ আওয়ারিছে মালামাল ফরমায়া ।

ফাছ তাওয়াল্লোদ হো গৈয়ি খায়রুল আনাম ।
 ওয়াছতে তাজিমকে কর্না হ্যায় কেয়াম ।।

অথবা,

ফেরেস্তা কি ছালামী দেনে ওয়ালী ফওজগাতীথি ।
 হজরতে আমেনা ছুনতি থি ইয়ে আওয়াজ আতিথি ।।

অথবা,

আরশ্‌ কুরছি জুক্ রাহা হ্যায় তাজিমে আহমদ কে লিয়ে ।
 উঠ খাড়া হো মোমেনু তোম তছলিমে আহমদ কে লিয়ে ।।

এয়া নবী ছালাম আলায়কা ।

এয়া রছুল ছালাম আলায়কা ।

এয়া হাবিব ছালাম আলায়কা ।

ছালাওয়া তুল্লাহ্ আলায়কা ।।

তালায়াল্ বদরু আলাইনা,

মিন ছানিয়াতিল বিদায়ি,

ওয়াজাবাশ শুকরু আলাইনা,

মাদায়া লিল্লাহিদ্দাঈ ।

আশরাকাল বাদরু আলাইনা,

ওয়াখতাফাত মিনহুল বুদুরু,

মিছলাহু-নিক্‌মা রাআইনা,

কাত্তু এয়া ওয়াজহাছ ছুরুরী ।

আনতা শামছুন আনতা বাদুরুন,

আনতা নুরুন ফাওকা নুরী,

আনতা ইক ছিরু ওয়াগালী,

আনতা মিছবাহুছ ছুদুরী ।

এয়া হাবীবী এয়া মুহাম্মদ,

এয়া আরুছাল খাফি-কাইনি,

এয়া মুয়াইয়াদ এয়া মুমাজ্জাদ,

এয়া ইমামাল কিব্লাতাইনি ।

মাইয়ারা ওয়াজ হাকা ইউছয়াদ,

এয়া করিমাল ওয়ালিদাইনি,

হাউ দুকাছ ছাফিল মুবাররাদ,

বিরদুনা ইয়াওমান নুশুরী ।

ওয়াছালা ওয়াতুল্লাহি আলা আহমদ,

ইদ্দাতা আহরুফিছ ছুতুরি,

আহমদুল হাদী মুহাম্মদ,

ছাহেবুল ওয়াজহিল মুনীরী ।

বখ্তকা ছমকে ছেতারা, হাজেরীকা-হো ইশারা ।
দেখকর রওজা পেয়ারা, পের কহে খাদেম তোমহারা ।।
রহমতুকে তাজওয়ালে, দোজাঁহা কে রাজ ওয়ালে ।
আরশ কী মেরাজ ওয়ালে, হাম আছিয়ো কে লাজ ওয়ালে ।।
জান কর কাফী সাহারা, লেলিয়া হায়দর তোমহারা ।
হলককে ওয়ারিছ খোদারা, পারহো বেড়া হামারা ।।
জলওয়ায়ে খাইরিল বশরহো, উনকাদর আওর মেরাছর হো ।
ইছ জাঁহাছে জব ছফর হো, ছবজ গোম্বাদপর নজর হো ।।
বাহরে ইছইয়া মে ছফিনা, আ-গেয়া মুশকিল হ্যায়জীনা ।
পরহো-নেকাক্করিনা, হো আতা শাহে মদীনা ।।
আজ তোফাইলে গাউছে আজম, বাদশা-হে হার দো-আলম ।
ছদকা-এ-ইমাম আজম, দুরহো সব্বীকে রজ্জওগম ।।
নবী না হয়ে দুনিয়ায়, না হয়ে ফেরেশতা খোদার ।
হয়েছি উম্মত তোমার, এইজন্য শোকর লাখে বার ।।
তুমি যে নূরের রবি, নিখিলের ধ্যানের ছবি,
তুমি না এলে দুনিয়ায়, আঁধারে ডুবতো সবি ।।
তোমারই নূরের আলোকে, জাগরণ এলো ভুলোকে,
গাছিয়া উঠলো বুলবুল, ফুটলো কুসুম পুলকে ।।
মাখ্জানে আছরায়ে ছীনা, এলম ও হেকমত কা খজীনা ।
নুরছে মা'মুর ছীনা, মেশ্কেছে বেহতর পছীনা ।।
নাইয়্যারে বুরজে রেছালত, গাউহারে দরজে নবুওয়াত,
মোজেবে বাহরে হাকীকত, শাফীয়ে রোজে কেয়ামত ।।
এয়া নবী হক্কে দুলারে, ছারে আলমকে পেয়ারে,
আশেক তোমপর জাঁ নেছারে । ছালাওয়া.....
তোমহো মোখতারে দো-আলম, তোম খালীকে খালকে আজম ।
তোম-হো মাহবুবে মোকাররম । ছালাওয়া---
এয়া মুহাম্মদ নাম পেয়ারা, আরশ পর হক্কে পুকারা ।
ছাচ্ছ পয়গাম্বর হ্যায় হামারা । ছালাওয়া----

এয়া গাউছু ছালাম আলায়কা,

এয়া মুর্শিদ ছালাম আলায় কা,

এয়া হাবিব ছালাম আলায় কা,

ছালাওয়া তুল্লাহ্ আলায় কা ।।

গাউছুনা ল্ ফাউয়ুলাদাইকা,

নাহ্-নু-মুকবিলুন আলাইকা,

ফা-ছালাতুল্লাহি আলাইকা,

বিত্তাওয়া তুরি ওয়াত্ তাওয়ালী ।।

এয়া হাবী-বাল্লাহিল্ আ-লী,

এয়া খালীলা জিন্-নাওয়ালী,

ফাছালামুনা আলাইকা,

ফিল্ হালি ওয়াল্ মা-আ-লি ।

আন্তা গাউছুল্লাহিল্ আজম্,

আন্তা ক্বত্বুল লাহিল্ আফ্খম্,

আন্তা ফারদুল্লাহিল্ আকরাম্

খাইরুমা ক্ব-দামিন তা-আ-লী ।

আন্তা ক্বিব্লাতুল মুরামি,

আন্তা কা'বাতুল্ মহামি,

আন্তা ছাহিবুল ম-ক্বামি,

আন্তা ছা-ঈরিল রাহিলি ।

আন্তা লিল্ জামী-ই-হা-দী,

লিল্ ম-বাদী ওয়াল্ মা-আ-দী,

আন্তা নুরন্ লিল্ ফা-ওয়াদী,

আন্তা মাহমুদুল খেছালী ।

আমালে মকবুলীয়া ফি ফয়উজাতে গাউছিয়া

৯৭

আন্তা গাউছুনাল মু-আয্-যম,

আন্তা ক্বত্বুনাল মু-কার্রাম,

আন্তা ফারদুনাল মু-ফাখ্-খম,

আন্তাল্ মাওলা লিল্ মা-ওয়ালী ।

এয়া হুদাল্লিল মোত্তাকিনা,

এয়া আমিরুল মোমেনিনা,

এয়া ইমামুল মুছলেমিনা,

এয়া মছিহ্লিল্ আলিলী ।

আন্তা মাদানুহ-ছাখা-ই,

আন্তা মাখ্জানুল ওয়া ফা-ই,

আন্তা মাম্ বা-উল্ হায়া-ই,

আন্তা মাহ্দারুল্ কামালি ।

আন্তা ছাহিবুল মকারিম্,

আন্তা রাহমাতুল আ-ওয়ালিম্,

আন্তা মাজ্হারুল মা-রাহিম্,

আন্তা জুল মাজ্দিল্ মা-আ-লী ।

আন্তা ক্বিবলাতুল মক্বাহিদ্,

ফা-ইলাইকা নাছ্-ঈ-নাহ্ফিদ্,

আন্তা ফিল্ কাউনাই মাক্বছাদ্,

আন্তা মা-লিকুল্ মাক্ববুলি ।

নাইয়্যারে বুরজে বেলায়ত্,

গাওহারে দরজে গাউছিয়াত্,

মোজেবে বাহরে হাকিকত্,

শাফীয়ে রোজে কেয়ামত্ ।

ঘেরনে ওয়ালে কো উঠহালো,
মরণে ওয়ালো কো বাঁচা লো,
কয়েদ-ছে হামকো ছোড়-হালো,
আহমদী নামে বোলালো ।

দ্বারেতে হাজির ভিখারী,
তুমিহো পাপীর কাণ্ডারী,
তুমিহো মুক্তির দিশারী,
হায়-শাহে গাউছে ভাণ্ডারী ।

মদিনার নূরের নিশানা,
ভাণ্ডারে তাঁহার আস্তানা,
মোহরে বেলায়তে খজিনা,
তোমার প্রেমে জগত দেওয়ানা ।

প্রেমিকের প্রেমের দিশারী,
পাপী-তাপির কাণ্ডারী,
ভাণ্ডারে নূরের ছবি,
গাউছুল আজম শাহ আহমদী ।

মোরশেদী শাহ দেলাওর,
তুয়ি হ্যায় আউলিয়ে ভাণ্ডার,
তুয়ি হ্যায় আউলিয়ে ছরদার,
মেরী দিল কর মনোওয়ার ।

হজরতের নয়নের মনি,
ভাণ্ডারের নূরের খনি ।
ইমামে হোসাইনে ছানী,
প্রেমিকের অন্তরজামী ।

গাউছিয়তের নূরের খনি,
কুতুবিয়তের পরশ মনি,
ভাণ্ডারের নূরের খনি,
এমদাদুল হক নূরের নিশানি ।

শ্রেমিকের নয়ন পুতলী,
রহমতের দুয়ার খুলি,
দাও দাসে কদমের ধুলী,
ছালাওয়া -----
দেখিয়া তোমার নূরীতন,
আশেকের হরে যায় প্রাণ,
হয়ে যায় কদমে কোরবান ।

ছালাওয়া -----
অস্তিমে কবরে হাসরে,
ভুলনা ভুলনা দাসেরে,
রাখিও স্মরণ সবারে ।
ছালাওয়া -----
যা দেখি ভবে নিরালা,
তোমারী নূরে উজালা,
কহিব কি শানে মওলা
ছালাওয়া -----

এয়া রবে ছল্লে ওয়াছল্লেম দায়েমান আবাদান
আলা নবীয়েকা খায়রে খলকেকা কুল্লেহিম ।
ভেজ এয়ারব মেরে দরুদ ওয়া ছালাম বরগুজিদা
নবীপর আপ্নে মোদাম ।
আপকে দরগাহ মে আদনা গোলাম,
কমছে ভীহু কমতর গোলামুঁকা গোলাম ।।
বালাগাল উলা বেকামালিহি,
কাশাফাদ দোজা বেজামালিহি,
হাছানাত জমিউ খেছালিহি,
ছাল্লু আলাইহে ওয়ালিহি ।
জমিন ও যম্মা তোমারে লিয়ে,

মকীন ও মকাঁ তোমার লিয়ে,
 চুনি ও চুনা তোমারে লিয়ে,
 বনে দুজাহাঁ তোমারে লিয়ে ।।
 দাহান মে জবাঁ তোমারে লিয়ে,
 বদন মে হ্যায় জাঁ তোমারে লিয়ে,
 হাম আয়ে ইহাঁ তোমারে লিয়ে,
 উঠেভী ওয়াহা তোমারে লিয়ে ।।
 আরশ্ কুর্ছি তোমারে লিয়ে,
 লাহ্ কলম্ তোমারে লিয়ে,
 জমিন ও আছমান তোমারে লিয়ে,
 ছারা জাঁহান তোমারে লিয়ে ।।
 মুশকিল জু ছেরপে আ'পড়ী,
 তেরেহী নামছে লড়ী,
 রহমত ভরা তেরা নাম,
 তুঝপর দরুদ আউর ছালাম ।।
 তেরী আদা আদায়ে হক,
 তেরী রেজা রেজায়ে হক,
 ওহীয়ে খোদা তেরা কালাম,
 তুঝপর দরুদ আউর ছালাম ।।
 শোক্রে খোদায়ে মুহাম্মদী,
 হামকো বানায়া উম্মতী,
 কিছ্‌কো মিলা ইয়ে মরতবা,
 ছল্লে আলা মুহাম্মদীন ।।
 আরশকো রোত্বা তব্ মিলা,
 জিছনে ক্বলম্‌ছে লওহপর,
 ছেরকো বুকাকে ইয়ে লেখা,
 ছল্লে আলা মুহাম্মদীন ।।
 ছাদ মারহাবা ছাল্লে আলা গাউছে খোদা পয়দা হয়ে ।
 জানে জাঁহা ও কেবলায়ে আহ্‌লে ছাফা পয়দা হয়ে ।।
 দীনে নবীকে জিন্দেগী জিন্‌কী নজরকা ফয়জ হ্যায় ।
 আলমমে আব উহ্‌ রুহে দীনে মোস্তফা পয়দা হয়ে ।।
 আদনা নজরছে জিনকী হাল্লে মশ্কিলাতে খালাক হো ।
 আব আলমে দুনিয়ামে উহ্‌ মুশকিল কোশা পয়দা হয়ে ।।

ফয়জে নজরছে জিনকী হোতি হ্যায় রওয়া হাজাতে খলক ।

আব আলমে দুনিয়ামে উহ্ হাজত রওয়া পয়দা হয়ে ।।

আল্লাহুমা ছাল্লে আ'লা ছায়েদেনা মুহাম্মদ ।

নাবিয়েনা শফীয়েনা, মওলানা মুহাম্মদ ।।

রুখছারছে বুরকা'কো জরা পরদাহ্ উঠা দো ।

লিল্লাহে মুখে হুছনে খোদা দাদ দেখা দো ।।

মাই দুর হোঁ মজবুর হোঁ, আয় ছায়েদে আলম ।

দীদার দেখাতে নেহী আওয়াজ ছুনা দো ।।

হো আবরে করম হুদকায়ে হোছাইন ইবনে আলীকা ।

পেয়াছা হোঁ মুখে শরবতে দীদার পিলা দো ।।

দুন্ইয়া কী ভি আওর দীন কী ভী আপনী করম ছে ।

বিগড়ী হয়ী বাতোঁ কো মেরী আচ্ছা বানা দো ।।

গাউছে মাইজভাগরী মুজহে সরবত পেলা দাও ।

তিষ্ গিয়ে দিল্ কো মেরে-আছ ভূজা দাও ।।

পরওয়ানা ছা হাজের হ্যায় তেরা-বন্দায়ে শায়দা ।

শোওলায়ে শময়ে রোখে নুরছে জ্বালা দাও ।।

এয়াতু মুজহে এক্কেকী-মাকুল মে লেজাকর ।

খঞ্জরে আবরুছে মেরে জান কো উড়া দাও ।।

বেছরো ছামান খাড়া হ্যায় ছগে দরবার ।

এক্কেকী দরিয়ামে মেরে কিস্তি লাগা দাও ।।

তছকিন করো দিল্ কো মেরে-গাউছে দো আলম ।

শায়দা কো তেরে পায়ে মোবারক-পর লুটা দাও ।।

আফছরে লাহত হো তোম-মালেকে মলকুত ।

ইন সব্কা তামাসা মুজেহে-আয় মাওলা দেখা দাও ।।

আহমদে বেমিম তুজহে-কাহতা হোঁ ওয়াল্লাহ ।

মিমকি পর্দা কো মেরে-ভিতু উঠা দাও ।।

হাদীয়ে শায়দা কো তেরে-জবত নেহি আওর ।

লিল্লাহে মুজেহ শরবতে দীদার-পেলা দাও ।।

জিকির

হাছবী রখি জাল্লালাহ-মাফি কাল্বী গাইরুল্লাহ ।

নূর মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ-লাইলাহা ইল্লাল্লাহ ।।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

মোনাজাত

ফজলেকর্ এয়া রব্ মুহাম্মদ মোস্তফা কে ওয়াস্তে ।
 সৈয়্যদে কওনাইনে শাহে আফিয়া কি ওয়াস্তে ।।
 এয়া এলাহাল আলামিন এ আরজ কর মেরে কবুল ।
 এছতাজেব হা জা দোওয়ায়ি মোস্তফা কি ওয়াস্তে ।।
 দূর কর রঞ্জে দীলি হ্যায় ছখ্ত মুঝকো বেকলি ।
 উছ শাহে ছিদ্দিকে আকবর বাছাফাকে ওয়াস্তে ।।
 ফজলকে হাত উঁছে মুজকো মেওয়ায়ে মকছুদ কেহ্লা ।
 উছ ওমর ফারুকে আদেল বেরিয়াকে ওয়াস্তে ।।
 দো জাঁহামে হজরতে ওছমান কে রোছে মুজেহ ।
 মত খজল কি জিউ মুঝহে ছাহেব হায়াকে ওয়াস্তে ।।
 বারগাহে আলীমে তেরে হ্যায় মেরে ইয়ে এল্তেজা ।
 হল্পে মুশকিল হো মেরি মুশকিল কোশাকে ওয়াস্তে ।।
 বুলবুলে বাগে মদিনা কোররাতুল আইনে রছুল ।
 ইয়ানি বিবি ফাতেমা খায়রুল্লাহাকে ওয়াস্তে ।।
 দে খুশি দিলকো মেরে ছরছাবজে কর নখলে মোরাদ ।
 উছ হাছান খাস্তা জেগর ছাহেব লেওয়াকে ওয়াস্তে ।।
 হার তরফছে ফউজে গমনে আকে ঘেরা হ্যায় মুঝে ।
 দে পানাহ্ এয়া রব্ শাহিদে কারবালাকে ওয়াস্তে ।।
 কওনে তুজবিন দাদে ইছ্ আজিজকে দেবে এয়া খোদা ।
 জুদতর ফরিয়াদরছ জয়নুল আবাকে ওয়াস্তে ।।
 ম্যায় বহত হয়রান হো কর রহম কি মুঝপর নজর ।
 বাকের ও জাফর আলী ওয়া মুছা রেজা কি ওয়াস্তে ।।
 মুছায়ে কাজেম তাকি ও বানাকি ও আসকরি ।
 আউর এমামে মাহ্দিয়ে পীরে হুদাকে ওয়াস্তে ।।
 এয়া এলাহী! ছব উঠালে দরদ ওয়ান্দোহ কা বোঝ ।
 গাউছুল আজম মাইজভাগুরী রাহনামাকে ওয়াস্তে ।।

মুনাজাতে মকবুলীয়া-ব-এলতেজায়ে গাউছে মাইজভাগারীয়া (১)

আয় দেলবরে মাহেলকা-মেরে তরফ কো দেখনা ।
 বাহরে রছুলে মোস্তফা-মেরে তরফ কো দেখনা ।।
 আয় সৈয়দী, আয় মুর্শেদী-মোখতারে গঞ্জে-ই-জাদী ।
 মাই হৌ গদায়ে বেনওয়া-মেরে তরফ কো দেখনা ।।
 আদনা ছগে নাপাক হৌ-বেতাবে দিল হয়রান হৌ ।
 বাহরে বতুলে বা ছফা-মেরে তরফ কো দেখনা ।।
 মজরুহে দিল সুরীদা সের-হাজের হায় আব দরবারে পর ।
 বাহারে আলীয়ে মরতুজা-মেরে তরফ কো দেখনা ।।
 পায়ে মোবারক পর ছদা-জান ইছ ছাগে নাপাক কা ।
 বাহরে হাছান হোবে ফেদা-মেরে তরফ কো দেখনা ।।
 আরমানে দিল্ মকবুল হৌ-দিওয়ানা ছের মকুল হৌ ।
 বাহারে শহীদে কারবালা-মেরে তরফ কো দেখনা ।।
 খুনে ছের মকুলছে মেহেদী-লাগাও শাওখছে ।
 পায়ে মোবারক আপকা-মেরে তরফ কো দেখনা ।।
 হাদীকা দিল্ বেতাব হায়-জিনা বহত দিশওয়ার হায় ।
 সরবত পেলাদে ছাকিয়ে-মেরে তরফ কো দেখনা ।।

মুনাজাতে মকবুলীয়া-ব-এলতেজায়ে গাউছে মাইজভাগারীয়া (২)

এয়া সৈয়দচ্ছাদাত, এয়া মাওলন্ মওয়ালী মোহতরম ।
 জেয়নাকা বিল কলবিচ্ছকীম, ওঞ্জোর এলায়না বিল করম ।।
 এয়া গাউছুল আজম লিল্ অরা, এয়া কুতুবুল আকতাবচ্ছরা ।
 এয়া কেবলাতাল কাওনায়ন, এয়া মোক্তারাল্লওহে ওয়াল কলম ।।
 আন্তুম আজলুল কদরে, ফিসসানীইল জালালে ওয়াল জামাল ।
 এয়া নায়েবল খত্মির রাছুল, এয়া মন্সাবেল ফয়েজিল আতম ।।
 এয়া সৈয়দী কুন্তো গরিকান, ফি বেহারিল এবতেলা ।
 ওঞ্জোর এলাইনা আতেফান ওয়াদরেক, বে আলতাকিল কেদম ।।
 এয়া সৈয়দী মনলি ছওয়াকা আছতাগিচহ্ বাকিয়ান ।
 ইজ কুন্তো মগবুরুম সদায়েদ ওল মছায়েব ওয়াল আলম ।।

মাওয়া ওয়া মল জায়ুন লনা, এয়া মওলা মাইজভাণ্ডারো না ।
এরহাম বিহালে আবদেকাল মিছকী করিমিন বিন্দম ।।

মুনাজাতে মকবুলীয়া-ব-এল্তেজায়ে গাউছে মাইজভাণ্ডারীয়া (৩)

ফরিয়াদরছ তুব বিন্ নেহি-মওলা মেরে ফরিয়াদ ছুন,
ছোলতানে দিঁ শাহে জমিঁ-মওলা মেরে ফরিয়াদ ছুন ।
মকছুদে তন্ মতলুবে জাঁ, মাহকুমে তু ছারা জাঁহা,
মোশ্কেল কোশায়ে আজিজী, মওলা মেরে ফরিয়াদ ছুন ।
ময় হোঁ ওয়হ্ মজলুমে দাহার, আফছুর দা দিল গুরিদা হর,
মজরুহে দিল আন্দোহগী, মওলা মেরে ফরিয়াদ ছুন ।
হার চন্দ মঁই দরদর ফেরা, বিন্তেরে কুয়ি দোছরা,
মেরী তরফ তক্তা নেহি, মওলা মেরে ফরিয়াদ ছুন ।
তাকায় বদিঁ আওয়ারগী ছাহতা রহোঁ বেচারগী,
আজ বাহারে গাউছুল আলমিঁ, মওলা মেরে ফরিয়াদ ছুন ।
তেরে করিমে বেনওয়া বাছোজ দিল্ দরপরখাড়া,
বাহরে শফীউল মজনেবী, মওলা মেরে ফরিয়াদ ছুন ।

মুনাজাতে মকবুলীয়া-ব-এল্তেজায়ে গাউছে মাইজভাণ্ডারীয়া (৪)

আয় পানাহে বেকছানো খেজরো রাহে গোমরাহাঁ ।
ভুলাকো জল্দী নেকালো ওয়াদীয়ে পোরখারছে ।।
জান বখসী কেউ নপাওঁ আয় শাহে জোল মজদো আফ ।
কউন কব খালি ফেরা তেরে ছখী ছরকারছে ।।
বাগমে তেরে যু আয়ে ফুলছে দামন ভরে ।
খালী দামাঁ লে চলে হাম কেয়া তেরে গোলজারছে ।।
আরজু-য়ে আচলমে আখের হুই ওমরে আজিজ ।
কহতে যাওঁ দাস্তানে গম কিছগম খারছে ।।
তালেবে রহমত করিমে বেনওয়াকি এল্তেজা ।
গাউছুল আজম আউলীয়া উল্লাহ্ কে ছরদারছে ।।

মুনাজাতে মকবুলীয়া-ব-এল্‌তেজায়ে গাউছে মাইজভাণ্ডারীয়া (৫)

গাউছুল আজম বমনে বেছরুছামা মদদে ।

কেব্‌লায়েদী মদদে কাবা ইমা মদদে ।।

ছিজ্‌দা বেতাব হে হ্যায় কেব্‌লায়ে কাবা মদদে ।

কল্‌বে মোঝ তরহে হাকিকতকে মছল্লা মদদে ।।

আপনী হাছন্তী কি কছম, জাতে হো খায়রুল কি কছম ।

মেরী উমমিদ হো পুরি হ্যায় শাহে ভাণ্ডার মদদে ।।

আলহামদু পড়হেকে, গাউছে ভাণ্ডার গিয়াচ্ছ ছকলাইন ।

দরদো জাকের হে পড়হা, নোক্তায়ে ছিনা মদদে ।।

আরজী হ্যায় বা আদবছে হালতে আব তরমেরী ।

কেবলায়ে কাউনাইনে হজরত গাউছে মাইজভাণ্ডারে ।।

আতশে হিজরত মে জলকর চশ্‌মে পূরনাম দিল কাবা ।

আবজেরা শয়লাব করদে সরবতে দিদারছে ।।

এমদাদকুন এমদাদকুন আজ রনজ ওগম আজাদকুন ।

দর দীন ও দুনিয়া শাদকুন এয়া গাউছুল আজম দস্তগীর ।।

মুশ্কিলাতে বে-আদাদ দারিমে-মা ।

শাইয়ান লিল্লাহ গাউছে আজম পীরে মা ।।

মা-হামা মোহ্‌তাজতু হাজাত রাওয়া ।

আল মাদাদ এয়া গাউছুল আজম ছৈয়দা ।।

খুজ এয়াদি এয়া শাহে জিলান খুজ এয়াদি ।

শাইয়ান লিল্লাহ আন্তা নুরুন আহমদী ।।

গন্‌জে বখ্‌শে ফয়েজে আলম মোজ্‌হারে নুরে খোদা ।

নাকেছারা পীরে কামেল কামেলারা রাহনুমা ।।

ফয়েজে আতমহোঁ, ছরহে ছদরহো, দরপে খাড়া হে লাকো গোলাম ।

এক নজর হোঁ, লুৎফে করম হো, হাম পর মছিবত বারিহে ।।

গাউছুল আজম জানে আলম দিল বরে জিবাতুয়ি ।

মা'দনে কোর্বে খোদারা গওহারে একতা-তুয়ি ।।

গাউছুল আজম কর মাদাদ মেরী খোদা কি ওয়াস্তে ।

এয়া পীরো লে খবর জল্‌দী মোস্তফা কী ওয়াস্তে ।।

ব-বক্‌কে শাহ্ আবু সৈয়দ মখ্‌জুমী ।

মাদাদ কুন এয়া আবদুল কাদের জিলানী ।।

ব-হক্কে খাজায়ে ওছমান হারুনী ।

মাদাদ কুন এয়া মঈন উদ্দীন নে-চিস্তী ।।

ব-হক্কে শাহ আবু ছালেহ লাহুরী ।

মাদাদ কুন এয়া গাউছুল আজম আহমদী ।।

মুনাজাতে মকবুলীয়া-ব-এল্তেজায়ে গাউছে মাইজভাগুরীয়া (৬)

দর দিলে আশেকছে রাহাত্ গর বেছালে এয়ারে নিস্থ ।

দরদে মন্দে এশকে রা-দারু বজুজ দিদারে নিস্থ ।।

গর বেছালে এয়ারে খাহী দিল মদেহ বা গাউরেউ ।

হার কেউ বা-গাইরে বাশদ্ লায়েকে দরবারে নিস্থ ।।

নফ্ছে তালেব কাইবুয়াদ কুশতাহ্ আমীনে খস্তাহ্ জ্বান ।

বর ছরশ্ গর তেগে এশকে গাউছে মাইজভাগুরে নিস্থ ।।

এশকে বগুজি ওয়াজ খোদ বেজারে শো ।

খাকে পায়ে গাউছে মাইজভাগুরে শো ।।

আগিছনি গাউছে মাইজভাগুর আগিছনি ।

কে হান্তম বন্দায়ে নাছার আগিছনি ।।

তু হান্তিয়ে নুরে মতল্ক গাউছে আলম ।

যে নুরে তু বাহার্ জারু শেনায়ী ।।

তুয়ি কেব্লা তুয়ী কাবা, তু মসজিদ ।

তুয়ি মছজদ ওয়াতু মকছুয়ে মায়ী ।।

কুপা জয়ম্ মেছালেতু ব-আলম ।

জামালেতু জামালে কিব্রিয়ায়ী ।।

মুনাজাতে মকবুলীয়া-ব-এল্তেজায়ে গাউছে মাইজভাগুরীয়া (৭)

গাউছুল আজম কারেমন গরদাদ তাবাহ ।

ছুয়ে মকবুলে খোদ আন্দাজ এক নেগাহ্ ।।

এয়া এলাহী জান্নাতুল ফেরদৌছ উরা কুন আতা ।

ই দোয়া মকবুল খেরদাঁ আজ তোফাইলে মোস্তফা ।।

তার বাতাশ রা বাগে জান্নাত ছাজে আয় রাখে জাহা ।
 ইজ তাবিজ এয়া রব তোফায়লে ছারওয়ারে পয়গাম্বরা ।।
 এয়া মুস্কিল কোশা, এয়া তু হাজাত রাওয়া ।
 এয়া গরীব নেওয়াজে মাইজভাগরীয়া ।।
 দরবারো মে জু হাত উটায় ফয়জ ছেদা মনবরে ।
 খালী দামান লে ছলে হাম কেয়া ছখি দরবারছে ।।
 গাউছুল আজম মাইজভাগরী মদদে ।
 কেব্লা কাবা মুর্শিদ বাবা মদদে ।।
 গাউছুল আজম মাইজভাগরী মদদে ।
 কেব্লা কাবা, হজরত কেব্লা মদদে ।।
 আল गयाছ আয় গাউছে পাকে দোজাহাঁ ।
 আল মদদ আয় পীরে মওলায়ে জম্মা ।।
 আল মদদ আয় কোররতুল আয় নায়নে মন ।
 আল মদদ আয় কেব্লায়ে কাওনায়নে মন ।।

মুনাজাতে মকবুলীয়া-ব-এল্তেজায়ে গাউছে মাইজভাগরীয়া (৮)

এয়া এলাহী এয়া ছামাদি, রহম্ বকুন বর হা'লেমা ।
 দাদরহ্ মাজলুম্ বজানস্ গাউছে পাক মাওলানা ।।
 দরদমান্দ মাজরুহ্‌দেল, সূরীদা হাল আমদ গাদা ।
 কুন করম্ বরহালে জারম, গাউছে পাক মাওলানা ।।
 এয়া আলিমুন্ এয়া হালিমুন্, খাস্তাদেল জার আমদম ।।
 কে কুনাদহ্-দেলরা সাদম, গাউছে পাক মাওলানা ।।
 আয় হাবীবে কিব্রিয়া, জুজতুকাছ গম খারেমান ।
 নিস্ত আন্দর হার দো আলম্ গাউছে পাক মাওলানা ।।
 মবতালা আন্দর মহিবত, গাস্তা মিছকিন্না তাওঁ ।
 দস্তগিরা দস্তগিরম, গাউছে পাক মাওলানা ।।
 মানগরিক্ দর বাহারে হুমাম, তুইগম্ গোছারে মান ।
 খোসদেলা খেস্‌হাল ছাজম, গাউছে পাকে মাওলানা ।।
 গারছে মান্ কাবেনা লায়েক, নিস্তম্ এক রামেতু ।
 ফায়জে আতা, ফজ্লে আম্, গাউছে পাকে মাওলানা ।।

পছ দমে আখের জে গায়েব, এয়া তারা এয়ারি কুনাং।
 বুর্দি জানাস বাইমানাম, গাউছে পাক মাওলানা।।
 আয় খোদায়ে নুরে জানাম, হাস্তি ছামিত মুজিব।
 বে-মুরাদম দেঃ মুরাদম, গাউছে পাকে মাওলানা।।
 হাজত ম্বা তু বরারি, এয়া ছাতারো এয়া গাফ্ফার।
 গর বছে গুমাঃ মিদারম, গাউছে পাক মাওলানা।।
 আজ বারায়ে ভাছলে তুশাম, মুজতেরও হয়রা বছে।
 সরবতে দিদার ববখসম্, গাউছে পাকে মাওলানা।।
 হারছে আমদ দর নেগারম, আজ ফইউজে সায়খেমান।
 জুন তাবাররোক বাহরে আলম, গাউছে পাক মাওলানা।।
 জাদোজে হাদম আজ তোফায়েলে, তু বগাদ মাকবুলে দেল।
 রাদিয়ালাঃ পাদাস জোয়েম, গাউছে পাকে মাওলানা।।
 গরছে নাবোস্তা এবায়ত আমদ আজ ছেরাজেতন্।
 রহমতাৎ কুনাবু কবুলম্, গাউছে পাকে মাওলানা।।
 হাস্ত এমরোজ ইদে আদ হা বরকত পোর কইউজ।
 খত্মে নামাৎ সোদ কেতাবুন, গাউছে পাকে মাওলানা।।

মুনাজাত (শজরা শরীফ)

- খোদাওয়ান্দা মুজ্ছে রাহমতছে আপনে।
- বানা দে এক্কা আপনে দিওয়ানে।।
- ১। খোদাওয়ান্দা বাহকে শাহে মোরছাল।
সে গোণ্ডা কর্দে মেরা গুন্ছায়ে দীল।।
 - ২। খোদাওয়ান্দা বাহকে শাহে মরদান।
মুজ্ছে-অছলাত-ছে আপনে কর তু'শাদান।।
 - ৩। খোদাওয়ান্দা শাহিদে কারবালা ছাঁন।
মহব্বতকে ছুরিছে লে মেরে জাঁন।।
 - ৪। খোদাওয়ান্দা বাহকে জায়নুল আবেদ।
মেরে দীলকো বানাদে আপনা শাহেদ।।
 - ৫। খোদাওয়ান্দা বাহকে বাকেরে হক।
বাতাদে মুঝ্কে আপনা রাজে মতলক।।

- ৬। খোদায়া জাফরে ছাদেক কি খাতের ।
মেরে দীল পর কর্ আপনা ভেদ জাহের ।।
- ৭। খোদায়া মুছায়ে কাজেম কে রোছে ।
দেমাগে জান্ মহাক্‌দে আপ্না বু-ছে ।।
- ৮। খোদায়া হোরমতে আলীরজা কী ।
মুজেহ দে ইজ্জতে দুনিয়া ও দ্বীনকী ।।
- ৯। খোদায়া হোরমতে মারুফ কুরখি ।
মুজেহদে আশেকুমে রুহে ছুরকী ।।
- ১০। ছিররে ছাকতী কে হোরমতছে খোদায়া ।
মুজেহদে এককী আপনে আতায় ।।
- ১১। জোনায়দে পাককি হোরমতে এয়াহক ।
কর আপনে এশ্ক মে আজাদ মতলক ।।
- ১২। খোদায়া হোরমতে শিবলীয়ে ছারওয়ার ।
মুজেহ ওহাদাতছে আপনি বা খবর কর ।।
- ১৩। খোদাওয়ান্দা বাহকে আবদুল আজিজ ।
তেরে ওলফত এনায়েত হো মুজ্‌হে নিজ ।।
- ১৪। খোদাওয়ান্দা বাহকে আবদে ওয়াহেদ ।
ছদা রাখিও মুজেহে দুনিয়ামে জাহেদ ।।
- ১৫। বাহকে বুল ফা'রাহ্ তার তুচি এয়া হক ।
রাহে উশ্‌শাকমে কি জিউ মওয়াফফাক ।।
- ১৬। বাহকে বুল হাছন নেহকারে এয়া রব ।
রাহে উশ্‌শাকমে রাখিও মোয়াদ্দাব ।।
- ১৭। বাহকে বু-ছায়িদে শাহে মখজুম ।
মুজেহে ওয়াছালতছে আপনে কর তু-খাররম ।।
- ১৮। খোদাওয়ান্দা বাহকে গাউছুল আজম ।
মুহিউদ্দীন আহমদ কুতুবে আফখম ।।
- পেলাদিজিও সরাবে এশ্ক আপনা ।
বানাইয়ু এশ্কমে আপনা দিওয়ানা ।।
- ১৯। শাহাবুদ্দিনে ছোহরাওয়াদি কি হোরমত ।
আতাকর্ মুজকো এয়ারব আপনা ওছলাত ।।
- ২০। নেজামে গজনবী কি খাতের আয় হক ।
মুজেহে ওহাদাত মে কর আপনা মোছাদ্দাক ।।
- ২১। বাহকে গজনবী শাহে মোবারক ।
তেরেহি শওক দীলকো হো মোবারক ।।

- ২২। বাহকে শাহ নজমুদ্দিনে আহমদ ।
মুজহে মালুম কর্দে রাজে হরমদ ।।
- ২৩। বাহকে রাহে কুতুবুদ্দিনে বিনা ।
কর আপনে আশেকুঁমে মুজকো দানা ।।
- ২৪। বাহকে শাহে ফজলুল্লাহে বাজেল ।
কর আবাদ একছে আপনা মেরাদীল ।।
- ২৫। বাহকে সৈয়দে মাহমুদে আলী ।
কর আপনি মা ছেওয়াছে মজকো খালী ।।
- ২৬। বাহকে শাহ নাছিরুদ্দিন আহমদ ।
আতাকর মুঝকো এক ওয়ারাজে হারমদ ।।
- ২৭। বাহকে শাহ তকীউদ্দীন আকরম ।
মুজহে তৌহিদছে কর আপনা মোহরম ।।
- ২৮। বাহকে শাহ নেজামুদ্দিন হারওয়ার ।
মুজহে গাফলতছে এয়ারব বা খবর কর ।।
- ২৯। বাহকে শাহে আহলুল্লাহে আগাহ ।
মুজহে দুনিয়ামে কর আপনা হাওয়াখা ।।
- ৩০। বাহকে ছৈয়দে জাফর খোদায়া ।
আতাকর রাজে ওয়াহদাত কি আ'তায় ।।
- ৩১। বাহকে শাহ খলিলুদ্দিনে পোর নূর ।
নাকি জিউ মুজকো মুঝছে কভহি মকদুর ।।
- ৩২। বাহকে শাহে মৌলানায়ে মোন্-এম ।
নাকি জিউ আশেকুঁমে মুজকো নাদেম ।।
- ৩৩। বাহকে শাহ মুহাম্মদ দায়েম আয় হক ।
দেখাদে মুজকো আপনে রাজে মতলক ।।
- ৩৪। বাহকে আহমদুল্লাহ শাহে জিশান ।
মেরে দীলকো কর আপনি এককিকান ।।
- ৩৫। বাহকে শাহ লকিতুল্লাহে মোহুরেম ।
নিকল জায়ে তেরে হি একমে দম ।।
বাহকে কুতুবে আলম শাহ দেলাওর ।
করো আনোয়ারছে দীলকো মোনাওয়ার ।।
- ৩৬। বাহকে শাহ মুহাম্মদ ছালেহে হক ।
মুজেহ্ মালুম কর্দে রাজে মতলক ।।
- ৩৭। বাহকে গাউছুল আজম শাহে শাহান ।
মুহাম্মদ আহমদুল্লাহ জানে জানান ।।

জাঁহামে এক্ষেছে রাখিও দীল আবাদ ।

ছাদা ওয়াছ লাতছে আপ্নাকি জিউ শাদ । ।

বাহকে কুতুবে আলম গাউছে দাওরান ।

মওলাজি ছৈয়দি মওলায়ে রহ্মান । ।

দো আলমমে মুজেহ দে ছোরখরুয়ি ।

মিঠাদে দীলছে মেরে ফিক্রে দোয়ী । ।

বাহকে শাহ আমিনুল হকে ওয়াছেল ।

ছোড়া দে হোবেব দুনিয়াছে মেরা দীল । ।

৩৮ । খোদায়া হোরমতে দেলাওর হোসাইন কি ।

তেরে এশ্ক এনায়েত কর মুঝকো দুনিয়া ও দ্বীনকী । ।

খোদায়া হোরমতে জিয়াউল হক কি ।

মুজেহ দে আশেকুমে রুহে ছুরকী । ।

৩৯ । খোদায়া হোরমতে এমদাদুল হক কি ।

মুজেহ দে ইজ্জতে দুনিয়া ও দ্বীনকী । ।

ওয়া ছাল্লাল্লাহু আলা মাওলানা আহমদ ।

ওয়ামন তা'বায়াল বিল হামদিল মোয়াক্বাদ । ।

মুনাজাত (বারে এলাহী)

পয়গাম্বর-কা রওজা দেখা দে খোদা এয়া ।

দায়ে মাদ্দা আছে মেলা দে খোদা এয়া । ।

শরাবে মোহাব্বত পেলা দে খোদা এয়া ।

মুঝে মস্ত আপনা বানা দে খোদা এয়া । ।

তু আল্‌নী তাজাল্লী দেখা দে খোদা এয়া ।

দায়ে দিলছে পরদা উঠা দে খোদা এয়া । ।

গুণাহৌ কি কিশ্তী ডুবা দে খোদা এয়া ।

তু দরইয়ায়ে রহমত বাহাদে খোদা এয়া । ।

মুঝে খাবে গাফলতছে বাহুয়ে মুহাম্মদ ।

জাগা দে খোদা এয়া জাগা দে খোদা এয়া । ।

ছেরে তা'নয় মেরে বায়াতে মুহাম্মদ ।

তু আপনে হী দারপর বুকা দে খোদা এয়া । ।

মেরা গুণাচায়ে দেল্‌ হাঁয় ওয়াবস্তা হারদম ।

নাছীমে করমছে খেলা দে খোদা এয়া । ।

মুনাজাতে মকবুলীয়া

- ✽ আল্হামদু লিল্লাহে রাব্বিল্ আলামীন। ওয়াচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলা রাছুলিল্ কারীম্। রাব্বানা তাকাব্বাল্ মিন্না ইন্নাকা আনতাছ্ ছামিউল আলীম। ওয়া ছাল্লাল্লাহু তায়্যালা আলা খাইরে খাল্কিহী ওয়া নূরে জাতিহি ছাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া আলিহী ওয়া আছ্হাবিহী আজমাদ্দিন। বি-ফাদ্লে সুব্হানা রাব্বিকা রাব্বিল্ ইয্যাতে আম্মা ইয়াছে ফুন। ওয়া ছালামুন আলাল মুরছালীন। ওয়াল হামদু লিল্লাহে রাব্বিল্ আলামীন। বি-হাক্কে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ।
- ✽ রাব্বানা জালামনা আনফুছানা ওয়া ইল্লাম্ তাগ্ ফির্লানা ওয়া তার্ হাম্না লানা কুনান্না মিনাল খাছেরীন্।
- ✽ রাব্বানা লা-তুযিগ্ ক্বলুবানা বা'দা ইয্ হাদাইতানা ওয়া হাব্বানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান্ ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব্।
- ✽ রাব্বিগ্ফির্ ওয়ার্ হাম ওয়া আনতা খাইরুর্ রাহেমীন। ওয়া আন্তা খাইরুল্ গাফেরীন।
- ✽ রাব্বি আউযুবিকা মিন্ হামাযাতিশ্ শাইয়াতীনে ওয়া আযুবিকা রাব্বি আইয়্যাহ্দেরুন।
- ✽ রাব্বিগ্ফিরলী ওয়ালে ওয়ালেদাইয়া ওয়ালিল্ মু'মিনীনা ইয়াওমা ইয়াক্কুমুল্ হিছাব্।
- ✽ রাব্বানা আতিনা ফিদুন্ইয়া হাছনাতাঁও ওয়া ফিল্ আখেরাতে হাছনাতাঁও ওয়া কেন্না আযাবান্ নার।
- ✽ রাব্বানা তাক্বাব্বাল্ মিন্না ইন্নাকা আনতাছ্ছামিউল আলীম্।
- ✽ আল্লাহুম্মা আনতাছ্ ছালামু ও মিন্কাছ্ ছালামু ওয়া ইলাইকা ইয়াউদুছ্ ছালাম। ফা-হাইয়্যিনা রাব্বানা বিছছালামে ওয়া আদখিল্ন্না ল্ জান্নাতা দারাছ্ ছালাম। তাবারাক্তা রাব্বানা ওয়া তা আলাইকা ইয়া যাজ্ জালালে ওয়াল্ ইক্ৰাম।
- ✽ এয়া গাফ্ফারায় য়ুনুবে ইগ্ফির য়ুনুবি এয়া ছাত্তারাল উয়বে উছতুর্ উয়্বী এয়া আব্বাহ।
- ✽ আল্লাহুম্মা আফেনা মিন্কুল্লি বালা-ইদুনিয়া ওয়া আযাবিল্ আখেরাহ্।
- ✽ আল্লাহুম্মা ইন্নী আছ্আলুকা মিন্ ফাদলিকা আল্লাহুম্মাহ্ তাহ্লী আবওয়াবা রাহ্মাতিকা ওয়াগ্ফিরলী।

- ✽ আল্লাহুমা ইন্নী আছআলুকাল আফওয়া ওয়াল্ আফিয়াতা ওয়াল্ মুআফাতা ফিদ্দিনে ওয়াদ্দুনীয়া ওয়াল্ আখেরাহ্, ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর ।।
- ✽ আল্লাহুমা তাহহির ক্বল্বী আন্ গাইরিকা ওয়া নাক্বির ক্বল্বী বি-নূরে মাহাব্বাতিকা আবাদান্ এয়া আল্লাহ্, এয়া হাইয়্যু এয়া ক্বাইয়্যুমু লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা আছআলুকা আন্ তুহয়ীয়া ক্বল্বী বি-নূরে মা'রফাতিকা আবাদান্ এয়া আল্লাহ্ ।
- ✽ রাক্বানা ইন্নানা আমান্না ফাগ্ফির লানা যুনুবানা ওয়া কেনা আজাবন্নান্ ওয়াকেনা আজাবাল ক্বাবরে ওয়াকেনা আজাবাল হাশ্বরে ওয়াকেনা আজাবা ছাক্বরাতিল মাউতে ওয়াকেনা শাররা মা ক্বাদাইতা রাক্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাছ্ ছামীউল্ আলীম্, ওয়াতুব্ আলাইনা ইন্নাকা আন্তাত্ তাওয়্যাবুর রাহীম ।
- ✽ রাক্বানা ফাগ্ফির্ লানা জুনুবানা ওয়া কাফ্ফির আন্না ছাইয়্যিআতিনা ওয়া তাওয়্যফ্ফানা মায়াল আব্বার ।
- ✽ রাক্বানা ওয়ালা তাহমিল আলাইনা ইছরান কামা হামাল তাছ্ আলান্নাযীনা মিন ক্বাবলিনা । রাক্বানা ওয়ালা তু হাম্মিলনা মালা ত্বাকাতা লানা বিহ্, ওয়া'ফু আন্না ওয়াধ্ফির লানা ওয়াতারহামনা আনতা মাওলানা ফানছুরনা আলল কাওমিল কাফিরীন ।
- ✽ আল্লাহুমা ছাল্লি আলা ছাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি ছাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন্ ছালাতান্ তুনাজ্জীনা বিহা মিন্ জামীইল আহুওয়ালি ওয়াল্ আফাত্ । ওয়া তাক্বদী লানা বিহা জামী আল্ হাজাত্ । ওয়া তুতাহ্বিরুনা বিহা মিন্ জামীইছ্ ছায়্যিআত্ । ওয়া তারফাউনা বিহা ইন্দাকা আলাদ দারাজাত্ । ওয়া তুবাল্লিওনা বিহা আকছাল্ গায়াত্ মিন্ জামীইল্ খাইরাতি ফিল্হায়্যাতি ওয়া বা'দাল মামাত্ । ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর । বিরাহ্মাতিকা এয়া আরহামর রাহিমীন ।
- ✽ আল্লাহুমা গ্ফিরলী ওয়ালে ওয়ালেদাইয়্যা ওয়ালিমাল তাওয়্যাদা ওয়ালে জামীয়িল মো'মেনীনা ওয়াল্ মোমেনাতে ওয়াল মোছলেমীনা ওয়াল মোছলেমাতে আল্ আহইয়ায়ে মিন্হুম্ ওয়াল্ আমওয়াতে বিরাহ্মাতিকা এয়া আরহামার রাহেমীন ।

এলাহী তুবতু মিন্ ক্বুল্লিল মাআছী ।

বি-ইখ্লাছির্ রাজা আল্ লিল্ খালাছী ।।

আগিছনী এয়া গিয়াছাল্ মুস্তাগীছীন্ ।

বি-ফাদলিকা এয়াওমা ইউ'খায়ু বিন্নাওয়াছী ।।

**হরকারে দো আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম
হইতে হৈয়দুনা আবুল বশর হজরত আদম আলা
হিচ্ছালাম পর্যন্ত বংশ তালিকা নিম্নরূপ-**

হজরত রেছালত মাআব মোছতাগনিউল আলকাব হরওয়ারে কায়েনাতে আওয়ালে মখলুকাত আশরাফে বারিয়াত আফজালে মওজুদাত খাতেমুল আন্নিয়া ওয়াল মুরহালিন শফিউল মুজনেবীন রাহমাতুল্লিল আলামীন মকছুদত তালেবীন সুলতানুল আশেকীন মাহবুবে রাব্বুল আলামীন হজরতে আবুল বগশেম আহমদ মুজতাবা মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইবনে তাবদুল্লাহ ইবনে শাইবাতুল হামদ আবুল হারেছ আবদুল মোত্বালেব ইবনে আমা যাহার লকব (উপাধী) হাশেম ইবনে মুগিরা আবদে মানাফ প্রকাশ আবু আবদুশ শামস ইবনে কুশাই যাহার লকব মুজাম্মেয় ইবনে কেলাব যাহার নাম হাকীম বা আরোয়া ইবনে মোররা ইবনে কাআব ইবনে লুয়াই ইবনে গালেব ইবনে ফেহের যাহার লকব কোরাইশ ইবনে মালেক ইবনে নযর (কাহারো মতে তাঁহার উপাধী কোরাইশ) ইবনে কেনানা (কাহারো মতে তাঁহার উপাধী কোরাইশ) ইবনে মোজাইমা ইবনে মুদরেকা যাহার নাম আমের বা ওমর ইবনে ইলিয়াছ ইবনে মুযার ইবনে নেজার প্রকাশ আবু জাময়া বা আবু আয়াদ ইবনে মুয়াদ বা মায়াদ ইবনে আদনান। আদনান পর্যন্ত বংশ তালিকায় কাহারো দ্বিমত নাই। তাঁহার পরে হৈয়েদুনা হজরত আদম আলাইহি ছালাম পর্যন্ত বহু এখতেলাফ বা বিভিন্ন মতামত আছে। যেহেতু রহমতে দু'আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আদনান পর্যন্ত বংশ তালিকা বলার পর থামিয়া যাইতেন। কিন্তু সমস্ত ঐতিহাসিকগণ একমত যে, হৈয়েদুনা হজরত ইসমাইল, হজরত ইব্রাহীম, হজরত নুহ, হজরত ইদ্রিছ, হজরত শীশ আলাইহিমুচ্ছালাম, আদনানগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। এঁরা সকলে জাহেরী কুফরী ও কবিরী গুণাহ হইতে পবিত্র ছিলেন।

আদনান বংশের সরদার ছিলেন তাঁহার প্রসিদ্ধ সন্তান মুয়াদ। তাঁহার প্রসিদ্ধ পুত্র নেজার। নেজার নজর শব্দ হইতে উৎকলিত। যাহার অর্থ অল্প। “তাঁহার কপালে নুরে মুহাম্মদী (সঃ) আলোকিত দেখিয়া মুয়াদ খুশী হইয়া গরীব মিছকিনদের খাবার, লেবাছ এবং পোশাক-পরিচ্ছদ দিয়া খুশি করিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহপাক জাল্লা শানহু আমাকে যে মাওলুদ অর্থাৎ পবিত্র সন্তান দান করিয়াছেন তাঁহার খুশিতে আমি যাহা দান করিয়াছি তাহা অতি সামান্য ও নগন্য; এ কারণে তাঁহার নাম নেজার রাখা হয়। নেজারের আওলাদের মধ্যে সুযোগ্য ছিলেন

সুযার। যাঁহার মাধ্যমে শরীয়তে ইব্রাহীমি প্রসার লাভ করিয়াছিল। সর্ব প্রথম খানায়ে কাবায় উট কোরবানী করার প্রথা তাঁহা হইতে প্রচলিত হয়। তাঁহার সন্তান ইলিয়াছ অনেকের মতে সর্ব প্রথম কাবা ঘরে উটের কোরবানীর প্রচলন করেন। তিনি শরীয়তে ইব্রাহীমির প্রচার ও প্রসার করেন। তাঁহার আওলাদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন মুদরেকা। যেহেতু, তাঁহার দ্বারা বংশের গৌরব বৃদ্ধি পায়, সেহেতু তাঁহাকে মুদরেকা বলা হয়। তাঁহার নামের মধ্যে “হায়ে হাওয়াজ” মুবালাগার জন্য ব্যবহার হইয়াছে। তাঁহার সন্তানদের আরেক জন খোজাইমা। তিনিও বংশের সরদার ও দ্বীনি ইব্রাহীমির প্রচারক ছিলেন। তাঁহার আওলাদের মধ্যে কেনানা বহু গুণের অধিকারী ছিলেন বিশেষতঃ দানশীলতা, সংব্যবহার এমনকি দুর্ভিক্ষের সময় অকাতরে দান করিতেন। শেষ বয়সে নিজ আওলাদদেরকে বহু ওছিয়ত ও নছিহত করিয়া গিয়াছেন। তিনি নুরে মুহাম্মদী (সঃ) এর প্রতি যত্নবান হইয়া স্বজাগ ও সচেতন থাকার কঠোর নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আওলাদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন নাযার প্রকাশ আবু নাযার। কাহারো মতে তাঁহার উপাধি ছিল কোরাইশ। কোরাইশ নাম রাখার কারণ সমূহের মধ্যে—

(১) কোরাইশ সমুদ্রের মধ্যে এক বড় আকারের প্রাণীর নাম। সে সমস্ত মাছ ধরিয়া খায়, কিন্তু কোন মাছ তাহাকে খাইতে পারে না। যখন নাযার সমস্ত আরব জগতের উপর কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিল তখন তাহাকে কোরাইশ উপাধি দেওয়া হয়।

(২) কোরাইশ শব্দ তকরীশ হইতে। যাহার অর্থ তাফতীশ বা সন্ধান করা। নাযারের এই নিয়ম ছিল যে, হজ্জের মওসুমে বহিরাগত লোকদেরকে খোঁজ করিয়া সাহায্য করিতেন; এই কারণে তাঁহার নাম কোরাইশ খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

(৩) কোরাইশ অর্থ কাছাব বা উপার্জন। নাযার অপর গোত্রের লোকজনকে ব্যবসার উদ্দেশ্যে বাহিরে পাঠাইতেন, এই জন্য তাহাকে কোরাইশ নামে আখ্যায়িত করা হয়।

(৪) কোরাইশ শব্দের অর্থ একত্রিত করা। নাযার আপন আওলাদদেরকে আরবের মধ্যে একত্রিত করিয়াছিল তাই এই নামে আখ্যায়িত হইয়াছে।

নাযার মৃত্যুর সময় আপন সন্তানদেরকে একত্রিত করিয়া বহু ওছিয়ত ও নছিহত করার পর মালেককে ওলী আহাদ (স্থলাভিষিক্ত) করিলেন; মালেক ফেহেরকে, ফেহের গালেবকে, তিনি লুয়াইকে তিনি কায়াবকে। তাহার আওলাদের মধ্যে মুররা সু-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জুমার দিন কোরাইশদেরকে একত্রিত করিয়া মূল্যবান গুরুত্বপূর্ণ উপদেশাদি দিতেন। বিশেষতঃ বলিতেন যে, আমাদের বংশে

নবীয়ে আখিরুজ্জমান সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শুভাগমন করিবেন। তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করা ও তাঁহার উপর ঈমান আনা তোমাদের উপর ফরজ। এই কথা আমার বাপ দাদা এবং পূর্ব পুরুষদের কাছে হইতে শনিয়াছি। সাবধান! আল্লাহ পাকের যেই পবিত্র আমানত তোমাদের কাছে রাখিয়া যাইতেছি তাঁহার প্রতি যথাযথ যত্নবান থাকিবে। তিনি ওফাতের সময় আপন সন্তানদের ডাকিয়া নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐর হেফাজতের ওছিয়ত করিয়া কেলাবকে তাহার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করিলেন। তিনি কুছাইকে। কুছাই শব্দের অর্থ দূরদুরান্ত। এই নামের কারণ তিনি আপন বাপের ওফাতের পর মাকে নিয়া শামদেশের কুযায়া এলাকায় বসবাস করিয়াছিলেন এবং জনাস্থান হইতে বহুদূরে পৌছিয়া গিয়াছিলেন। এইজন্য তাহাকে কুছাই বলা হইত এবং তাহার কারণে কোরাইশগণ বিভিন্ন এলাকাতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকা ছাড়িয়া এক জায়গায় মক্কায় একত্রিত হইয়া বসবাস আরম্ভ করিয়াছিল। তাহাকে মুজাম্মাও বলা হয়। দারুন নাদওয়া তাহারই প্রতিষ্ঠিত। এখানে কুরাইশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ একত্রিত হইয়া পরামর্শ করিতেন। একদা কুছাই আপন আওলাদদেরকে একত্রিত করিয়া করণীয় ও বরণীয় বহু ওছিয়ত ও নছিয়ত করার পর এক এক সন্তানদের উপর এক এক কাজের ভার ন্যস্ত করেন। তাহার মধ্যে নেতৃত্ব এবং সরদারী আবদুল মানাফকে অর্পণ করিলেন। তিনি এন্তেকালের সময় এই দায়িত্ব হাশেমকে অর্পণ করিলেন। তাহাকে এই নামে নামকরণের কারণ এই যে, আরবী ভাষায় হাশম শব্দের অর্থ রুটি টুকরা টুকরা করা। তাঁহার অভ্যাস ছিল দুর্ভিক্ষের দিনে শাম দেশ হইতে উটের পিঠে বোঝাই করিয়া রুটি আনিয়া দুইটি উট জবেহ করিয়া পাকাইয়া শুকনা রুটির টুকরা দিয়া ছয়িদ (পিঠা) তৈরী করিয়া সর্ব সাধারণ লোকের মধ্যে বন্টন করা। সর্ব প্রথম আরবের মধ্যে জেয়াফতের প্রথা তাঁহার নিকট হইতে আরম্ভ হয়। আরবের মধ্যে তাঁহার দানশীলতার কথা খ্যাত ছিল। তাঁহার কপালে নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-ঐর জ্যোতি প্রজ্জলিত ছিল। তাঁহার নাম ওমরুন আলি, হাশেম উপাধী। শেষ বয়সে মোসাম্মাৎ হালমা নজ্জারিয়া বিন্তে আমার নজ্জারীর সাথে মদিনায় বিবাহ হয় এবং তাঁহার গর্ভে আবদুল মোতালেব জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার চরিত্র গুণে তাহার নাম “শায়বাতুল হাম আবদুল মোতালেব” সুখ্যাতি লাভ করেন। খানায়ে কাবার চাবি ও খেদমত কার্যাদির দায়িত্বের মধ্যে তিনি নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বহু গুণে গুণান্বিত। বংশের ও দেশের সর্দার ছিলেন। জুরহুম গোত্রের অত্যাচারে বহুদিন যাবত বিলুপ্ত জমজম কুপ তাঁহার হাতে পুনঃ আবিষ্কার হয়। তিনি মাখজুমিয়া গোত্রের ফাতেমা বিনতে আমার ইবনে আয়েজ নামীয় মহিলাকে শাদী করেন।

তাঁহার গর্ভে হজরত আবদুল্লাহ ওয়ালেদে রছুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম
 জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সর্ব গুণে গুণান্বিত, অতীব সুন্দর, সাহসী ও চরিত্রবান
 পুরুষ ছিলেন। বহু বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী সম্পন্ন মহিলা আমিনা বিনতে ওহাব
 ইবনে আবদে মানাফ ইবনে জোহরা ইবনে কেলাব ইবনে মোররা নামক পূণ্যবতী
 রমণীর সাথে হজরত আবদুল্লাহর শুভ আক্দ্ হয়। এখানে আসিয়া আঁ হজরত
 সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐর পিতা ও মাতার বংশ তালিকা মিলিত হয়।
 এই তালিকায় ইলিয়াছ নামক ভাগ্যবান ব্যক্তি তাঁহার কপাল হইতে হুজুরপুর নুর
 সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর জিকির ও হজ্জের তালবীয়া
 লাব্বাইক করিতে শুনিতেন। খাজা আবদুল মোতালেব তাঁহার বংশে নবীয়ে
 আখিরুজ্জামান সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শুভাগমন লাভ হওয়ার কারণে
 সদা সর্বদা আল্লাহর হামদ ও শোকর আদায় করিতে থাকিতেন সুতরাং তিনি
 শায়বাতুল হামদ নামে সুখ্যাতি লাভ করেন।

হেজবুল বাহার ঐর ফজিলত ও নিয়ম পদ্ধতি

বিশ্ব ভুবনের একমাত্র প্রভু বিশ্ব স্রষ্টা মহান করুণাময়, দয়াময় আল্লাহ তায়ালা নামে আরম্ভ করিতেছি, যিনি সর্ব প্রশংসার অধিকারী; “তাজেদারে নবী” হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) ঐর প্রতি দরুদ ছালাম নিবেদন করিতেছি। তাঁহার আওলাদ, আসহাব এবং আউলিয়াদের প্রতি সশ্রদ্ধ ছালাম ও দরুদ বর্ষণান্তে পরম করুণাময়ের নিকট অশেষ কৃতজ্ঞতা ও শোক্রিয়া জ্ঞাপন করিতেছি।

অনুমানিক আটশত বৎসর পূর্বে সুপ্রসিদ্ধ অলিয়ে কামেল, গাউছে জামান হজরত মওলানা শাহ ছুফী আবুল হাছান শাজলী (রহঃ) সমুদ্র পথে এক বিপদের সম্মুখীন হইলে আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন এলহামের মারফতে তাঁহার প্রিয় মাহবুব হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) ঐর পবিত্র নুরানী-ঈমানী জবান মোবারক হইতে শব্দ ও অক্ষর ক্রমে তিনি এই পবিত্র দোয়া শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ইহার উপর আমল করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ফলাফল পাইয়াছিলেন।

তিনি মিশরের রাজধানী কায়রো শহরে অবস্থানরত ছিলেন। ঐ সময় হজ্জের তারিখ নিকটবর্তী হইয়া আসিলে স্বীয় বন্ধু-বান্ধব ও মুরীদানদের মধ্যে প্রকাশ করিলেন যে, “আল্লাহ তায়ালায় তরফ হইতে আমাকে এই বৎসর হজ্জ করার আদেশ করা হইয়াছে। অতএব তোমরা নৌকা তালাশ কর”। মিশর হইতে মক্কা শরীফ যাইতে প্রায় ছয়শত মাইল লোহিত সাগর ভ্রমণ করিয়া জিদ্দায় পৌছিতে হয় এবং সেকালে পালের নৌকায় সাগর ভ্রমণ করা হইত।

অলিয়ে কামেল গাউছে জামান হজরত মওলানা শাহ ছুফী আবুল হাছান শাজলী (রহঃ) ঐর আদেশ অনুযায়ী মুরীদানগণ নৌকা তালাশ করিতে লাগিল এবং অবশেষে এক বৃদ্ধ খৃষ্টান ব্যক্তির নৌকা পাওয়া গেল। তিনি তাঁহার মুরীদানগণসহ নৌকায় আরোহণ করিলেন। নৌকার পাল উঠান হইল, নৌকা কায়রোর শহরতলী অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে মক্কা শরীফের পথের বিপরীত দিক হইতে তুফানী বাতাস প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। নৌকার পাল নামাইয়া দেওয়া হইল। ফলে নৌকা কায়রো শহরের নিকটেই থামিয়া রহিল। এমন কি কায়রোর পর্বতমালা তখনও দেখা যাইতেছিল। এই অবস্থায় পূর্ণ এক সপ্তাহ অতিবাহিত হইয়া গেল। নৌকা তখনও কায়রো শহরতলীতেই আবদ্ধ। এই দিকে হজ্জের তারিখ অতি সন্নিকটে। বিরুদ্ধবাদীগণ কটাক্ষ করিতে লাগিল যে,

শাহ সাহেব আল্লাহর তরফ হইতে এই বৎসর হজ্জ করার আদেশ পাইয়াছেন; আর অবস্থা এই যে হজ্জের তারিখ মাথার উপর অথচ বিপরীত দিকের প্রবল বাতাসে নৌকা অচল। অলিয়ে কামেল, গাউছে জামান হজরত মওলানা শাহ ছুফী আবুল হাছান শাজলী (রহঃ) অতিশয় বিচলিত অবস্থায় ছিলেন। একদা তিনি দুপুর বেলা ঘুমাইয়া রহিয়াছেন, এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহাকে এলহামের মাধ্যমে এই দোয়া শিক্ষা দিলেন। তিনি নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া তৎক্ষণাৎ এই দোয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন এবং নৌকার চালককে বলিলেন, “পাল তোল”। তখন বিপরীত বাতাস প্রবল বেগে প্রবাহমান, তাই নৌকার চালক বলিল “এই অবস্থায় পাল উঠাইবার সঙ্গে সঙ্গে নৌকা কায়রোর ঘাটে চলিয়া যাইবে”। কিন্তু তিনি আল্লাহ তায়ালায় রহমতের আশার উপর অতিশয় দৃঢ় ছিলেন। তিনি বলিলেন, “তুমি আমার কথা মতে কাজ কর এবং আল্লাহ্ তায়ালায় বৈচিত্র্যময় দয়া প্রত্যক্ষ কর”।

নৌকা চালক পাল তুলিয়া দিল এবং তৎক্ষণাৎ বাতাসের গতি ফিরিয়া গেল এবং মক্কা শরীফের পথের দিকে প্রবল বেগে বাতাস বহিতে লাগিল। এমন কি নৌকার বন্ধন খুলিবার অবকাশ না পাইয়া রশি কাটিয়া দিতে বাধ্য হইল। দ্রুত গতিতে নৌকা অল্প সময়ের মধ্যে সুখ-শান্তির সহিত উদ্দেশ্য স্থলে পৌছিয়া গেল।

নৌকার মালিক বৃদ্ধ ঋষ্টানের ছেলেও ঐ নৌকায় ছিল, সে এই ঘটনা দৃষ্টে দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করিল। তাহার বৃদ্ধ পিতা ইহাতে বড়ই মর্মান্বিত হইল। রাত্রি বেলা বৃদ্ধটি নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নে দেখিল-অলিয়ে কামেল, গাউছে জামান হজরত শাহ ছুফী আবুল হাছান শাজলী (রহঃ) একদল লোকসহ বেহেশতে যাইতেছেন আর বৃদ্ধের ছেলেটিও সেই দলের মধ্যে রহিয়াছে। বৃদ্ধও ছেলের পিছনে পিছনে যাইতে চেষ্টা করিল কিন্তু ফেরেশতাগণ তাহাকে তিরস্কার করিলেন এবং বলিলেন “তুমিতো তাহাদের ধর্মাবলম্বী নও, তাহাদের সঙ্গে তোমার স্থান নাই”। ভোর বেলা বৃদ্ধও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিল এবং শাহ সাহেব এত বড় মর্তবা হাছিল করিল যে, বহু লোক তাঁহার মুরীদ হইয়া গেল।

“হেজব” অর্থ অজীফা এবং “বাহার” অর্থ সমুদ্র। যেহেতু অলিয়ে কামেল, গাউছে জামান হজরত মওলানা শাহ ছুফী আবুল হাছান শাজলী (রহঃ) সমুদ্র পথে বিপদগ্রস্ত হইয়া এই দোয়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাই ইহা “হেজবুল বাহার” নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বুজর্গ ও আওলিয়াগণ সমুদয় বিপদ-আপদে বিশেষরূপে ও সাধারণ ভাবে দৈনন্দিন অজীফারূপে ইহা নিয়মিত পাঠ করিয়া আসিতেছেন এবং আপদ-বিপদ হইতে মুক্তি ও সৎ উদ্দেশ্যে সফলতা লাভের সুফল পাইয়া

আসিতেছেন।

“হেজবুল বাহার” অজীফা আমল করিবার জন্য পীরে কামেলের এজায়ত বা অনুমতি নেওয়া উত্তম। তাহা না করিলে গুণাহ্ হইবে না কিন্তু বরকত কম হয়। তাই হেজবুল বাহার অজীফা আমল করার পূর্বে কোন বুজুর্গের এজায়ত নেওয়ার নিয়ম পূর্বকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং পীর মোর্শেদগণ এই অজীফা আমল করার জন্য বিশেষ কায়দায় আত্মশুদ্ধি লাভের ব্যবস্থাবলম্বনের নির্দেশ দিয়া থাকেন।

হেজবুল বাহার পাঠ করার দিনগুলিতে সর্বদা রোজা রাখিয়া ইফতারের সময় দশবার “এয়া হাইয়ু এয়া কাউয়ুমু” পাঠ করার পর দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করিয়া পানি দিয়া ইফতার করিবে। যখন হেজবুল বাহারের দোয়াটি পড়িবার ইচ্ছা করিবে তখন গোছল করিয়া পবিত্র স্থানে দুই রাকাত নামাজ যে কোন ছুরা দিয়া আদায় করিবে। ঐ বৈঠকে হেজবুল বাহারের দোয়াটি পাঁচ বা সাতবার পাঠ করিলে হাজত বা উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে এবং দোয়াটি পড়ার সময় অর্থের দিকে মনোযোগ দিবে। দোয়া কবুল হওয়ার জন্য শেষ দিনে নিজ সামর্থ অনুযায়ী গরু বা ছাগল দিয়া কুরবানী করিবে, তাহা সম্ভব না হইলে একটি মোরগ কোরবানী করিয়া গরীব মিছকিনদেরকে খানা খাওয়াইবে ও দান খায়রাত করিবে।

এই দোয়া পড়ার অনেক নিয়ম রহিয়াছে যেমনঃ— ফজরের নামাজের বা জোহরের নামাজের পর দোয়াটি পাঠ করা আফজল। যখন শয়নের স্থানে প্রবেশ করিবে তখন মাথা আকাশের দিকে উত্তোলন করিয়া চোখ খুলিয়া দু’হাত উত্তোলন করিয়া দোয়া করিবে, ইন্শা আল্লাহ দোয়া অতি তাড়াতাড়ি মওলার দরবারে কবুল হইয়া যাইবে।

উক্ত দোয়া তেলাওয়াতের জন্য অন্যান্য নিয়মের মধ্যে রহিয়াছে— যখন এই দোয়া তেলাওয়াতের জন্য ইচ্ছা করিবে তখন যে কোন ছুরা দিয়া দুই রাকাত নামাজ আদায় করিবে। তাহার পর একশত বিশবার এই দোয়াটি পাঠ করিবে। এইভাবে তিন দিন পাঠ করিয়া মওলার পবিত্র দরবারে ফরিয়াদ করিলে তাহা কবুল হইবে। অপর একটি নিয়মের মধ্যে লিখিয়াছেন, উক্ত দোয়া পাঠ করার সময়সীমা বারদিন। প্রতি দিন যেই কোন ছুরা দিয়া দুই রাকাত নামাজ আদায় করিবে, এরপর হেজবুল বাহারের দোয়াটি ত্রিশবার আদায় করিবে। খোদার ফজলে সকল আশা-আরজু মওলার পবিত্র দরবারে গৃহিত হইবে। তাহা ছাড়া আরো অনেক নিয়ম রহিয়াছে যাহা এখানে উল্লেখ করা হয় নাই। মওলা আমাদের সহায় হউন “আমিন”

শروع دعائے حزب البحر

হেজবুল বাহার আরম্ভের দোয়া

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ
الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غُفُورٌ
رَحِيمٌ. وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْآيَاتِ وَلِتُسَيِّبَنَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ. قُلْ إِنِّي
نَهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَ كُمْ قَدْ ضَلَلْتُ
إِذَا وَأَمَّا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نَاعَسًا يَغْشَى
طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ
الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ، قُلْ إِنْ الْأَمْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ يَخْفُونَ فِي
أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا ههنا. قُلْ
لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ
اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ
رُكْعًا سَجِدًا يَتَّخِذُونَ فَضْلَ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ
السُّجُودِ. ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ
شَطَأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سَوْفِهِ يَعِجِبُ الزُّرَّاءُ لِيَغِیْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ.
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.

اب ت ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک ل م ن و ه

ع

رَبِّ سَهْلٍ وَيَسِّرْ وَلَا تَعْسِرْ عَلَيْنَا يَا رَبِّ

اعتصام دعائے حزب البحر

হেজবুল বাহারের মূল দোয়া
(ইহাতে “আউয়ু বিল্লাহ” পড়িবে না)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ يَا حَلِيمُ يَا عَلِيمُ أَنْتَ رَبِّي وَعِلْمُكَ
حَسْبِي فَنِعْمَ الرَّبُّ رَبِّي وَنِعْمَ الْحَسْبُ حَسْبِي تَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَأَنْتَ الْعَزِيزُ
الرَّحِيمُ. نَسْأَلُكَ الْعِصْمَةَ فِي الْحُرُكَاتِ وَالسَّكُنَاتِ وَالْكَلِمَاتِ
وَالْإِرَادَاتِ وَالْخَطَرَاتِ مِنَ الظُّنُونِ وَالشُّكُوكِ وَالْأَوْهَامِ السَّاتِرَةِ لِلْقُلُوبِ
عَنْ مَطَالَعَةِ الْغُيُوبِ. فَقَدْ ابْتَلَى الْمُؤْمِنُونَ وَزَلُّوا زَلَالًا شَدِيدًا. وَإِذْ
يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا
غُرُورًا. فَفَيْتَنَّا وَانصَرْنَا وَسَخَّرْنَا هَذَا الْبَحْرَ كَمَا سَخَّرْتَ الْبَحْرَ الْمَوْسَى
عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَخَّرْتَ النَّارَ لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَخَّرْتَ الْجِبَالَ
وَالْحَدِيدَ لِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَخَّرْتَ الرِّيَّاحَ وَالشَّيَاطِينَ وَالْجِنَّ لِسُلَيْمَانَ
عَلَيْهِ السَّلَامُ. وَسَخَّرْنَا كُلَّ بَحْرٍ هُوَ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَالْمَلِكِ
وَالْمَلَكُوتِ وَبَحْرَ الدُّنْيَا وَبَحْرَ الْآخِرَةِ وَسَخَّرْنَا كُلَّ شَيْءٍ يَأْمَنُ بِيَدِهِ
مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ. كَهَيْئَةِ كَهَيْئَةِ كَهَيْئَةِ انصَرْنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ
النَّاصِرِينَ. وَافْتَحْ لَنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ. وَاغْفِرْ لَنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ
الْغَافِرِينَ. وَارْحَمْنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. وَارْزُقْنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ
الرَّازِقِينَ. وَاحْفَظْنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْحَافِظِينَ. وَاهْدِنَا وَنَجِّنَا مِنَ الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ. وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رِيحًا طَيِّبَةً كَمَا هِيَ فِي عِلْمِكَ وَأَنْشُرْهَا

[illegible]

نَزَلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَكَّلِي الصَّالِحِينَ • حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ • بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّهُ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي
الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ • وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ • تمت بالخير •

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ • وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ •

اختتام حزب البحر

● ○ ● হেজবুল বাহারের শেষের দোয়া ○ ●

بسم الله الرحمن الرحيم

يَا اللَّهُ يَا نُورَ يَا حَقُّ يَا مَبِيتُ أَكْسِنِي مِنْ نُورِكَ وَعَلِّمْنِي مِنْ عِلْمِكَ
وَفَهِّمْنِي عَنْكَ وَأَسْمِعْنِي مِنْكَ وَأَبْصِرْنِي بِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ • يَا سَمِيعُ يَا عَلِيمُ يَا حَلِيمُ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ اسْمِعْ دُعَائِي بِخَصَائِصِ
لُطْفِكَ أَمِينَ أَمِينَ • أَعُوذُ بِكَلِمَتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
يَا عَظِيمُ السُّلْطَانَ يَا قَدِيمُ الْأَحْسَانَ يَا دَائِمُ النِّعَمِ يَا بَاسِطَ الرِّزْقِ يَا وَاسِعَ
الْعَطَا يَا دَافِعَ الْبَلَاءِ يَا حَاضِرَ الْإِسْ بِغَائِبٍ يَا مُوجِدًا عِنْدَ الشَّدَائِدِ يَا خَفِيَّ
اللُّطْفِ يَا لَطِيفَ الصَّنْعِ يَا حَلِيمًا لَا يَعْجَلُ أَقْصُ حَاجَتِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ
الرَّاحِمِينَ • اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِاسْمِكَ الْمُحْزُونِ الْمَكُونِ السَّلَامِ الْمُنَزَّلِ

الْقُدُّوسِ الْمُقَدِّسِ الْمُطَهَّرِ الطَّاهِرِ يَا ذَهْرُ يَا ذَهْرُ يَا ذَهْرُ يَا أَرْزُلُ يَا أَرْزُلُ يَا أَرْزُلُ
 مَنْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ . يَا مَنْ لَمْ يَزَلْ يَا هُوَ يَا هُوَ
 يَا مَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ . يَا مَنْ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ إِلَّا هُوَ يَا كَانَ يَا كَيْفَ يَا رُوحُ
 يَا كَائِنٌ قَبْلَ كُلِّ كَوْنٍ يَا كَائِنٌ بَعْدَ كُلِّ كَوْنٍ إِهْيَا إِشْرَافِيَا اذْوَني إِثْبَاوَتِ
 يَا مُجَلِّي عَظَائِمِ الْأُمُورِ سُبْحَانَكَ عَلَى حِمْلِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ سُبْحَانَكَ
 عَلَى عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ . عَلَيْهِ
 تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ . لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .

১২৫

১২৫

১২৫

১২৫

জিয়ারতের বয়ান

কবর বা আলমে বরজখ আরবী শব্দ, এর বাংলা অর্থ দাঁড়ায় অন্তরায়। পৃথককারী বস্তু, তথা ইহকালীন জীবনের পরিসমাপ্তি হইতে শুরু করিয়া পরকালীন জীবনের শুরু পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে অবস্থান করিবার স্থানকে আরবী ভাষায় আলমে বরজখ বলে। আমরা বাংলা ভাষায় যাহাকে কবর বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া থাকি।

পবিত্র কোরআন মজীদে ফরমাইয়াছেনঃ- মিন্‌হা খালাক্বনাকুম ওয়া ফীহা নুঈদুকুম, ওয়া মিন্‌হা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা।

অর্থাৎ যাহা হইতে আমরা তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি, অতঃপর তাহাতেই তোমাদেরকে ফিরাইয়া দিব এবং তাহা হইতে তোমাদেরকে পুনরায় বাহির করিব।

হজরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত - তিনি বলিলেন, হজরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আজমাইন মৃত ব্যক্তির কাফন দাফনের পর কবরের পাশে দাঁড়াইয়া মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কিছুক্ষণ দোয়া করিতেন। যেন মৃত ব্যক্তি কবরে মনকির নকিরের প্রশ্নোত্তর সঠিকভাবে দিতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে এই কাজের জন্য উৎসাহিত করিতেন।

হজরত ওহমান ইবনে আফফান (রাঃ) যখন কোন কবরের কাছে জিয়ারতের জন্য দাঁড়াইতেন তখন এত বেশি কাঁদিতেন যে, তাঁহার দাঁড়ী মোবারক ভিজিয়া যাইত। লোকেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল আপনি কবরের পাশে দাঁড়াইলে এত কাঁদেন কেন? তিনি প্রতিত্ত্বরে বলিলেন- আমি হজরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, নিশ্চয়ই কবর আখেরাতের মঞ্জিল সমূহের প্রথম মঞ্জিল। যদি এই মঞ্জিল হইতে নাজাত পাওয়া যায়, তবে পরবর্তী মঞ্জিল সমূহ তাহার জন্য সহজতর হইবে। নচেৎ নহে।

হজরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করিয়াছেনঃ- আলমে বরজখ তথা কবর জান্নাতেরই এক টুকরা বাগান। অথবা জাহান্নামেরই গর্ত সমূহের গর্ত। হজরত আবু হোরাইরা (রাঃ) বলিয়াছেন, হুজুর (সঃ) উহুদের শহীদানের কাছে দাঁড়াইয়া ফরমাইয়াছেন; আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তোমরা আল্লাহর কাছে নিঃসন্দেহে জীবিত। (অতঃপর লোকজনকে লক্ষ্য করিয়া ফরমাইলেন) সুতরাং তোমরা তাঁহাদের জিয়ারত করিবে এবং তাঁহাদের প্রতি সালাম করিবে। ঐ সত্ত্বার কছম, যাহার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ রহিয়াছে; কিয়ামত পর্যন্ত যেই কেউ তাঁহাদেরকে সালাম করিবে এরা তাঁহার জবাব দিবে।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত। তিনি বলিয়াছেন- রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে লক্ষ্য করিয়া এরশাদ করিয়াছেন, আমি পূর্বে তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। এখন হইতে আবার তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করিতে অনুমতি প্রদান করিলাম। কেননা, ইহাতে অনেক উপকার রহিয়াছে। যথাঃ- ইহাতে মৃত ব্যক্তির নাজাতের জন্য দোয়া করা হয়। অপর দিকে জীবিতদেরও মৃত্যুর কথা স্মরণ হয় এবং আখেরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা মনে আসে।

কবর ও মাজার সম্পূর্ণ দু'টি আলাদা বিষয়। কবরের অধিবাসী মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী। অপরদিকে মাজারে শায়িত ব্যক্তি জীবিত এবং তাঁহার প্রতিপালকের নিকট হইতে রিজিক প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

হজরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করিয়াছেনঃ- যে ব্যক্তি কেবল আমার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে আমার রওজা মোবারকে আসিবে এবং এই সফরে কেবল আমার জিয়ারতই তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিবে পরকালে তাহার জন্য শাফাআতকারী হওয়া আমার নৈতিক দায়িত্ব হইয়া পড়িবে। তিনি আরো ফরমাইয়াছেন- যে ব্যক্তি আমার রওজা মোবারক জিয়ারত করিবে, তাহার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক) হইয়া যাইবে।

ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) বলিয়াছেন যে- হজরত মুছা কাজেম (রাঃ) ঐর মাজার শরীফ দোয়া কবুলিয়তের জন্য এইরূপ কার্যকর, যেমন জহর মোহরা সাপের বিষের জন্য পরীক্ষিত ও কার্যকর। গাউছুল আজম হজরত আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) বলিয়াছেন- যেই ব্যক্তি মুছিবতের সময় সাহায্য প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে আমার নাম ধরিয়া আমাকে ডাকিবে, তাহার মুসিবত দূরিভূত হইবে। হজরত ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলিয়াছেনঃ- জীবদ্দশায় যাঁহার নিকট সাহায্য চাওয়া জায়েজ, ইন্তিকালের পরও তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা জায়েজ।

হজরত ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) সুদূর ফিলিস্তিন হইতে সফর করিয়া বাগদাদ শরীফ আসিয়া হজরত ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ঐর মাজার শরীফ জিয়ারত করিতেন এবং বরকত লাভ করিতেন।

হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) সুদূর মদিনা মুনাওয়ারা হইতে ৪২০ কিলোমিটার রাস্তা সফর করিয়া মক্কা মুয়াজ্জামায় আসিয়া তাঁহার ভাই হজরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ) ঐর মাজার শরীফ জিয়ারত করিতেন। হজরত ফাতেমা জোহরা (রাঃ) প্রতি শুক্রবার মদিনা শরীফ হইতে তিন মাইল দূরে ওহ্দের ময়দানে গিয়া হজরত হামজা (রাঃ) ঐর মাজার জিয়ারত করিতেন।

জিয়ারতের নিয়ম

রওজা শরীফ ও কবর জিয়ারতের সময় কেব্বলাকে পিছনে রাখিয়া রওজা ও কবরকে সামনে করিয়া দোয়া করা মোস্তাহাব। এই বিষয়ে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলিয়াছেনঃ-কোন শর্ত ছাড়াই সর্বাবস্থায় (জিয়ারত ও দোয়া) রওজা ও কবরের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়ানোই উত্তম।

বাগদাদের খলিফা আল্ মনসুর (রহঃ) হজরত ইমাম মালেক (রহঃ) কে প্রশ্ন করিলেন- জিয়ারত কালে মুনাজাত কেব্বলামুখী হইয়া করিবে, নাকি-রওজা মুখী হইয়া করিবে। উত্তরে তিনি বলিলেন, ইহা আপনার পূর্ব পুরুষ ও নবীগণের সরদার হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) ঐর রওজা মোবারক। খানায় কাবা এমনকি আরশ মুয়াল্লা হইতেও উত্তম। সুতরাং আপনি রওজা শরীফের দিকে মুখ করিয়া মুনাজাত করুন। খলিফা আল্ মনসুর নত মস্তকে এই ফতোয়া মানিয়া নেন।

খানায় কাবা হইতেছে নামাজের কেব্বলা-মুনাজাতের কেব্বলা নয়। আমরা নামাজের নিয়তে বলিয়া থাকি- “মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবা”। অর্থাৎ- আমি কেব্বলার দিকে মুখ করিলাম। এটা হইতেছে কা'বার দিকের সম্মান অর্থাৎ বাংলাদেশ হইতে পশ্চিম দিকের সম্মান। কিন্তু নবী ও অলীগণের সম্মান কাবার চেয়েও অনেক গুণ বেশী। কেননা হাকিকতে কাবা হইতেছে পাথরের তৈরী ইবাদতের ঘর। আর হাকিকতে ইনসান হইতেছে রুহ। রুহ হইতেছে নূরের তৈরী। খোদার ঘরের হজ্জরে আস্ওয়াদকে চুষন করা ছওয়াবের কাজ। আর নবী ও অলীগণের হস্তপদ চুষন করা মোস্তাহাব ও আদবের কাজ। হাকিকতে কাবার চেয়ে হাকিকী ইনসান উত্তম। কা'বাতে আল্লাহ থাকে না। কিন্তু মুমিনের ক্বলব হইলো খোদার আরশ মোয়াল্লা (তাফসীর রুহুল বয়ান সুরা আল্ ফাতাহ)। এ জন্যই নামাজ শেষে মুনাজাত করার সময় মুসল্লীদের দিকে মুখ করিয়া মুনাজাত করিতে হয়। (বাহারে শরীয়ত, তরিকুল ইসলাম, আল বাছায়ের প্রভৃতি)। মাজার মুখী হইয়া জিয়ারত ও মুনাজাত করা এবং অলীগণের উছিলা দিয়া আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা জায়েজ ও সুন্নাত।

হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) ঐর রওজা শরীফ জিয়ারতের নিয়ম-

বিখ্যাত ফতোয়াগ্রন্থ “আলমগীরি” ও অন্যান্য কিতাব সমূহে উল্লেখ আছেঃ-
মদিনা শরীফে গিয়া প্রথমে অজু গোসল করিয়া পাক পবিত্র হইয়া “বাবুছ ছালাম”
দিয়া মসজিদে নব্বী শরীফে প্রবেশ করিয়া প্রথমে দু’রাকায়াত নফল নামাজ
আদায় করিবে। তাহার পর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে নামাজের মত হাত বাঁধিয়া
হজরত রাছুল মকবুল (সঃ) ঐর চেহারা মোবারক বরাবর মুখোমুখী হইয়া
কেবলাকে পিছনে রাখিয়া দাঁড়াইবে এবং নিম্নলিখিত ভাবে দরুদ ছালাম আরজ
করিবে।

আচ্ছালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা এয়া রাসুলান্নাহ।
আচ্ছালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা এয়া নাবিয়ান্নাহ।
আচ্ছালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা এয়া হাবীবান্নাহ।
আচ্ছালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা এয়া ছাফিয়ান্নাহ।
আচ্ছালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা এয়া খাইরা খালকিন্নাহ।
আচ্ছালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা এয়া খাতামান্নাবিয়ীন।
আচ্ছালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা এয়া সাইয়্যিদাল মুরসালীন।
আচ্ছালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা এয়া রাহমাতাললিল আলামীন।
আচ্ছালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা এয়া মাহবুব রাব্বিল আলামীন।
আচ্ছালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা এয়া শাফীয়াল মুজনেবীন।
ছালাতুল্লাহি আলাইকা ওয়া সালামুহ দায়িমাইনি মুতালাজিমাইনি ইলা
ইয়াওমিদ দীনি।

আল্লাহর অলীগণের রওজা শরীফ জিয়ারতের নিয়ম

আল্লামা জালালুদ্দীন সূয়ুতি (রহঃ) “শরহুস সুদুর” গ্রন্থে অলীউল্লাহগণের রওজা
শরীফ জিয়ারতের নিয়ম এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেনঃ- জিয়ারতকারীগণ
আল্লাহর অলীর রওজা শরীফে পায়ের দিক দিয়া প্রবেশ করিবে। তাহা সম্ভব না
হইলে ডানে বা বামে প্রবেশ করিবে। তাহার পর রওজা শরীফ মুখী হইয়া এবং
কেবলাকে পিছন দিয়া দাঁড়াইবে প্রথমে ছালাম আরজ করিবে।

যেমন মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে জিয়ারতের নিয়ম
আচ্ছালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা এয়া গাউছুল আজম।

আচ্ছালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা এয়া নূরে আলম।
 আচ্ছালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা এয়া মুশকিল কোশা।
 আচ্ছালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা এয়া হাজত রওয়া।
 আচ্ছালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা এয়া ছাহেব কাবা।
 আচ্ছালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা এয়া বাহরে ছাখা।
 আচ্ছালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা এয়া সামছোদোহা।

আচ্ছালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা এয়া হজরত গাউছুল আজম মাইজভাগুরী
 মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মায়াদনিজ্জোদে ওয়াল করম। ওয়ালেহী
 ওয়া আছহাবেহী ওয়া জমিয়ে খোলাফায়ে তরিকতেহি ওয়া বারেক ওয়াচ্ছালাম।

সাধারণ মোসলমান মোমেনদের কবর জিয়ারতের নিয়ম

পবিত্র হাদিছ শরীফে মৃত ব্যক্তিগণ কবরে মহাবিপদে থাকে বলিয়া উল্লেখ আছে।
 আত্মীয় স্বজনকে তাহাদের মৃত আত্মীয়গণের উপর ছদকা ও দান খয়রাত ইত্যাদি
 নেক কাজের মাধ্যমে রহমত করিতে বলা হইয়াছে। যদি ছদকা ও দান খয়রাত
 করিতে অসমর্থ হয় তাহা হইলে দুই রাকাত নামাজ নিম্নলিখিত নিয়মে পড়িয়া
 ছাওয়াব বখশীশ করিবার জন্য বলা হইয়াছে। নফলের নিয়তে দুই রাকাত নামাজ
 পড়িবে। প্রত্যেক রাকাতে আলহামদু সূরার পর একবার “আয়াতুল কুরছী”
 একবার আলহাকুমুত্তাকাজ্জুরু “সূরা” এবং এগারবার সূরায়ে ইখলাছ পড়িবে।
 সালামের পর সত্তর বার দরুদ শরীফ পড়িয়া নামাজ ও দরুদ শরীফের ছাওয়াব
 মৃত ব্যক্তির রুহের উপর বখশীশ করিয়া দিলে আল্লাহ তায়ালা র হুকুমে সত্তর জন
 ফেরেশ্তা মৃত ব্যক্তির জন্য বেহেশ্তী পোষাক ও অন্যান্য উপহার লইয়া যাইবে
 এবং তাহার কবর আলোকিত ও প্রশস্ত হইবে।

পবিত্র হাদিছ শরীফে আছে “কিয়ামতের দিন মোমেনগণ নিজেদের পাহাড়
 পরিমাণ নেক আমল দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিবে— আমরা তো এত অত্যধিক
 নেকী পৃথিবীতে থাকাকালে করি নাই, এই নেকীগুলি কোথা হইতে আসিল? তখন
 আল্লাহ তায়ালা র তরফ হইতে আওয়াজ আসিবে—তোমাদের মৃত্যুর পর
 তোমাদের সন্তান-সন্ততিগণ তোমাদের উদ্দেশ্যে যে দোয়া ও ইস্তিগ্ফার
 করিয়াছিল, এইগুলি তাহারই ছওয়াব।”

কবর জিয়ারতের নিয়ম হইলো পাক পবিত্র হইয়া মনকে যতটুকু পারা যায় নরম
 করিয়া পূর্ব পুরুষদের স্মৃতি স্মরণে আনিয়া কবরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কবর বাসীদের
 উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করিবে। যথাঃ—

আচ্ছালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুরি মিনাল মুছলিমিনা ওয়াল মুছলিমাতি ওয়াল মু'মেনীনা ওয়াল মুমেনাতি। আন্তুম লানা ছালাফুন ওয়া নাহনুলাকুম তাবেউনা ওয়া ইন্না ইন্শায়াল্লাহু বিকুম নাহিকুনা ইয়ার হামুল্লাহুল মুছতাক্দিমিনা মিন হাওয়াল মুছতাখিরিনা। নাছআলুল্লাহু লানা ওয়া লাকুম ওয়া ইয়ার হামনাল্লাহু ওয়া ইয়্যাকুম আমীন।

উক্ত তিন প্রকার জিয়ারতের মধ্যে কোরআন শরীফের ছুরা ও দোয়া দরুদ পাঠ করিবে তবে ছুরায়ে ফাতেহা ১ বার, ছুরায়ে এখলাছ ১১ বার, ছুরায়ে কাফিরুন্ ১ বার, ছুরায়ে ফালাক ১ বার, ছুরায়ে নাছ ১ বার, ছুরায়ে কদর ১ বার, ছুরায়ে এয়াছিন ১ বার, ছুরায়ে আর রহমান ১ বার। দোওয়ায়ে কাদাহে মোওয়াজ্জুম এবং দরুদে তাজ পড়া আফজল। তাহার পর হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এর পবিত্র রওজা শরীফ ও আউলিয়ায়ে কেরামের রওজা শরীফ এবং সাধারণ মোসলমান মোমেনদের কবরমুখী হইয়া দোয়া করিবে। প্রথমে উক্ত তেলাওয়াতের হাদিয়াতান, তোহ্ফাতান হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) এবং সমস্ত আশিয়ায়ে কেরাম, পাক পাঞ্জোতন, উম্মুল মুমিনীনগণের রুহে, তাহার পর মুহাজির ও আনসারগণসহ সমস্ত ছাহাবায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে কেরামের পবিত্র রুহে পেশ করিবে এবং তাঁহাদের উচ্ছিন্না নিয়া মওলার দরবারে ফরিয়াদ ও আরজি পেশ করিবে। তাহা ছাড়া মা-বাপ, দাদা-দাদী, নানা-নানী, চাচা-জেঠা, ভাই-বোন ওস্তাদ আত্মীয়-স্বজন এবং সমস্ত মুমিনীন-মুমিনাতের রুহে-বিশেষ করিয়া সেই কবরবাসীগণের রুহে উক্ত তিলাওয়াতের ছওয়াব পৌছানোর জন্য আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানাইবে। তাহার পর দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গল কামনা করিয়া খাস মকছুদ আল্লাহর দরবারে পেশ করিবে।

কশফে কবুর

সোলতানুল হিন্দ হজরত গরীবে নাওয়াজ কুতুবুল আক্‌তাব খাজা মঈনুদ্দীন চিস্তি (কঃ) বলিয়াছেনঃ- যে কোন কামেল পীর হইতে মুরিদ হইয়া প্রত্যেক দিন এশার নামাজের পর ঘুমাইবার আগে প্রথমে (১) আয়াতে কুরসী :- আল্লাহ্ লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল্ হাইয়্যুল্ কাইয়্যুম্ । লা তাখুজুহ্ ছিনাতুওঁ ওয়ালা নাউম্ । লাহ্ মাফিহ্ ছামাওয়াতে ওয়ামাফিল্ আরদ । মান্‌যাল্লাযী ইয়াশ্ ফাউ ইন্দাহ্ ইল্লা বি-ইয়নিহী ইয়া'লামু মা বাইনা আইদীহিম্ ওয়ামা খাল্‌ফাহুম্ ওয়ালা ইউহীতুনা বিশাই-য়িম্ মিন্ ইল্‌মিহী ইল্লা বিমা শাআ ওয়াছিআ কুরছিয়্যাহ্ ছামাওয়াতে ওয়াল্ আরদ, ওয়ালা ইয়াউদহ্ হেফযুহুমা ওয়া হুয়াল্ আলিয়্যাল্ আযীম্ ।

এরপর (২) কুল্ এয়া আইয়্যাহাল্ কাফেরুন্ । লা আবুদু মাতা'বুদুন । ওয়া-লা-আনতুম্ আ-বিদুনা মা আ'বুদ্ । ওয়া-লা-আনা আ-বিদুম্ মা-আবাদতম্ । ওয়া-লা-আনতুম্ আ-বিদুনা মা-আ'বুদ্ । লাকুম দীনুকুম্ ওয়া লিয়া দীন্ । এরপর (৩) কুল্ হওয়াল্লাহ্ আহাদ্ । আল্লাহ্ ছামাদ । লাম্ ইয়ালিদ্ ওয়ালাম্ ইউলাদ্ । ওয়ালাম্ ইয়া কুল্লাহ্ কুফুওয়ান্ আহাদ্ । এরপর (৪) কুল্ আউযু বিরাক্বিল্ ফালাক্ । মিন শাররি মা খালাক্ । ওয়ামিন্ শাররি গাছিক্বিন্ ইয়া ওয়াকাব, ওয়া মিন শাররিন্ নাফ্‌ফাহাত্ ফিল্ উক্বাদ । ওয়া মিন শাররি হাছিন্ ইয়া হাছাদ্ । অতঃপর (৫) কুল্ আউযু বি-রাক্বিন্ নাছ্ । মালিকিন্ নাছ্ । ইলাহিন্ নাছ্ । মিন শাররিল্ ওয়াছ ওয়াছিল্ খান্নাছ্ । আল্লাযী ইউওয়াছ ওয়েছু ফী ছুদুরিন্ নাছ, মিনাল্ জিন্নাতে ওয়ান্নাছ্ ।

উক্ত চারক্বুল পাঠ করিয়া সিনায় (বক্ষ) ফুঁক দিবে । সূরা ফাতিহাঃ- আল্‌হাম্দুল্লিহে রাক্বিল্ আলামিন্ । আব্‌রাহমানির রাহীম্ । মালিকি ইয়াও মিদদীন । ইয়্যাকানা'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাছতাদ্বিন্ । ইহদিনাছ্ ছিরাত্বাল মুছতাক্বীম্ । ছিরাতাল্ লায়ীনা আন আম্তা আলাইহিম্ । গাইরিল্ মাগ্দুবি আলাইহিম্ ওয়ালাদ দোয়াল্লীন । আমিন । । পড়িয়া ঘুমাইবে ।

আল্লাহর ৯৯ নামঃ-

হুআল্লা-হুর রাহমা-নুম মালিকুর রাহীমি,
আ-কুদদূসুম মু'মিনুন সালা-মুন আলীমি ।
মুহাইমিনুন আযীযুল হাসীবুল জালীলি,
হামীদুম মাজীদুশ শাহীদুল আকীলি ।

অজাব বারুউ অক্বাহারুউ অখালিকুন হাকীমি,
 মুছাব্বিরুল লাতীফুল কাবীরুল হালীমি ।
 গাফরুল শাকুরুল আলিয্যুল কাবীরি,
 হাফীযুল অলিয্যুস সামীউল বাছীরি ।
 রাক্বীবুল কাবিয্যুল মাতীনুল মুক্বীতি,
 হুতল হাইয়্যু ক্বাইয়্যুমুউ অ মুহিয়্যুম মুমীতি ।
 গানিয্যুম মুগনিয্যুম মানিউন দ্বাররুল নূরি,
 আফুউর রাউফুল বাদীউছ ছাবুরি ।
 মুয়যযুউ অমুযিল্লুউ আহাফিজুউ অরা-ফিয়ি,
 অ ফাওহুন রাক্বুউ অ মুক্বসিতুল জামিয়ি ।
 অদূদুন হাকুম মুহছিয়্যুম মজীবুছ ছামাদি,
 মুক্বদ্দিমুম মুয়াখিরুউ অওয়াহিদুন আহাদি ।
 মুতাকাব্বিরুউ অ মুক্বতাদিরুউ অবারিয়্যি,
 হু অল ক্বাদিরুল আদলু বাররুউ ওয়ালিয়্যি ।
 হাকামুন কাবিদুউ অ বাসিতুউ অ হা-দিয্যি,
 অ-অহাবুউ অ রাযযাকুউ অ ইয়া বাক্বিয়্যি ।
 করিমুন আউয়্যালুউ অ আখিরুউ অইয়া রাশীদি,
 হু অজ্জাহিরু অবাতিনুউ অ-ইয়া মুয়ীদি ।
 হু অল মুনযিমুউ অ-মুস্তাক্বিমুন লা-ফিয়ি,
 হু অল মুবাদিয়্যুল মু'তিয্যুল ওয়াসিসিয়ি' ।
 হু অল ওয়াজিদুল মা-জিদুল বায়িছি,
 মুতালিয্যুন তাওয়্যাবুই ইয়া ওয়ারিছি ।
 হু অল মালিকুল মুলকি ইয়া যাল-জালালি,
 অল ইকরা-মি ইয়ামান হাবীবুল জামা-লি ।
 বিহাক্বক্বি ছিফতি কামা-লা-তিকি,
 ফাতিহুল্লানা আনতা ফী যা-লিকি ।
 রাজাউন আল্লামুম বানিযুই ইয়া জাওয়্যাদি,
 আমিতনী অ উহয়িতানী ফিররাদাদি ।

আছমায়ে নবী (সঃ)-

মোহাম্মদুন আহমাদুন হামেদুন মাহমুদুন ক্বাছেমুন আক্বুবুল ফাতেহুন খাতেমুন
 হাশেরুল মাহিন দায়িন ছিরাজুন রাশীদুন মুমীরুল বাশীরুল নাজীরুল হাদিন

মুহদিন রাছুলুন নাবীয্যুন তা-হা ইয়াহীন মুজ্জামেলুন মুদাছছেরুন শাফীউন খালীলুন কালীমুন হাবীবুন মুস্তাফান মুরতাজান মযতাবান মুখতারুন নাছেরুন মানছুরুন ক্বায়েমুন হাফেজুন শাহীদুন আদেলুন হাকীমুন নুরুন হুজাতুন বোরহানুন আবতাহীয্যুন মোমেনুন মুতিউন মুজাক্কেরুন ওয়ায়েজুন আমীনুন ছাদেকুন মুছাদ্দেকুন নাতেকুন ছাহেবুন মাক্কীয্যুন মাদানীয্যুন আরবীয্যুন হাশেমীয্যুন তেহমীয্যুন হেযাজীয্যুন নাজারীয্যুন কোরায়শীয্যুন মোদারীয্যুন উম্মিয়ান আজীজুন হারীছুন আলাইকুম রাউফুন রাহীমুন ইয়াতীমুন গাণীয্যুন যাওয়াদুন ফাওলুন আলেমুন তায়েবুন তাহেরুন মোতাহহারুন খাতীবুন ফাছীছুন ছায়েদুন মুনতাক্বান ইমামুন বারকুন শা-ফিন মুতাওয়াছ্ছতুন ছাহেবুন মুতাছাদ্দেকুন মাহদীয্যুন হাক্কুন মূবীনুন আউয়ালুন আখেরুন জাহেরুন বাতেনুন রাহমাতুন মুহাম্মেদুন মুহাররেমুন আমেরুন নাহিন শাকুরুন ক্বারীবুন মোনীবুন মুবাল্লেগুন তা-ছীন হা-মীম হাবীবুন আওলা। ওয়া ছাল্লাল্লাহু আলা খাইরে খালকিহী মুহাম্মাদিউ ওয়া আলা আলিহী ওয়া আছহাবিহী আযমাদিন।

সূরায়ে ফাতেহা ১০ বার, অতঃপর আল্লাহ-রাছুল (সঃ) এর পবিত্র ৯৯টি নাম মোবারক পাঠ করিয়া ডানে ও বামে ফু দিবে।

আল্লাহুমা ছাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া নাবিয়্যিনা ওয়া শাফাইন ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া আছহাবিহী ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।

এই দরুদ শরীফ ১০০ বার পাঠ করিয়া মাথার উপরের দিকে ফু দিবে।

আলাম নাশ্রাহু লাকা ছদরাকা ওয়া ওয়া দোয়া'না আনকা বিজ্রাকাল লাজি আনকাদা জোয়াহরাকা ওয়ারা ফা'না লাকা জিকরাকা। ফা ইন্নামা আল উছরে ইউছরান। ইন্নামা আল উছরে ইউছরান, ফা-ইজা ফারাগতা ফানছাব। ওয়া ইলা রাব্বিকা ফারগাব।

উক্ত সূরা পড়িতে পড়িতে ঘুমাইবে, খোদার ফজলে যেই আউলিয়ার কথা স্মরণ করিয়া ঘুমাইবে তাঁহার সাক্ষাত হইবে এবং ৪১ দিন পরে যেই কোন কবরে অঞ্জ করিয়া মোরাকেবা করিলে খোদার ফজলে মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাত হইবে এবং যোগ্যতা অনুযায়ী কথা বলিতে পারিবে এবং বাতেনী ফয়জ হাছেল করিতে পারিবে।।

কাজায়ে হাজাতের নামাজ

মনোবাসনা পূর্ণ ও সম্পদশালী হওয়ার জন্য এই নামাজ বিশেষ ফল প্রসূ।

কাজায়ে হাজাত নামাজের নিয়ম—

নামাজের নিয়ত

নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাক্বাতাই ছালাতি কাজায়ে হাজাত নাফলিল্লাহে তায়ালা মোতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শরীফাতে আল্লাহ্ আক্বর।

যেই কোন ছুরা দিয়া নামাজ আদায় করিয়া কেবলা মুখি হইয়া নিম্নের পবিত্র আয়াত শরীফ ৪০ (চল্লিশ বার) পড়িবে।

আয়াতের বাংলা উচ্চারণ :- ক্বুলিল্লাহুমা মালিকাল্ মূলকি তু'তিল মূলকা মান্তাশাউ ওয়া তানযিউল্ মূলকা মিস্মান্তাশাউ ওয়া তুইযু মান্তাশাউ ওয়া তুযিল্লু মান্তাশাউ বিয়াদিকাল্ খাইর, ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর। তুলিজল্ লাইলা ফিন্নাহারে ওয়া তুলিজল্ নাহারা ফিল্লাইলি ওয়া তুখরিজল্ হাইয়া মিনাল্ মায়িয়াতি ও তুখরিজল্ মায়িয়াত মিনাল্ হায়িয়া ওয়া তারযুক্কু মান্তাশাউ বি গাইরী হিছাব।

উক্ত আয়াত শরীফ চল্লিশ বার পড়া শেষ হওয়ার পর “মিম” হরফকে সাদা পবিত্র কাগজে বড় অক্ষরে লিখিয়া পবিত্র যায়গায় লটকাইয়া রাখিবে। “মিম” হরফের উপর নজর করিয়া অন্য কোন দিকে দৃষ্টি না দিয়া পুনরায় একবার ঐ আয়াত শরীফ পড়িবে। এইভাবে চল্লিশ দিন পর্যন্ত পড়ার পর গায়েবী ভাবে চতুর্মুখি ধন সম্পদ ইজ্জত সম্মান ইত্যাদি বাড়িতে থাকিবে।

কাজায়ে হাজাত নামাজের দ্বিতীয় পদ্ধতি :-

মাহবুবে ছোবহানী গাউছে ছমদানী ইমামুল আউলিয়া গাউছুল আজম হজরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) ঐর লিখিত কিতাব গুনিয়াতুত্ তালেবীন এর মধ্যে লিখিয়াছেন; বিশিষ্ট ছাহাবী হজরত আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা (সঃ) ইরশাদ ফরমাইয়াছেন :- সোমবার রাত অর্থাৎ রবিবার দিবাগত রাত যে ব্যক্তি নিম্নলিখিত নিয়মে এক নিয়তে চার রাক্বাত নামাজ পড়িবে আল্লাহর রহমতে তাহার মকছুদ পুরা হইবে।

নামাজের নিয়ত :- নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা আর্বা রাক্বাতাই ছালাতি কাজায়ে হাজাত নাফলিল্লাহে তায়ালা মোতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কাবাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহ্ আক্বর।

প্রথম রাকায়াতে ছুরা-এ-ফাতেহা পড়ার পর ছুরা-এ-এখলাছ (ক্বুল্ হওয়াল্লাহু আহাদ) দশবার। দ্বিতীয় রাকায়াতে ছুরা-এ-ফাতেহা পড়ার পর বিশবার তৃতীয় রাকায়াতে ছুরা-এ-ফাতেহা পড়ার পর ত্রিশবার চতুর্থ রাকায়াতে ছুরায়ে ফাতেহা পড়ার পর চল্লিশ বার। ছালাম ফিরাইয়ে ৭৫ বার ছুরায়ে এখলাছ পাঠ করিবে। আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ রাব্বী মিন্ কুল্লি যাম্‌বিওঁ ওয়া আতুবু ইলাইহে- ৭৫ বার পাঠ করিয়া আল্লাহ পাক রাক্বুল আলামিনের দরবারে নিজ উদ্দেশ্যে নিয়া ফরিয়াদ করিবে।

হজরত ছৈয়দেনা আবু আমামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, নামাজের প্রতি রাকায়াতে ছুরা-এ-এখলাছ পনের বার পড়িবে বাকী নিয়ম বরাবর থাকিবে। যেই কোন দরুদ শরীফ পড়িয়া দোয়া করিলে তাহা মওলার দরবারে কবুল হইবে।

ওয়া আখেরী দাওয়ানা আনিন্ হামদু লিল্লাহী রাব্বিল আলামীন। আল্লাহুমা ছাল্লে আলা ছৈয়দেনা মওলানা মুহাম্মদীন ওয়া আলেহী ওয়া আছহাবীহী ওয়া আলে এরশাদেহী গাউছুল আজম মহিউদ্দীন ছৈয়দ আবদুল কাদের ওয়া গাউছুল আজম ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাযাদনিজ্জাদে ওয়াল করম। ওয়া আলেহী ওয়া আছহাবীহী ওয়া জমিয়ে খোলাফায়ে তরিকতেহী ওয়া বারেক ওয়া ছাল্লিম।

০০--সমাপ্ত--০০